পরকালের সম্বল

সহজে নেকি অর্জন

বিচারপতি মুফতি তকি উসমানি

آسان نیکیاں

পরকালের সম্বল

সহজে নেকি অর্জন

বিচারপতি মুফতি তকি উসমানি

آسان نیکیاں

পরকালের সম্বল

সহজে নেকি অর্জন

বিচারপতি মুফতি তকি উসমানি

অনুবাদ : মাওলানা ইবরাহিম খলিল
লেখক, অনুবাদক ও শিক্ষক

آسان نیکیاں

সহজে নেকি অর্জন
বিচারপতি মুফতি তকি উসমানি

অনুবাদ
মাওলানা ইবরাহিম খলিল

প্রকাশক
বদরুদ্দীন আহমাদ তকি
মাকতাবাতুল ইসলাম

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০১৪ খ্রি.

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র : ৬৬২ আদর্শ নগর, মধ্যবাড্ডা, ঢাকা-১২১২
ফোন ০১৯১১৬২০৪৪৭, ০১৯১২৩৯৫৩৫১, ০১৯১১৪২৫৮৮৬

বাংলাবাজার বিক্রয়কেন্দ্র : ১১/১ ইসলামী টাওয়ার (২য় তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ০১৯১১৬২০৪৪৭, ০১৯১২৩৯৫৩৫১, ০১৯১১৪২৫৮৮৬

মূল্য : ১৪০ [একশত চল্লিশ] টাকা মাত্র

SHAHOJE NAKI ARJON
Writer : Allama Taqi usmani.
Translatet by : Ibrahim khalil
Published by : Maktabatul Islam. Dhaka, Bangladesh
Price : Tk. 140 US $ 5.00 only.

ISBN : 978-984-90976-1-7
www.facebook.com/maktabatul islam
www.maktabatulislam.net

সূচিপত্র

آسان نیکیاں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মহান আল্লাহ এ পৃথিবী এজন্য সৃষ্টি করেছেন যে, তাঁর বান্দাগণ এখান থেকে নেক আমলের মাধ্যমে পরকালের সম্বল প্রস্তুত করবে। আর এমন কাজ করবে যার মাধ্যমে আল্লাহ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়। কিন্তু আমরা আজ দুনিয়ার কাজে এতটাই মশগুল যে, জীবনের আসল মাকছাদ ভুলতে বসেছি। আমাদের সকাল সন্ধ্যা আজ ব্যয়িত হচ্ছে পার্থিব উন্নতি ও ভোগবিলাসের দৌড়ঝাঁপে। এই ব্যস্ততা ও দৌড়ঝাঁপে আল্লাহর অল্পসংখ্যক বান্দাই আখেরাতের উন্নতির কথা খেয়াল রাখে। অথচ বাস্তব সত্য হলো—যা কোনো নাস্তিকও অস্বীকার করতে পারে না—একদিন এ পৃথিবী ছেড়ে আমাদেরকে চলে যেতে হবে। তবে যাওয়ার সময় নির্দিষ্ট নেই, বলা যায় না কখন ডাক এসে যায়।

আখেরাতের উন্নতির জন্য ইসলাম যেভাবে চলতে বলে এবং যেসব পদ্ধতি অবলম্বন করতে বলে, বাস্তবে তা তেমন কঠিন কিছু নয়। বরং মানুষ যদি সেভাবে চলে এবং সেসব পদ্ধতি অবলম্বন করে, দুনিয়ার জীবনও হবে তার নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বিগ্ন। কিন্তু আজকাল মানুষের মস্তিষ্কে একথা বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, ইসলামী বিধানমতে জীবনযাপন করা বড় কঠিন কাজ। এতে পার্থিব সুখ-সুবিধা, আরাম-আয়েশ, সাধ-আহ্লাদ সব বিসর্জন দিতে হয়। ফলে অধিকাংশ মানুষই ধর্মীয় জীবনযাপন কঠিন মনে করে এ পথ মাড়ায় না।

অথচ প্রথম কথা হলো ধর্মীয় বিধিবিধান মানা তেমন কঠিন কিছু নয়। আল্লাহর যেসকল বান্দা তাতে আমল করতে চান, আল্লাহর পক্ষ হতে তাঁরা সাহায্যপ্রাপ্ত হন। তাঁদের দুনিয়া ও আখেরাত হয় সুশোভিত।

দ্বিতীয়ত : শরীয়তের বিধান মানা আপাতদৃষ্টিতে কঠিন মনে হলেও আখেরাতের অসীম সুখের তুলনায় তা কিছুই নয়। জীবিকার জন্য মানুষ হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে, এতে তার কোনো আপত্তি নেই; কাজ না পেলে

বরং তার দুঃখের সীমা থাকে না। কেননা সে জানে, এ কাজের বিনিময়ে তার খাদ্য আসে, ভরণপোষণের ব্যবস্থা হয়। তেমনি ইসলামী বিধানমতে আমল করলে আখেরাতে এমন সব নেয়ামত পাওয়া যাবে দুনিয়াতে মানুষ যা কল্পনাও করতে পারে না। এত বড় প্রাপ্তির বিনিময়ে সামান্য কষ্ট তবুও কেনো এতো অস্থিরতা?

তৃতীয়ত : কিছু ইসলামী বিধান পালন করতে সামান্য কষ্ট হলেও আল্লাহ পাক অনেক আমল এমন রেখেছেন যা করতে তেমন কষ্ট হয় না। সময় যেমন বেশি লাগে না, খরচও নেই তেমন। সামান্য সচেতনতা চাই মাত্র। মানুষ যদি কিছুটা সচেতন হয় তেমন কোনো পরিশ্রম বা খরচ ছাড়াই প্রতিনিয়ত তার আমলনামা সমৃদ্ধ হতে পারে। এতে পাবন্দি করলে বসে বসেই আখেরাতের বিশাল পুঁজি সঞ্চিত হবে। ইনশাআল্লাহ!

নেক আমলে আমলনামা সমৃদ্ধ করার যথোপযুক্ত গুরুত্ব উপলব্ধি যদিও আজ আমাদের মাঝে নেই, কিন্তু যখন চোখ বন্ধ হবে, হিসেব নিকেশের সময় হবে; আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে, তখন বুঝে আসবে সামান্য একটি নেকির মূল্য কতো! সেখানকার মূদ্রা টাকা পয়সা হবে না, সোনারূপাও সেখানে কাজে আসবে না; সেখানকার মূদ্রা হবে নেকি। কী পরিমাণ নেকি নিয়ে এসেছো? এ প্রশ্ন করা হবে সেদিন। সেদিন যদি আমলনামা খালি থাকে আফসোসের সীমা থাকবে না। অসীম দুঃখ হবে এ ভেবে যে, কেনো দুনিয়াতে থাকতে আমলনামা নেকিতে ভরে আনলাম না। কিন্তু তখন তো সময় শেষ, তাই কোনো আফসোস সেদিন কাজে আসবে না।

সাহাবায়ে কেরাম জানতেন নেকির মূল্য; তাই নেক কাজে তাঁরা ছিলেন প্রচণ্ড আগ্রহী। যখনই কোনো আমলের ব্যাপারে জানতেন এতে মহান আল্লাহ সন্তুষ্ট হন, তৎক্ষণাৎ শুরু করে দিতেন। যে নেকির ব্যাপারে বিলম্বে জানতেন তাতে আফসোস করতেন এজন্যে যে, আগে জানলে হয়ত আরো বেশি আমল করতে পারতেন।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর রা. কে হযরত আবু হুরায়রা রা. একটি হাদিস শোনালেন, 'যে ব্যক্তি কারো জানাযার নামাজ পড়ে সে এক কিরাত সওয়াব পায়। আর যে লাশ দাফন করা পর্যন্ত জানাযার পিছু পিছু যায় সে পায় দুই কিরাত সওয়াব। এক কিরাত হলো অহুদ পাহাড় সমান।

আব্দুল্লাহ বিন ওমর হযরত আয়েশা রা. কে এ হাদিসের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনিও আবু হুরায়রা রা. কে সমর্থন করেন। হযরত ইবনে ওমর রা. তৎক্ষণাৎ বলে ওঠেন, হায়, কতো কিরাত আমাদের অযথা নষ্ট হয়ে গেলো!

-তিরমিযী

মোটকথা আল্লাহ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যম প্রত্যেক আমলই অত্যন্ত মূল্যবান। বিশেষত যেসকল আমল করতে তেমন কষ্ট হয় না; সময়ও লাগে না বেশি, গাফলত ও অলসতাভরে তা ছেড়ে দেয়া নিঃসন্দেহে নির্বুদ্ধিতার কাজ। আখেরাতে তাতে আফসোসের সীমা থাকবে না। তাই মনে হলো একটি সংক্ষিপ্ত পুস্তিকায় এমন কিছু আমলের কথা লিখে দিই, যা করতে কষ্ট যেমন হয় না, সময়ও ব্যয় হয় না তেমন। সামান্য মনোযোগ দিলেই তাতে আমলনামা সমৃদ্ধ হতে পারে।

সকলের নিকট আমার আবেদন—এ মহামূল্যবান আমলগুলো আগ্রহের সঙ্গে পড়বেন এবং জীবনের মামুল বানিয়ে নেবেন। এটা অসম্ভব নয় যে, এ সামান্য আমলের উছিলায় আমাদের জীবন আল্লাহর পছন্দমাফিক হয়ে যাবে এবং আমরা পার পেয়ে যাবো! আল্লাহ তা'লা নিজ অনুগ্রহে আমাকে এবং সকল মুসলমানকে এগুলোর ওপর আমল করার তৌফিক দান করুন। এবং সামান্য এ মেহনতটুকু কবুল করে আমাদের নাজাতের ব্যবস্থা করুন। আমিন।

কয়েকটি জরুরী কথা

বক্ষমান কিতাবে এমনসব আমলের কথা এসেছে, যা করতে তেমন কষ্ট হয় না, আবার সওয়াবও অনেক। উদ্দেশ্য, এসকল আসান নেকির ওপর আমলে উদ্বুদ্ধ করা যাতে আখেরাতের পুঁজি তৈরীর আগ্রহ অন্তরে পয়দা হয়। তবে পুস্তিকাখানি পড়ার সময় নিম্নোক্ত বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখা জরুরী।

এ কিতাবের বিষয়বস্তু যেহেতু ওই সকল সহজসাধ্য নেকি, যা প্রত্যেকে অনায়েসে করতে পারে, তাই ফরজ ওয়াজিব ও অন্যান্য জরুরী আমলের বর্ণনা উল্লেখ করা হয়নি। কাজেই একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, দ্বীন শুধু এগুলোর ওপর সীমাবদ্ধ নয়, যা এ বইটিতে বর্ণনা করা হয়েছে।

বরং দ্বীন ও শরীয়তের বিধিবিধান জীবনের সকল অঙ্গনব্যাপী পরিব্যাপ্ত। কাজেই প্রত্যেক মুসলমানের উচিত সেসকল রুকন তথা ফরজ ওয়াজিবগুলো গুরুত্বসহ আদায় করা এবং সর্বপ্রকার গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার সর্বাত্মক চেষ্টা করা। আলোচ্য বইটি কয়েকটি উদ্দেশ্যে লিখিত।

প্রথমত : যারা পূর্ব থেকে ফরজ ওয়াজিবের প্রতি যত্মবান তাদেরকে এমন কিছু আমলের সন্ধান দেয়া যাতে তারা অতি সহজে নিজেদের আমলনামাকে সমৃদ্ধ করতে পারেন।

দ্বিতীয়ত : দ্বীন ও শরীয়তকে কঠিন মনে করে যারা একদম বিমুখ হয়ে বসে আছেন, তাদেরকে এমন কিছু সহজসাধ্য আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা যা পালন করা মোটেও কাঠিন নয়। তারা এসকল সহজসাধ্য আমল দেখে দ্বীনের দিকে তাৎক্ষণিক অগ্রসর হবেন। এতে যদি তারা অভ্যস্ত হয়ে যান, আশা করা যায়, ধীরে ধীরে দ্বীনের সকল বিধিবিধান পালনে তারা উদ্বুদ্ধ হবেন। অবশেষে সম্পূর্ণ দ্বীনি জীবনযাপন করাও তাদের পক্ষে সহজ হবে। ইনশাআল্লাহ!

তৃতীয়ত : এ পুস্তিকার বিভিন্ন স্থানে এমন কতোগুলো হাদিসের উল্লেখ আছে, যাতে কতিপয় ছোট আমলের ওপর গুনাহ মাফের ওয়াদা রয়েছে, এসকল হাদিস পাঠ করার সময় একথাও মনে রাখতে হবে যে, নেক আমলের দ্বারা শুধু সগীরা গুনাহ মাফ হয়। কবীরা গুনাহ নয় কখনো। কেননা কবীরা গুনাহ তওবা ছাড়া মাফ হয় না। কোরআনে কারীমে আল্লাহ তা'লা বলেন—

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ

'যেসকল বড় গুনাহ থেকে তোমাদেরকে বেঁচে থাকার কথা বলা হয়েছে, তোমরা যদি তা থেকে বেঁচে থাক, তোমাদের ছোটখাট গুনাহ আমি মাফ করে দেব। সূরা নিসা -আয়াত ৩১।

আলোচ্য পুস্তিকায় বিভিন্ন নেক আমলের ওপর গুনাহ মাফের যে কথা বলা হয়েছে তাতে কারো বিভ্রান্ত হওয়ার সুযোগ নেই যে, সর্বপ্রকার গুনাহ-ই মাফ হয়ে যাবে। আসলে যে সময় ও পরিবেশে রাসুল সা. এসব কথা বলেছেন তখন কল্পনাও করা যেতো না যে, একজন মুমিন কবীরা গুনাহ করবেন! আর যদি কারণবশত হয়েও গিয়ে থাকে সঙ্গে সঙ্গে তওবা করবে

না। তখনকার লোকদের শুধু ছগীরা গুনাহ-ই হতো; কবীরা গুনাহ হতো না। রাসুল সা. ছগীরা গুনাহ মাফের কথাই বলেছেন। এতে কবীরা গুনাহের ভয়াবহতা এবং এজন্য তওবা করার প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পায় না। উল্লেখিত বিষয় ক'টি মনে রাখার সঙ্গে সঙ্গে রাসুল সা.-এর এ বাণীও স্মরণযোগ্য-

لَا تُحَقِّرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ شَيْئًا 'কোনো নেক কাজে অবহেলা করা উচিত নয়'।

তাই শয়তান যেনো আমাদেরকে এ ধোঁকায় ফেলতে না পারে যে, আমরা তো ধর্মের বড় বড় আমল-ই ছেড়ে দিচ্ছি, সামান্য এ নেক আমলে কী হবে? বাস্তব কথা হলো কোনো নেক আমলই ছোট নয়। যখন যে নেক আমলের তৌফিক হয় অপূর্ব সুযোগ মনে করে করা উচিত। এটা অসম্ভব নয় যে আল্লাহ তা'লা এ সামান্য নেক আমল কবুল করবেন এবং এর উছিলায় আমাদের বাকি জীবন শুধরে দেবেন।

এ প্রেরণা ও সুস্থ মানসিকতা নিয়ে কেউ এ কিতাব পাঠ করলে আশাতীত ফল পাবে ইনশাআল্লাহ! মহান আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে বইটি কবুল করুন এবং আমাদেরকে দ্বীনের ওপর পরিপূর্ণ আমলের তৌফিক দান করুন। আমিন।

১. সহীহ নিয়ত

নিয়তের নামে মহান আল্লাহ মুসলমানদেরকে এমন এক পরশপাথর দান করেছেন যার মাধ্যমে সামান্য মনোযোগ দিলেই তারা মাটিকে সোনা বানাতে পারেন। হাদিস শরিফে এসেছে, রাসুল সা. বলেছেন, সকল আমল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল।

অনেকে মনে করেন, ভালো নিয়তে অসঠিক কাজও বুঝি সঠিক হয়ে যায়; গুনাহ পরিণত হয় সওয়াবে, এটা আসলে ঠিক নয়। নিয়ত যতই ভালো হোক গুনাহ সর্বাবস্থায় গুনাহ; বৈধ হয় না কখনো। যেমন কোনো ব্যক্তি কারো ঘরে চুরি করল এই নিয়তে যে, চুরিলব্ধ মাল সদকা করে দিবে। এতে চুরি বৈধ হবে না, দানের সওয়াব হবে না; চুরির গুনাহও মাফ হবে না। হাদিসের অর্থ হলো,

প্রথমত : নিয়ত শুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত কোনো নেক কাজের সওয়াব পাওয়া যাবে না। যেমন নামাজের সওয়াব তখনই পাওয়া যাবে যখন নামাজ হবে আল্লাহ তা'লার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে। লোক দেখানোর জন্য হলে সওয়াব তো হবেই না উল্টো গুনাহ হবে।

দ্বিতীয়ত : জায়েয ও মোবাহ কাজ যার হুকুম হলো—তাতে সওয়াব নেই, গুনাহও নেই; কিন্তু ভালো নিয়তে করলে ইবাদতে পরিণত হয় এবং সওয়াব পাওয়া যায়। যেমন খাবার খাওয়া মোবাহ কাজ। কেউ যদি এ নিয়তে খাবার খায় যে, এতে আমার শরীরে শক্তি হবে আর সে শক্তি আমি আল্লাহর আনুগত্যে ব্যয় করব; তাহলে এ খাবার খাওয়াও ইবাদত বলে গণ্য হবে এবং সওয়াবের কারণ হবে। অথবা এ নিয়তে খাবার খেলো, আল্লাহ তা'লা আমার ওপর আত্মার যে হক রেখেছেন তা আদায় করছি, অথবা এতে স্বাদ ও শান্তি পাওয়া যাবে, অন্তর থেকে আল্লাহর শুকরিয়া আসবে, এসকল উদ্দেশ্যে খাবার খাওয়া ইবাদত, সওয়াবের কারণ।

মোটকথা এমন কোনো মোবাহ কাজ নেই ভালো নিয়তে যা ইবাদতে পরিণত হয় না এবং সওয়াব পাওয়া যায় না। আরো কিছু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হলো যাতে আমাদের দৈনন্দিন কাজকর্মকে ইবাদতে পরিণত করতে পারি।

১. জীবিকা উপার্জন চাই ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি-বাকরি, কৃষি বা অন্য কোনো পেশার মাধ্যমে হোক এতে যদি এ নিয়ত থাকে যে, আল্লাহ পাক আমার ওপর পরিবারের যে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন উপার্জিত অর্থে তা সঠিকভাবে আদায় করব, তাহলে হালাল রিজিক উপার্জনের এসকল কর্মপ্রয়াসও ইবাদত বলে গণ্য হবে এবং সওয়াব পাওয়া যাবে। সঙ্গে যদি এ নিয়তও থাকে যে, নিজের এবং পরিবারের প্রয়োজন পূরো করে উদ্বৃত্ত থাকলে দুঃখী দরিদ্রকে দান করব এবং অন্যান্য ভালো কাজে ব্যয় করব, তাহলে আরো সওয়াব হবে।

২. কোনো শিক্ষার্থী যদি এ নিয়তে পড়াশোনা করে যে, 'জ্ঞানের মাধ্যমে আমি সৃষ্টির সেবা করব' চাই সে যে কোনো জ্ঞানই অর্জন করুক তা ইবাদত বলে গণ্য হবে। যেমন কেউ মেডিকেল সাইন্স পড়ছে বা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে, অথবা অন্যকোনো জনকল্যাণমূলক বিদ্যা অর্জন

করছে; এতে তার উদ্দেশ্য হলো—দেশ ও জাতির সেবা করা, মানুষের প্রয়োজন পূর্ণ করা; তাহলে অবশ্যই সে সওয়াবের অধিকারী হবে।

৩. মানুষ যে কোনো পেশাই গ্রহণ করুক মনে মনে সে এ চিন্তা করবে যে, রিজিকের জিম্মাদার মহান আল্লাহ নিজে, যে কোনোভাবে তিনি তা আমাদের নিকট পৌঁছে দেবেন। রিজিক অর্জনের মাধ্যম অনেক; তবে আমি অমুক পেশাটা গ্রহণ করছি যাতে মানুষের সেবা হয়, আবার রিজিকের ব্যবস্থাও হয়, তাহলে অবশ্যই তা সওয়াবের কারণ হবে।

যেমন কেউ ডাক্তার হতে চায় যাতে রুগ্ন পীড়িতের সেবা করতে পারে, দুঃখী দরিদ্রের দেখভাল করতে পারে; যদিও সে রোগীর কাছ থেকে ন্যায়সঙ্গত ভিজিট নেয়, তবুও নিয়তের কারণে সওয়াব হবে ইনশাআল্লাহ! তার নিয়ত যখন এমন হবে যে অনেক সময় দেখা যাবে কোনো গরীব রোগীকে বিনা ভিজিটে অথবা অল্প ভিজিটে দেখে দিয়েছে। এটাই তার সেবার মানসিকতার প্রমাণ।

তেমনি যে কাপড়ের ব্যবসা করতে চায় সে এ নিয়ত করবে, 'অসংখ্য পেশার মধ্য থেকে আমি এ পেশাটি এজন্য বেছে নিলাম যে, কাপড় পরিধান করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ওয়াজিব। এর মাধ্যমে আমি মানুষের ওয়াজিব আদায়ে সহযোগিতা করব। তাহলে এ পেশাও সওয়াবের কারণ হবে ইনশাআল্লাহ!

সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারিরা নিয়ত করতে পারে, এ চাকরির মাধ্যমে আমরা মানুষের সেবা করব। যদিও তারা বেতন ভাতা নিচ্ছে তবুও সওয়াব পাবে। মোটকথা সকল পেশার লোকেরাই জনসেবার নিয়ত করে নেকির হকদার হতে পারে।

❖ ভালো পোশাক এ নিয়তে পরিধান করবে, আল্লাহ তা'লা আমাকে যে নেয়ামত দান করেছেন তা অন্যরা দেখে আনন্দিত হোক। নিজেকে বড়লোক প্রমাণ করার জন্য নয়।

❖ নিজের সন্তানদের এজন্য মহব্বত করবে যে এটা রাসুল সা.-এর সুন্নত। মহানবী বাচ্চাদের মহব্বত করতেন।

❖ সুন্নতের নিয়তে ঘরোয়া কাজে স্ত্রীকে সহযোগিতা করবে। কেননা রাসুল সা.ও ঘরোয়া কাজে স্ত্রীদের সহযোগিতা করতেন।

- ❖ বিবি বাচ্চাদের সঙ্গে খোশালাপ করবে। কারণ রাসুল সা.ও বিবি বাচ্চাদের সঙ্গে খোশালাপ করতেন। তিনি তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করার হুকুম দিয়েছেন।
- ❖ মেহমানদের সেবাযত্ন করবে এ নিয়তে যে, এটা রাসুল সা.-এর সুন্নত এবং এক মুসলমানের ওপর অন্য মুসলমানের হক।
- ❖ ঘরে বাইরে যেখানেই কোনো বীজ ফেলবে বা চারা লাগাবে এ নিয়তে লাগাবে, এতে মানুষ, পশুপাখি উপকৃত হবে অথবা আল্লাহর কোনো বান্দার দেখে ভালো লাগবে, খুশি হবে।
- ❖ নিজের লেখা এ নিয়তে স্পষ্ট ও সুন্দর করার চেষ্টা করবে যাতে পাঠকের পড়তে সহজ হয়, কষ্ট না হয়।
- ❖ নারীরা এজন্য সেজেগুঁজে থাকবে যাতে স্বামী খুশি হয়। পুরুষেরাও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে যাতে স্ত্রীদের তৃপ্তি ও প্রশান্তি লাভ হয়।
- ❖ বৈধ আনন্দ বিনোদন এ উদ্দেশ্যে করবে যাতে ফরজ আদায়ে মন লাগে, মনে প্রফুল্লতা আসে।
- ❖ ঘড়ি এ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করবে যাতে নামাজের সময় জানা যায় এবং সময়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করে ভালো কাজে সময়টা ব্যয় করা যায়।

এখানে কিছু উদাহরণ পেশ করা হলো মাত্র। অন্যথায় ইমাম গাজালী রহ. এহ্ইয়াউল উলুমে স্পষ্ট বলেছেন, মানুষের জীবনের এমন কোনো বৈধ কাজ নেই সহীহ নিয়তে যা ইবাদতে পরিণত হয় না। এমনকি স্বামী স্ত্রী যদি এ নিয়তে ভোগ সম্ভোগ করে যে, একে অন্যের হক আদায় করছে; এতে উভয়ের আত্মিক শুচিতা ও পবিত্রতা যেমন অর্জন হবে, তেমনি তারা এতে সওয়াবও পাবে।

২. দোয়া

আল্লাহর কাছে বান্দার দোয়া বড় পছন্দের আমল। দুনিয়াতে কারো কাছে বারবার চাইলে সে যত ধনীই হোক; শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়, কিন্তু মহান আল্লাহর ব্যাপারটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। বান্দা তাঁর কাছে যত চায় তিনি তত খুশী হন। বরং হাদিসে এসেছে, যে আল্লাহর নিকট চায় না আল্লাহ তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন।

তাছাড়া দোয়া মাকছাদ অর্জনের একটি মাধ্যমই শুধু নয় বরং তা স্বতন্ত্র একটি ইবাদত। দোয়া পার্থিব বিষয়ে হলেও তা ইবাদত এবং সওয়াবের কারণ। দোয়া যত বেশি হবে আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক হবে তত গভীর। শুধু অভাব অনটন ও বিপদ-মসিবতে দোয়া করতে হবে এমন কোনো কথা নেই। আনন্দ খুশির সময়ও দোয়া করা উচিত।

হাদিসে এসেছে, যে চায় দুঃখ-দারিদ্র ও বিপদ-মসিবতে তার দোয়া কবুল হোক, সে যেনো সুখে স্বাচ্ছন্দে থাকাকালীন বেশি বেশি দোয়া করে।

আল্লাহ তা'লা কোরআনে কারিমে ওয়াদা করেছেন, اُدْعُوْنِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ

'আমার কাছে দোয়া করো, আমি কবুল করব'।

আল্লাহর ওয়াদা মিথ্যা হতে পারে না, এ বিশ্বাস নিয়ে যে দোয়া করবে তার দোয়া অবশ্যই কবুল হবে। তবে কবুলিয়াতের পদ্ধতি বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। কখনো যা চাওয়া হয় হুবহু তাই পাওয়া যায়। আবার কখনো যা চাওয়া হয় তা আল্লাহ উপযোগী মনে করেন না, ফলে এর পরিবর্তে দুনিয়া বা আখেরাতে উত্তম জিনিস প্রদান করেন। এভাবে প্রত্যেকের দোয়া কবুল হয়, তবে ফল প্রকাশ পায় বিভিন্নভাবে। দোয়ার ফায়দা অনেক।

প্রথমত : দোয়ায় মনের ইচ্ছে পূর্ণ হয়।

দ্বিতীয়ত : দোয়া করলে সওয়াব পাওয়া যায়।

তৃতীয়ত : বেশি বেশি দোয়া করলে আল্লাহ তা'লার সঙ্গে সম্পর্ক গভীর হয়।

কেবলামুখী হয়ে হাত উঠিয়ে জবানে দোয়া করা, শুরুতে হামদ সানা দুরুদ শরিফ ইত্যাদি পড়া দোয়ার আদব। এসবের সুযোগ না হলেও মনে মনে দোয়া করা যায়। দোয়াকে আল্লাহ তা'লা এতো সহজ করে দিয়েছেন যে, সব সময় সব জায়গায় দোয়া করা যায়। চলতে ফিরতে, উঠতে বসতে সর্বাবস্থায় দোয়া করা যায়। এমনকি মুখে করা না গেলেও বাথরুমে বসে মনে মনে দোয়া করা যায়।

দোয়ায় কেবল বড় বড় জিনিস চাইতে হবে এমন কোনো কথা নেই, বরং ছোট বড় সব প্রয়োজনই আল্লাহর নিকট চাওয়া যায়। হাদিস শরিফে তো

এপর্যন্ত এসেছে, তোমার জুতোর ফিতে ছিঁড়ে গেলেও আল্লাহর কাছে চাও। - তিরমিযী

কাজেই সামান্য প্রয়োজনও আল্লাহর কাছে চাওয়ার অভ্যাস করা উচিত। সামান্য ব্যথা বেদনায় আল্লাহর সাহায্য চাইবে। বাচ্চারা যেমন কোনো কিছুর প্রয়োজন হলে বা কষ্ট পেলে মাকে ডাকে; বান্দাদেরও উচিত আল্লাহকে ডাকা। চলতে ফিরতে, উঠতে বসতে, সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর কাছে কিছু না কিছু চাইতে থাকা। অভ্যাস করে নিলে অতি দ্রুত উন্নতি হবে।

৩. মাসনুন দোয়া

এমনিতে সর্বাবস্থায় সর্বপ্রকার অভাব অভিযোগ আল্লাহর নিকট করা উচিত। অথাপি রাসুল সা. দিনরাতের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপলক্ষে কিছু বিশেষ দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন। যেমন খাওয়া-দাওয়া, শোয়া-ঘুম, ঘরে প্রবেশ করা, বের হওয়া, বাথরুমে প্রবেশ করা ও বের হওয়ার জন্য রয়েছে বিশেষ দোয়া। আবার মসজিদে প্রবেশ করা, বের হওয়া; কাপড় পরিধান করা, আয়না দেখা, বা বিছানায় পৌঁছেও রয়েছে আলাদা দোয়া। তেমনি অজুর সময়, আজান শুনে পড়তে হয় অন্য দোয়া।

মোটকথা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন উপলক্ষে পড়ার মতো অনেক দোয়া রাসুল সা. আমাদের শিখিয়ে দিয়েছেন; যা দুনিয়া ও আখেরাতের প্রয়োজন পূরণে খুবই সহায়ক। সারা জীবন চেষ্টা করেও এমন সারগর্ভ অর্থবোধক দোয়া আমরা রচনা করতে পারব না; যা রাসুল সা. আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। এসকল দোয়া পড়তে কষ্ট যেমন হয় না, সময়ও লাগে না তেমন। অজু লাগে না, পাক পবিত্রতা লাগে না; বাড়তি কোনো ঝামেলা নেই। দোয়াগুলো মুখস্থ করে একটু খেয়াল রাখলেই হলো। সামান্য মনোযোগে দুনিয়া আখেরাতের বিশাল ও বিপুল ফায়দা হয়। তেমন কোনো কষ্ট ছাড়াই আমলনামা হয় সমৃদ্ধ।

তাই মুসলমানদের উচিত দোয়াগুলো মুখস্থ করে নেয়া। মাছনুন দোয়ার কিতাব অনেক পাওয়া যায়। হাকিমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশ্রাফ আলী থানবী রহ.-এর 'মোনাজাতে মকবুল' তেমনি এক কিতাব, যেখানে অনেক দোয়া সংকলন করা হয়েছে। সেখান থেকেও মুখস্থ করা যেতে

পারে। শুধু নিজেরাই নয় বাচ্চাদেরও মুখস্থ করিয়ে দিবে, যাতে শৈশব থেকেই তারা দোয়া মুনাজাতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।

অন্যের জন্যও দোয়া করা

নিজের প্রয়োজনে ও বিপদাপদে যেমন তেমনি আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশি বা সাধারণ মুসলমানদের জন্যও দোয়া করা উচিত। এতে অনেক ফযিলত।

হাদিসে এসেছে, 'যে মুসলমান তার ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার কল্যাণের জন্য দোয়া করে, ফেরেশতাগণও তাঁর কল্যাণের দোয়া করেন।' - মুসলিম

তাই যদি কোনো মুসলমানের ব্যাপারে জানা যায় যে, তিনি মসিবতে আছেন বা অভাবে অনটনে আছেন তখন তার জন্য দোয়া করা উচিত। এমনকি কাফেরদের হেদায়েতের জন্যও দোয়া করা চাই। এতে দোয়ার সওয়াব যেমন পাওয়া যাবে, তেমনি অন্যের কল্যাণকামিতার ফযিলতও পাওয়া যাবে।

৪. ইস্তেগফার

ইস্তেগফারকে আল্লাহ তা'লা বানিয়েছেন গুনাহের প্রতিষেধক। ইস্তেগফারের অর্থ হলো, আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া। হুকুকুল্লাহ সম্পর্কীত সর্বপ্রকার কবীরা গুনাহ ইস্তেগফারের মাধ্যমে মাফ হয়ে যায়। তাই গুনাহ হতে-ই—কবীরা হোক বা সগীরা—তৎক্ষণাৎ তওবার মাধ্যমে এর প্রতিকার করা উচিত। গুনাহ তো দূরের বিষয় অনুত্তম কিছু হয়ে গেলেও তওবা করা উচিত।

মোটকথা গুনাহ হোক বা না হোক সর্বাবস্থায় বেশি বেশি ইস্তেগফার পড়া দরকার। সকলেই জানে রাসুল সা. নিষ্পাপ ছিলেন। এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি বলেন, আমি প্রতিদিন সত্তরবারের বেশি আল্লাহর কাছে তওবা ইস্তেগফার করি। - বোখারি।

অন্য হাদিসে এসেছে, রাসুল সা. বলেন, যে ব্যক্তি নিয়মিত ইস্তেগফার পড়ে আল্লাহ তা'লা তাকে সকল প্রকার অভাব অনটন থেকে নিষ্কৃতি

দেবেন, সর্বপ্রকার পেরেশানি থেকে মুক্তি দেবেন এবং তাকে এমন জায়গা থেকে রিজিক দেবেন যা তার কল্পনার বাইরে। - আবু দাউদ।

তাই উঠতে বসতে চলতে ফিরতে সর্বাবস্থায় ইস্তেগফারের অভ্যাস করা উচিত। প্রতিদিন কমপক্ষে একবার হলেও ইস্তেগফারের এক তছবীহ আদায় করা উচিত।

سَيِّدُ الْاِسْتِغْفَار

সায়্যিদুল ইস্তেগফার প্রত্যেক ভাষায় হতে পারে। সংক্ষেপে আরবিতে সায়্যিদুল ইস্তেগফার হলো,

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّ اَتُوْبُ اِلَيْه

'হে আল্লাহ আমি সর্বপ্রকার গুনাহ থেকে মাফ চাচ্ছি এবং তওবা করছি'।

হাদিস শরিফে এক বিশেষ প্রকার ইস্তেগফারের অনেক ফযিলত এসেছে; একে সায়্যিদুল ইস্তেগফার বলে। ইস্তেগফারটি হলো,

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَ اَنَا عَبْدُكَ وَ اَنَا عَلي عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُوْءُ اِلَيْكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَاَبُوْءُ لَكَ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرِ لِيْ ذُنُوْبِيْ فَاِنَّه لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ

হাদিস শরিফে এসেছে, যে ব্যক্তি পূর্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে সকালবেলা এ দোয়া পড়বে আর সন্ধ্যার পূর্বেই তার ইন্তেকাল হয়ে যাবে সে জান্নাতী হিসেবে গণ্য হবে। আবার রাতে পড়ে সকাল হওয়ার পূর্বে মারা গেলে সেও জান্নাতী বলে গণ্য হবে। -বুখারি।

বিশেষত রাতে শোয়ার পূর্বে একাগ্রচিত্তে সারাদিনের কর্মকাণ্ড ও আমলের অবহেলার কথা স্মরণ করে এ ইস্তেগফার পড়া উচিত।

৫. জিকরুল্লাহ

আল্লাহ তা'লার জিকির এমন সহজ ও মজার আমল যে, সামান্য মনোযোগী হলে সর্বক্ষণ এ আমল করা যায়। এর ফযিলত ও উপকারিতা অনেক। পবিত্র কোরআনের অনেক জায়গায় আল্লাহ তা'লা জিকরুল্লাহর তাকীদ করেছেন। যেমন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا

'হে মুমিনগণ! তোমরা বেশি বেশি আল্লাহর জিকির করো'।

সূরা আহযাব -আয়াত ৪১।

জানা কথা, জিকিরের দ্বারা আল্লাহর কোনো ফায়দা নেই। বান্দার জিকির থেকে আল্লাহ বেনিয়াজ। বরং এতে বান্দার জন্য রয়েছে অনেক ফায়দা। অধিক পরিমাণে জিকিরের দ্বারা আল্লাহ তা'লার সঙ্গে সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়। মানুষ তার আত্মার খোরাক পায়। এতে আত্মা হয় পূতপবিত্র ও শক্তিশালী। সে রুহানী শক্তির সাহায্যে নফস ও শয়তানের মোকাবেলা করা সহজ হয়। গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা আসান হয়। সঙ্গে সঙ্গে আমলনামাও সমৃদ্ধ হতে থাকে।

এক সাহাবী রাসুল সা. কে জিজ্ঞেস করলেন, 'আল্লাহর নিকট সবচে' উত্তম এবং কেয়ামতের দিন সবচে' মর্যাদাবান আমল কী হবে'? জবাবে রাসুল সা. বলেন, আল্লাহর জিকির।

আরেক সাহাবী রাসুল সা.-এর নিকট আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! নেকি তো অনেক প্রকার, সবগুলো পালন করা আমার পক্ষ্যে সম্ভব নয়; তাই আমাকে এমন কোনো আমলের কথা বলে দিন যা আমি সর্বদা করতে পারি, তবে বড় কিছু বলবেন না, কারণ আমি দ্রুত ভুলে যাই। জবাবে রাসুল সা. বলেন, আল্লাহর জিকিরে তোমার জিহ্বাকে তরুতাজা রাখো।

-তিরমিযী।

হযরত আবু মুছা আশয়ারী রা. বর্ণনা করেন, রাসুল সা. বলেছেন, যে ঘরে আল্লাহর জিকির হয় আর যে ঘরে হয় না তার দৃষ্টান্ত হলো জিন্দা এবং মুরদা মানুষ। অর্থাৎ যে ঘরে জিকির হয় সেটা হলো জিন্দা আর যে ঘরে জিকির হয় না সেটা হলো মুরদা। -বুখারিও মুসলিম।

অন্য এক হাদিসে রাসুল সা. ইরশাদ করেন, যারা কোনো মজলিস থেকে এমন অবস্থায় উঠল যে সেখানে জিকির হয়নি, তারা যেনো মৃত গাধা থেকে উঠল। এই মজলিস (কেয়ামতের দিন) তাদের আফসোসের কারণ হবে। (কারণ এতোটা সময় অনর্থক নষ্ট হলো) - আবু দাউদ

এজন্য হুজুর সা. বলেছেন, প্রত্যেক মজলিসের শেষে এ দোয়া পড়বে।

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ

-নাসায়ী।

এতো ফযিলতপূর্ণ আমল হওয়া সত্ত্বেও জিকরুল্লাহকে আল্লাহ তা'লা এতো সহজ করে দিয়েছেন যে, এর জন্য কোনো শর্তারোপ করেননি। যদি অজুসহ কেবলামুখী হয়ে একাগ্রচিত্তে জিকির করা যায় তাহলে তো ভালো; অন্যথায় চলতে ফিরতে, উঠতে বসতে, কাজ করতে করতে সর্বাবস্থায় জিকির করা যায়। এজন্য অজু শর্ত নয় বরং জুনুবী ও হায়েজ অবস্থায়ও জিকির করা যায়। শুধু উলঙ্গ অবস্থায় এবং বাথরুমে মুখে জিকির করা যায় না তবে মনে মনে তখনও জিকির করা যায়।

মোটকথা তেমন কোনো কষ্ট ছাড়াই মানুষ প্রতিমুহূর্তে এ গুরুত্বপূর্ণ আমল করতে পারে। তবে সবচে' উত্তম হলো রাতদিনের নির্দিষ্ট কোনো সময়ে অজুসহ কেবলামুখী হয়ে একাগ্রচিত্তে কিছুটা সময় জিকির করা। অন্য সময়ে যতটুকু তৌফিক হয় জিকির করা।

অন্যান্য জিকির জানার জন্য নিম্নোক্ত কিতাবগুলো প্রনিধাণযোগ্য।

ক. ফাজায়েলে জিকির; লেখক শাইখুল হাদিস যাকারিয়া রহ.

খ. জিকরুল্লাহ; লেখক হযরত মাওলানা মুফতি শফি রহ.

গ. মা'মুলাতে ইয়াওমিয়্যাহ; লেখক ডাক্তার আব্দুল হাই রহ.

সংক্ষিপ্ত কিছু জিকির নিচে প্রদত্ত হলো যাতে চলতে ফিরতে পড়ে অভ্যাস করা যায়।

১. হাদিস শরিফে এসেছে রাসুল সা. বলেছেন, আল্লাহর নিকট সবচে' প্রিয় হলো চারটি কালিমা-

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ

- মুসলিম।

২. হাদিসে আছে রাসুল সা. বলেছেন, দু'টি কালিমা আল্লাহর নিকট খুব প্রিয়, পড়তে সহজ কিন্তু মিজানের পাল্লায় ভারী।

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ

- বুখারি ও মুসলিম।

৩. হাদিসে এসেছে বেশি বেশি لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ পড়তে থাকো, কেননা এটা জান্নাতের খাজানাসমূহ থেকে একটি মহামূল্যবান খাজানা।

- মেশকাত।

لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَي كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ

হাদিসে আছে, যে ব্যক্তি সকালে এ কালিমা পড়বে তাকে ইসমাঈলী বংশের দশজন গোলাম আজাদ করার সওয়াব দেয়া হবে। তার জন্য দশটি নেকি লেখা হবে ও দশটি গুনাহ মাফ করা হবে আর দশটি দরজা বুলন্দ করা হবে। সন্ধ্যা পর্যন্ত সে শয়তানের অনিষ্ট থেকে নিরাপদে থাকবে। সন্ধ্যায় পড়লে সকাল পর্যন্ত নিরাপদে থাকবে। - আবু দাউদ।

৪. حَسْبِيَ اللهُ لَا اِلَهَ اِلَّا هُوَ عَلَيهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمُ

৬. দুরুদ শরীফ

হাদিস শরিফে দুরুদের এতো ফযিলত এসেছে যে, এ নিয়ে স্বতন্ত্র কিতাবই লেখা যাবে। অনেক আলেম লিখেছেনও।

এক হাদিসে হুজুর সা. ইরশাদ করেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার নিকট এক আগন্তুক এসে বলল, আপনার উম্মতের যে কেউ আপনার ওপর একবার দুরুদ পড়বে আল্লাহ তা'লা তাকে দশটি নেকি দেবেন। দশটি গুনাহ মাফ করে দেবেন এবং (জান্নাতে) দশটি দরজা বুলন্দ করে দেবেন।

- সুনানে নাসাঈ।

হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত রাসুল সা. বলেছেন, যার সামনে আমার আলোচনা হয় তার উচিত আমার ওপর দুরুদ পড়া। যে আমার ওপর একবার দুরুদ পড়বে মহান আল্লাহ তার ওপর দশবার রহমত বর্ষণ করবেন।

সর্বোত্তম দুরুদ হলো দুরুদে ইব্রাহিমি যা নামাজে পড়া হয়। সবচে' সংক্ষিপ্ত দুরুদ হলো صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ এতেও দুরুদের ফযিলত পাওয়া যায়। রাসুল সা.-এর নাম লিখতে গেলে পূর্ণ লেখা উচিত। শুধু صلعم / ص লেখা যথেষ্ট নয়।

৭. শুকুর

প্রতিমুহূর্তে মানুষ আল্লাহ তা'লার অসংখ্য নেয়ামত ভোগ করছে যা গুণে শেষ করা সম্ভব নয়। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তা'লা বলেন-

وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا

'তোমরা যদি আল্লাহ তা'লার নেয়ামত গুণে শেষ করতে চাও পারবে না'। -আয়াত-৩৪, সুরা ইবরাহিম।

শেখ সা'দী রহ. বলেন, অন্যান্য নেয়ামতের কথা না হয় বাদই দিলাম শুধু বেঁচে থাকা কত বড় নেয়ামত! প্রতিটি শ্বাস প্রশ্বাসে দু'টি নেয়ামত লুকায়িত আছে; শ্বাস নেয়া একটি নেয়ামত, তেমনি শ্বাস বের করা আরেকটি নেয়ামত। কেননা শ্বাস যদি ভেতরে গিয়ে বের না হয় তাহলে বিপদ, বাইরে এসে ভেতরে না গেলেও বিপদ। প্রতিটি শ্বাস প্রশ্বাসে মানুষ দু'টি নেয়ামত ভোগ করে। আবার প্রত্যেক নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা উচিত। সে হিসেবে প্রতি শ্বাসে শুকরিয়া আদায় করলেও শুধু শ্বাস প্রশ্বাসের শুকরিয়া আদায়ই শেষ হয় না; অন্যান্য অসংখ্য নেয়ামতের শুকরিয়া তো সুদূর পরাহত।

মোটকথা আল্লাহ তা'লার নেয়ামতের যথাযথ শুকরিয়া আদায় করা মানুষের সাধ্যের বাইরে। তাই অধিক পরিমাণে শুকরিয়া আদায় করতে থাকা আল্লাহর নিকট অতি প্রিয় আমল। এতে সওয়াবও অনেক। শুকরিয়া করাতে নেয়ামত যেমন বৃদ্ধি পায় আল্লাহর সঙ্গে মহব্বতও বাড়ে।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তা'লা বলেন,

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ

'তোমারা আমাকে স্মরণ করো, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব। আমার কৃতজ্ঞতা আদায় করো, অকৃতজ্ঞ হয়ো না'। -আয়াত-১৫২, সুরা বাকারা।

অন্যত্র বলেন, وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ 'অচিরেই আমি কৃতজ্ঞদের প্রতিদান দেবো' আল্লাহ পাক আরো বলেন—

لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

'তোমরা যদি শুকরিয়া আদায় করো আমি নেয়ামত বাড়িয়ে দেবো। অকৃতজ্ঞ হলে আমার শাস্তি কঠোর'। -আয়াত-৭, সুরা ইবরাহিম।

শুকুরগুজার বান্দা আল্লাহর নিকট অতি প্রিয়। নাশুকুরগুজার তেমনি ঘৃণিত। কেননা নাশুকরি সংকীর্ণতার পরিচয়। অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি সামান্য কষ্টেই বিরূপ হয়, অপরাপর অসংখ্য নেয়ামতের কথা ভুলে যায় যা সে ওই মুহূর্তেও ভোগ করছে। সামান্য কষ্টকে পাহাড়সম মনে করে মাথা কুটে।

পক্ষান্তরে আল্লাহর শুকুরগুজার বান্দার অবস্থা হলো, মসিবতের সময়ও তার দৃষ্টি থাকে আল্লাহর অন্যান্য নেয়ামতের দিকে। সেগুলোর শুকরিয়া সে আদায় করে এবং মসিবত দূর হওয়ার দোয়া করে।

মনে করুন, কারো কোনো অসুখ হলো, সে যদি অকৃতজ্ঞ হয় তাহলে আল্লাহ তা'লার অপরাপর সকল নেয়ামত ভুলে সে নিজেকে সবচে' পীড়িত এবং মজলুম মনে করবে। ফলে অকৃতজ্ঞতার কথা জবান থেকে বের হয়ে যাবে। আর যদি সে কৃতজ্ঞ বান্দা হয় তাহলে শত অসুখ-বিসুখ, দুঃখ-কষ্ট পেরেশানি সত্ত্বেও এ চিন্তা করবে, আল্লাহ তা'লা তো দীর্ঘজীবন সুস্থ রেখেছেন, সেটা কতো বড় নেয়ামত ছিল! তাছাড়া এখন এ অসুস্থ অবস্থায় কতজনের কতো সেবা শুশ্রূষা ভোগ করছি। কতো ডাক্তার কবিরাজ, ঔষধ পত্র আসছে, এগুলোও কতো বড় নেয়ামত! যারা এরচে' কঠিন রোগে আক্রান্ত তাদের কথা স্মরণ করে শুকরিয়া আদায় করবে। মনে মনে বলবে, আল্লাহ তা'লা তো আমাকে অমুক অসুখ থেকে মুক্ত রেখেছেন, সঙ্গে সঙ্গে রোগমুক্তির জন্য দোয়া করবে। অভিযোগের ভঙ্গিতে নয় বরং নিজের দোষ ও দুর্বলতার ভঙ্গিতে। যত কষ্টই হোক কোনো অভিযোগ অনুযোগ নয়, বরং প্রশান্তচিত্তে দোয়া করতে থাকবে।

মানুষের ওপর শয়তানের সর্বপ্রথম হামলা হলো এই যে, সে তাকে নাশুকরিতে লিপ্ত করে দেয়। কোরআনে এসেছে, শয়তান যখন কেয়ামত পর্যন্ত বেঁচে থাকার সুযোগ পেলো আল্লাহ তা'লার সামনেই সে তার মনোবাঞ্ছা ব্যক্ত করল, 'আমি আপনার বান্দাদেরকে বিভ্রান্ত করব এবং সর্বদিক থেকে তাদের ওপর আক্রমণ করব। ফলে তাদের অধিকাংশকে শুকুরগুজার পাবেন না'।

وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ -আয়াত১৭, সূরা আ'রাফ।

এতে বোঝা গেলো, শয়তানের সবচে' বড় কামনা এবং আপ্রাণ চেষ্টা থাকে আল্লাহর বান্দাদেরকে নাশুকরিতে লিপ্ত করা, শুকুরগুজারির ফযিলত থেকে বঞ্চিত করা। পক্ষান্তরে যারা সর্বাবস্থায় শুকুরগুজার থাকার প্রতিজ্ঞা করে নেয় তাদের ওপর শয়তানের কোনো চক্রান্ত চলে না।

মোটকথা আল্লাহ তা'লার শুকরিয়া আদায় করা অনেক বড় নেয়ামত। এ নেয়ামত মুহূর্তের মধ্যে আদায় করা সম্ভব। হাদিস শরিফে এসেছে,

اَلطَّاعِمُ الشَّاكِرُ بِمَنْزِلَةِ الصَّائِمِ الصَّابِرِ

'খাবার খেয়ে যে শুকরিয়া আদায় করে সে ধৈর্যশীল রোজাদারের সমান সওয়াব পায়'। - বুখারি ও তিরমিযী।

তাই জীবনে ছোট বড় যত নেয়ামত হাতে আসুক শুকরিয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা উচিত। ঘরে ঢুকে পরিবার পরিজনকে সুস্থ দেখলে শুকরিয়া আদায় করবে। ভালো খাবার সামনে এলে শুকরিয়া আদায় করবে। আবার বাতাসের ঝাপটা ভালো লাগলো তো শুকরিয়া আদায় করবে। বাচ্চাদের খেলতে দেখে ভালো লাগলো তো শুকরিয়া আদায় করবে।

মোটকথা যা দেখে ভালো লাগে কিংবা যাতে আরাম পাওয়া যায় তাতেই শুকরিয়া আদায় করবে। এভাবে শুকরিয়া আদায়ের অভ্যাস গড়ে উঠবে। শুধু মুখে মুখেই নয় বরং সর্বান্তকরণে শুকরিয়া আদায় করবে।

বুযুর্গানে দ্বীন বলেন, রাতে ঘুমানোর পূর্বে কিছু সময় আল্লাহর অফুরন্ত নেয়ামতের কথা স্মরণ করে প্রতিটি নেয়ামতের খেয়াল করে শুকরিয়া আদায় করবে। যেমন খেয়াল করবে, আলহামদুলিল্লাহ! আমি এবং পরিবারের সকলে সুস্থ আছি; আমাদের মাথা গোঁজার ঠাঁই আছে, আরামদায়ক বিছানা আছে, জান মাল নিরাপদ আছে। মোটকথা যত আরাম আয়েশ ভোগ করা হচ্ছে তার প্রতিটি কথা স্মরণ করে শুকরিয়া আদায় করবে।

এতে সন্দেহ নেই যে আল্লাহ তা'লার নেয়ামতের প্রকৃত শুকরিয়া হলো নিজের জীবনকে আল্লাহর মর্জি মোতাবেক পরিচালিত করা। মনে প্রাণে অধিক পরিমাণে শুকরিয়া আদায়ের অভ্যাস করে নেয়া অনেক বড় ইবাদত। এর বরকতে অন্যসব আমলের সংশোধনও হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ!

শুকরিয়া আদায়ের জন্য এমনিতে বিশেষ কোনো শব্দ নির্দিষ্ট নেই। প্রত্যেকে নিজ নিজ ভাষায় শুকরিয়া আদায় করতে পারে। তবে হুজুর সা. শুকরিয়ার এমন কিছু সারগর্ভ বাক্য শিক্ষা দিয়েছেন যাতে একবারে হাজারবার শুকরিয়া আদায় হয়ে যায়।

اَلْحَمْدُ حَمْدًا خَالِدًا مَعَ خُلُوْدِكَ وَ لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا لَامُنْتَهي لَه دُوْنَ مَشْيَتِك وَ لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا لاَ يُرِيْدُ قَائِلُه اِلاَّ رِضَاكَ وَ لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا عِنْدَ طَرْفَةِ كُلِّ عَيْنٍ وَ تَنَفُّسِ كُلِّ نَفسٍ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَدَدَ خَلْقِكَ وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ وَزَنَةَ عَرْشِكَ وَرِضَا نَفْسِكَ

হযরত আব্দুল্লাহ বিন গানাম রা. থেকে বর্ণিত, হুজুর সা. শুকরিয়ার এ বাক্য শিক্ষা দিয়েছেন।

اَللّٰهُمَّ مَا اَصْبَحَ لِيْ مِنْ نِعْمَةٍ اَوْ بِاَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحْدِكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ

রাসুল সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি সকালবেলা এ কালিমা পড়বে সে সেদিনের শুকরিয়া আদায় করল। আর যে সন্ধ্যায় পড়বে সে রাতের শুকরিয়া আদায় করল। -নাসাঈ ও আবু দাউদ।

৮. সবর

আল্লাহ তা'লা তিন প্রকার আলম সৃষ্টি করেছেন।

১. যেখানে শুধু সুখ আর সুখ আরাম আর আরাম, দুঃখ-কষ্টের লেশমাত্র নেই, তা হলো জান্নাত।

২. যেখানে শুধু দুঃখ আর দুঃখ সুখের ছিটেফোঁটাও নেই, সেটা হলো জাহান্নাম।

৩. যেখানে সুখ-দুঃখ, আরাম-আয়েশ সবই আছে, তা হলো দুনিয়া।

তাই আজ পর্যন্ত এ পৃথিবীতে এমন কেউ আসেনি, কখনো আসবেও না দুঃখ-কষ্ট যাকে কখনো স্পর্শ করেনি। যত বড় শিক্ষিত সম্পদশালী বা ক্ষমতাশালীই হোক কিংবা মুত্তাকী পরহেজগারই হোক না কেনো, এ পৃথিবীতে থাকতে হলে সুখের সঙ্গে দুঃখ-কষ্ট, বিপদাপদের সম্মুখীন তাকে হতেই হবে। বড় বড় নবী রাসুলগণও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না।

তাই কেউ যদি চায় আমাকে কখনো কোনো দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ না করুক তাহলে বাস্তবে সে এ দুনিয়ার প্রকৃতি সম্পর্কেই অজ্ঞ। তার এ চাওয়া কখনো পূরণ হবার নয়। কারণ, কম হোক বেশি হোক দুঃখ-কষ্ট তাকে পেতেই হবে। কষ্ট পেরেশানি থেকে নিরঙ্কুশ মুক্তি কারোই নেই।

قید حیات وبند غم اصل مین دونو ایك هین موت سي بهلي ادمي

غم سي نجات باي كيون

এ পার্থিব জীবনে প্রত্যেকেই কোনো না কোনোভাবে কিছু না কিছু দুঃখ-কষ্ট অবশ্যই ভোগ করে। এখন সে যদি অধৈর্য হয়ে পড়ে, যখন তখন যেখানে সেখানে নিজের দুঃখকাহিনী বলে বেড়ায় বা নিজের তাকদীরের ওপর অভিযোগ ওঠায়, তবুও এসব দুঃখ-কষ্ট থেকে তার সম্পূর্ণ মুক্তি নেই। এতে বরং সে আরো সর্বগ্রাসী মানসিক অস্থিরতার শিকার হবে। অন্যদিকে এসকল দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-মসিবতের ওপর যে সওয়াব অর্জিত হয় তা থেকেও সে বঞ্চিত হবে।

পক্ষান্তরে এসব দুঃখ-কষ্ট, বিপদাপদের পর যে এ চিন্তা করে যে, সামান্য ক'দিনের কষ্ট মাত্র; দুনিয়ার কষ্ট থেকে তো কারো মুক্তি নেই। তাছাড়া আল্লাহর কোনো কাজ হেকমত থেকে খালি নয়। সে হেকমত আমাদের বুঝে আসুক বা না আসুক। তাই যতো কষ্টই হোক, হৃদয় ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাক, আল্লাহর ফয়সালার ওপর অভিযোগ না তুলে মনে প্রাণে মেনে নেবে। বরং সুদৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলবে, আল্লাহর ফয়সালার ওপর আমার কোনো অভিযোগ নেই। কারণ কিসে আমার কল্যাণ তাতো আল্লাহই ভালো জানেন। সর্বাবস্থায় আমি তার মুখাপেক্ষী। তবে আল্লাহর কাছে মিনতি এই যে, এর পরিণাম যেনো ভালো হয়। মন যেনো আমার শান্ত থাকে; হৃদয় যেনো থাকে প্রশান্ত। ভবিষ্যতে এসব দুঃখ-কষ্ট থেকে যেনো তিনি হেফাজত করেন।

এ ধরনের চিন্তা মানসিকতার নামই সবর। সবরের ফায়দা হলো—এতে মনে সান্ত্বনা আসে, হৃদয়ে প্রশান্তি আসে; মনের অস্থিরতা দূর হয়। অন্যদিকে কষ্টের বিনিময়ে বেহিসাব নেকি পাওয়া যায়।

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

'ধৈর্যশীলদের দেয়া হয় বেহিসাব আজর'। -আয়াত১০, সূরা জুমার।
স্মরণ রাখবে, দুঃখ বেদনার সময় মনে কষ্ট অনুভূত হওয়া গুনাহ নয়। এমনকি দুঃখে কষ্টে অনিচ্ছায় যে কান্না আসে তাও অধৈর্যের আলামত নয়। অধৈর্য হলো আল্লাহ তা'লার ফয়সালার ওপর অভিযোগ ওঠানো। অন্তর যদি শোকানলে জ্বলতে থাকে, চোখ থেকে প্রবাহিত হয় অশ্রু; মন থাকে অশান্ত অস্থির, কিন্তু তাকদীরের অমোঘ ফয়সালা ভেবে আল্লাহর হেকমতের ওপর বিশ্বাস রাখাকেই বলা হয় সবর। এতেই বেহিসাব আজর ও সওয়াব। সবরের আলামত হলো, যখনই কোনো বিপদ-মসিবতে, দুঃখ-কষ্টে পড়বে মুখে বলবে, اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ

যারা বিপদের মুর্হূতে এ কালিমা পড়বে তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'লা বলেন— اُولٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ

'এরাই হলো তারা যাদের ওপর আল্লাহর রহমত; এরাই হেদায়েত প্রাপ্ত'।
-আয়াত১৫৭, সূরা বাকারা।

বুযুর্গানে দ্বীন ঠিকই বলেছেন, অন্যান্য ইবাদতের মতো সবরও একটি ইবাদত, যার মাধ্যমে মানুষ আত্মিক উন্নতি সাধন করে বহু উঁচুতে পৌঁছে যেতে পারে। এজন্য বড় বড় বিপদ-মসিবতে পড়া জরুরী নয়। বরং দৈনন্দিন জীবনে মানুষ যেসকল অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয়ের সম্মুখীন হয়, তাতে ধৈর্য ধারণ করে اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ পড়ার অভ্যাস গড়ে তুললেই হলো, এতেও সে আত্মিক উন্নতির সুউচ্চ মার্গে পৌছে যাবে।

হযরত উম্মে সালমা রা. বলেন, হুজুর সা. বলেছেন,

اِذَا اَصَابَتْ اَحَدَكُمْ مُصِيْبَةٌ فَلْيَقُلْ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ اَللّٰهُمَّ عِنْدَكَ اَحْتَسِبُ مُصِيْبَتِيْ وَاجِرْنِيْ فِيْهَا وَاَبْدِلْنِيْ خَيْرًا مِنْهَا

তোমাদের কেউ কোনো বিপদের সম্মুখীন হলে বলবে—

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ اَللّٰهُمَّ عِنْدَكَ اَحْتَسِبُ مُصِيْبَتِيْ وَاجِرْنِيْ فِيْهَا وَاَبْدِلْنِيْ خَيْرًا مِنْهَا

এছাড়াও হাদিসে এসেছে, একবার হুজুর সা.-এর বাতি নিভে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তিনি اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْن পড়লেন। এতে বোঝা গেলো সামান্য সমস্যায়ও انا لله পড়া উচিত।

এমনিভাবে প্রতিদিনের ছোটখাট অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয়ে ধৈর্য ধারণ করাও সওয়াবের কাজ। চলতে গিয়ে পায়ে কাঁটা ফুটল, কোথাও কাপড় জড়িয়ে গেলো অথবা পা পিছলে গেলো, বিদ্যুৎ চলে গেলো কিংবা কোনো জিনিস হারিয়ে গেলো, ইত্যাকার হাজারো বিপদে আমরা اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ পড়তে পারি। সঙ্গে এ বিশ্বাসও থাকবে যে, আল্লাহ যা করেন ভালোই করেন। কোনো না কোনো হেকমত এতে অবশ্যই আছে। এরই নাম সবর, এতেই অপরিসীম সওয়াব।

লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, দুঃখে কষ্টে কাঁদা সবরের পরিপন্থী নয়, দুঃখ-কষ্ট দূর করার চেষ্টা করাও সবরের খেলাফ নয়; এমনকি দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদে 'হায়, হায়,' করাও সবরের পরিপন্থী নয়। এমনিভাবে অসুস্থের চিকিৎসা নেয়া বা অভাবীর জীবিকা তালাশ করা সবরের পরিপন্থী নয়। বরং এসকল চেষ্টা প্রচেষ্টার পাশাপাশি দোয়া করতে থাকা উচিত। প্রকৃত সবর হলো আল্লাহ তা'লার কোনো ফয়সালার ওপর অভিযোগ উত্থাপন না করে জবানে اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ পড়া।

সামান্য একটা দোয়া পড়া কতো সহজ কিন্তু আল্লাহর নিকট এর আজর কতো বিশাল, আমরা যা কল্পনাও করতে পারি না।

৯. প্রত্যেক কাজ বিসমিল্লাহ বলে শুরু করা

প্রত্যেক ভালো কাজ বিসমিল্লাহ বলে শুরু করা ইসলামের নিদর্শন, মুসলমানের আলামত।

হুজুর সা. বলেন, كُلُّ أَمْرٍ ذِيْ بَالٍ لَمْ يُبْدَأْ فِيْهِ بِبِسْمِ اللّٰهِ فَهُوَ اَبْتَرُ

'প্রত্যেক ভালো কাজ যা বিসমিল্লাহ বলে শুরু হয় না তাতে বরকত থাকে না'।

রাসুল সা. প্রত্যেক ভালো কাজ বিসমিল্লাহ বলে শুরু করতেন। তাই মুসলমানদের উচিত প্রত্যেক ভালো কাজ বিসমিল্লাহ বলে শুরু করার অভ্যাস করে নেয়া। ঘরে ঢুকতে, বের হতে, সওয়ারীতে আরোহন করতে, নামতে, মসজিদে প্রবেশ করতে, বের হতে, বাথরুমে ঢুকতে, বের হতে, খানা খেতে, কাপড় পরিধান করতে, জুতো পরতে, পড়তে, লেখতে মোটকথা প্রত্যেক ভালো কাজে বিসমিল্লাহ বলার অভ্যাস করে নেয়া উচিত।

এমনিভাবে নারীরা খাবার রান্না করার সময়ে বিসমিল্লাহ বলবে। তরকারিতে কিছু ঢালতে, কুটতে, বাঁটতে বিসমিল্লাহ বলবে। কাপড় বুনতে, সেলাই করতে, বাচ্চাকে কাপড় পরিধান করাতে বিসমিল্লাহ বলবে। বাচ্চাদেরকেও শেখাবে। মোটকথা প্রতিদিনের প্রত্যেক ভালো কাজে বিসমিল্লাহ বলার অভ্যাস করে নিবে। এটি এমন একটি আমল যাতে পরিশ্রম তেমন নেই, শুধু খেয়াল রাখলেই হলো, এতেই আমলনামা সমৃদ্ধ হতে থাকবে। এমনকি বাহ্যিকভাবে যেগুলোকে দুনিয়াবী কাজ বলে মনে হয় সেগুলোও ইবাদতে পরিণত হবে।

একজন কাফের যেমন দুনিয়াবী কাজ করে তেমনি একজন মুমিনও করে, উভয়ের মাঝে পার্থক্য হলো; কাফের করে আল্লাহকে ভুলে বেখেয়ালে। আর মুমিন করে আল্লাহর নাম স্মরণ রেখে, বিসমিল্লাহ বলে। প্রকারান্তরে সে যেনো একথা স্বীকার করে যে, আল্লাহ তা'লার তৌফিক ছাড়া কোনো কাজই পূর্ণ হতে পারে না। এই স্বীকারোক্তির কারণে তার যাবতীয় দুনিয়াবী কাজ দ্বীনের অংশ হয়ে যায় এবং ইবাদত বলে গণ্য হয়।

বিসমিল্লাহর ফযিলত নিয়ে আমার পিতা হযরত মাওলানা মুফতি শফি রহ. -এর একটি রেসালা আছে بسم الله كي فضائل و مسائل নামে। আশা করি বইটি খুব উপকারী হবে।

১০. প্রথমে সালাম

মুসলমানদের সালাম করা ইসলামের নিদর্শন। এতে মুসলমান বলে চেনা যায়। সালামের অনেক ফযিলত হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। বিশেষত প্রথমে সালাম দেয়ার ফযিলত অনেক।

হাদিসে আছে, আল্লাহর নিকট সবচে' নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা হলো যে মানুষকে প্রথমে সালাম দেয়। - আবু দাউদ।

শুধু পরিচিতজনকে সালাম করবে এমন কোনো কথা নেই, বরং পরিচিত অপরিচিত সকল মুসলমানকেই সালাম করবে। এক সাহাবী রাসুল সা. কে জিজ্ঞেস করল, সবচে' ভালো আমল কী? জবাবে রাসুল সা. যে সকল আমলের কথা বলেছেন সেখানে একথা বলেছেন, মানুষকে সালাম করবে, চেনো বা না চেনো। - বুখারি, মুসলিম।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর রা. মাঝে মধ্যে শুধু এ উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হতেন যে, কোনো মুসলমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে সালাম করবেন। এতে তাঁর নেকি বৃদ্ধি পাবে। - মুআত্তায়ে মালেক।

হাদিসের উদ্দেশ্য হলো বেশি বেশি সালাম করা। উদ্দশ্য এটা নয় যে, বহুদূর থেকে দেখলেও সালাম করতে হবে। এতে মানুষকে অযথা কষ্টে ফেলা হয়। বাইরে থেকে এসে ঘরে ঢুকে পরিবারের লোকদের সালাম করাও সুন্নত।

হুজুর সা. তাঁর বিশেষ খাদেম হযরত আনাস রা.কে বলেছেন, বৎস! যখনই ঘরে আসবে পরিবারের লোকদেরকে সালাম করবে। এ আমল তোমার আর তোমার পরিবারের সকলের বরকতের কারণ হবে। -তিরমিযী।

খালি ঘরেও ফেরেশতাদের নিয়তে সালাম করবে। হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর রা. এমন জায়গায় اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلي عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ বলতেন।

হাদিস শরিফে একথাও এসেছে, স্পষ্ট ভাষায় সালাম করবে; যাতে বোঝা যায় সালাম করেছো। যদিও اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ বললেই সালামের সুন্নত আদায় হয়ে যায়, সঙ্গে যদি وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُه বাড়িয়ে দেয়া হয় তাহলে বেশি সওয়াব হবে।

হযরত ইমরান বিন হুসাইন রা. বলেন, আমরা একবার হুজুর সা.-এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম ইতোমধ্যে এক লোক এলো এবং اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ বলে সালাম দিলো। জবাব দিয়ে রাসুল সা. বললেন, 'দশ নেকি'।

পরে আরো একজন এসে বলল, اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ জবাব দিয়ে তিনি বললেন, 'বিশ'। এরপর আরো একজন এসে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ বললে জবাব দিয়ে তিনি বললেন, ত্রিশ। - আবু দাউদ।

একথাও স্মরণ রাখা চাই, সালাম দেয়া সুন্নত যখন কেউ কোনো কাজে মগ্ন না থাকে এবং সালাম দেয়াতে তার কাজে বিঘ্ন না ঘটে। কাজে বিঘ্ন ঘটলে সালাম দেয়া ঠিক নয়। যেমন কেউ তেলাওয়াত করছে বা জিকির করছে বা অধ্যয়ন করছে অথবা কোনো অসুস্থের সেবা শুশ্রূষায় নিমগ্ন আছে কিংবা এমন কাজে ব্যস্ত আছে যাতে মনোযোগের ব্যঘাত ঘটলে সমস্যা হতে পারে এমতাবস্থায় কাজ থেকে অবসর না হওয়া পর্যন্ত সালাম দেবে না।

এমনিভাবে কেউ হয়ত কোনো সভায় ওয়াজ করছে, লোকেরা তার ওয়াজ মনোযোগ দিয়ে শুনছে এমতাবস্থায় বক্তাকে বা শ্রোতাকে সালাম দেবে না। তবে সবাই যদি চুপচাপ বসে থাকে কেউ পাশ দিয়ে অতিক্রম করে বা মজলিসে এসে বসে উপস্থিত শ্রোতাদের আস্তেকরে সালাম দেয় আর তাদের একজন জবাব দেয়, এতে সালামের সুন্নত আদায় হয়ে যাবে। সালাম দেয়া সুন্নত কিন্তু সালামের জবাব দেয়া ওয়াজিব। জবাব না দিলে গুনাহগার হবে। চিঠিতে লেখা সালামেরও জবাব দেয়া উচিত।

১১. সেবা শুশ্রূষা

অসুস্থের সেবা শুশ্রূষা অনেক গুরুত্বপূর্ণ আমল। রাসুল সা. এক মুসলমানের ওপর অন্য মুসলমানের যতগুলো হক বলেছেন তন্মধ্যে অন্যতম হলো অসুস্থের সেবা করা। অনেক ফকিহ এটাকে ওয়াজিব বলেছেন, আসলে সুন্নত। হযরত সাওবান রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. বলেছেন, কোনো মুসলমান অপর মুসলমানের সেবা শুশ্রূষার জন্য গেলে সে যেনো জান্নাতের বাগানে বিচরণ করতে থাকে। - মুসলিম।

হযরত আলী রা. বলেন, আমি রাসুল সা. কে বলতে শুনেছি, কোনো মুসলমান সকালবেলা অপর মুসলমানের সেবা শুশ্রূষার জন্য গেলে সত্তর হাজার ফেরেশতা সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য কল্যাণের দোয়া করে। সন্ধ্যায়

গেলে সকাল পর্যন্ত সত্তর হাজার ফেরেশতা তার জন্য দোয়া করে। তাকে জান্নাতের একটি বাগান দান করা হয়। - তিরমিযী।

হুজুর সা.-এর অভ্যাস ছিল নিজ সাথীবৃন্দের কেউ অসুস্থ হয়ে গেছে শুনলে দেখাশোনার জন্য যেতেন।

রোগী দেখার আদব হলো, অসুস্থের কপালে হাত রেখে অবস্থা জানতে চাওয়া। তবে দেখতে হবে এতে তার কষ্ট হয় কিনা। কষ্ট হলে হাতও রাখবে না, অবস্থাও জিজ্ঞেস করবে না। এ অবস্থায় আশপাশের লোকদের কাছ থেকে খোঁজখবর নিয়ে চলে আসবে।

হুজুর সা. অসুস্থদের দেখতে গিয়ে সাতবার এ দোয়া পড়তে বলেছেন।

اَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ أَنْ يَّشْفِيَكَ

তিনি আরো বলেন, যদি তার মৃত্যু এসে গিয়ে না থাকে তাহলে এ দোয়ার বরকতে আল্লাহ তা'লা আরোগ্য দান করবেন। - আবু দাউদ।

রাসুল সা. অসুস্থের খোঁজ নিতে গিয়ে প্রায়ই এ দোয়া পড়তেন।

اَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ اَنْتَ الشَّافِيْ لَا شِفَاءَ اِلَّا شِفَاءُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا

রোগী দেখে তিনি এ দোয়াও পড়তেন- لَا بَأْسَ طَهُوْرٌ اِنْ شَاءَ اللهُ

তবে মনে রাখবে অসুস্থের সেবা-শুশ্রূষার যতো ফযিলত বর্ণিত হয়েছে তার চেয়ে বেশি রোগী বা রোগীর পরিবারের যেনো কোনো কষ্ট না হয় সে বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। তাহলে নেকির পরিবর্তে গুনাহের আশঙ্কা প্রবল।

দেখা-সাক্ষাৎ কথাবার্তা যদি রোগীর ক্ষতির কারণ হয় তাহলে সেখানে দেখার জন্য পীড়াপীড়ি করা নাজায়েয। এমতাবস্থায় বাইরে থেকে খোঁজখবর নিয়ে চলে এলে আর দোয়া করতে থাকলে সেবার ফযিলত পাওয়া যাবে। আগমনের সংবাদ অসুস্থকে দেয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। যদি তাকে খুশি করা উদ্দেশ্য হয় তাহলে আত্মীয়দের বলে আসবে, তারা যেনো কোনো ফাঁকে বলে দেয়, ওমুক এসেছিল; আপনার জন্য দোয়া করছে। হাদিসে একথাও এসেছে, কাউকে দেখাশোনার জন্য গেলে অধিক

সময় রোগীর কাছে বসবে না, কিছুক্ষণ থেকে চলে আসবে। কেননা দীর্ঘক্ষণ রোগীর কাছে থাকলে রোগীর কষ্ট হয়।

তবে হ্যাঁ, রোগী যাকে খুশিতে নিজের সান্ত্বনার জন্য বসিয়ে রাখে তার থাকাতে অসুবিধা নেই। দেখাশোনার জন্য সময়মত যাবে। অসময়ে গিয়ে রোগীর আরাম ও অন্যান্য কাজে বিঘ্ন ঘটাবে না। এজন্য পূর্বে থেকে রোগীর আত্মীয়দের কাছে খোঁজ নিয়ে যাওয়া ভালো।

১২. জানাযা ও দাফন কাফনে অংশগ্রহণ

কোনো মুসলমানের জানাযায় শরিক হওয়া এবং দাফনের জন্য কবরস্থানে যাওয়া নেকির কাজ। হাদিস শরিফে এর অনেক ফযিলতের কথা এসেছে। এমনকি রাসুল সা. এটাকে মুসলমানের হক বলেছেন যে কেউ মারা গেলে তার জানাযায় শরিক হওয়া এবং দাফনের জন্য কবরস্থানে যাওয়া। জানাযা এবং দাফন কাফনে শরিক হওয়া যদিও ফরজে কেফায়া—কিছু লোক শরিক হলেই ফরজে কেফায়া আদায় হয়ে যায় এবং সকলেই গুনাহমুক্ত হয়ে যায়—তবুও এটা অনেক সওয়াবের কাজ।

হযরত আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন, রাসুল সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি কারো জানাযার নামাজে শরিক হবে সে এক কিরাত সওয়াব পাবে। আর যে জানাযার পেছনে গিয়ে দাফনের কাজ সম্পন্ন করবে সে পাবে দুই কিরাত সওয়াব। প্রত্যেক কিরাত অহুদ পাহাড় পরিমাণ।

ওলামায়ে কেরাম বলেন, জান্নাতের নেয়ামত এবং সেখানকার আজর সওয়াবের সঠিক উপলব্ধি দুনিয়ায় বসে সম্ভব নয় এবং সেটা ব্যাখ্যা করার যথাযথ ভাষাও মানুষের জানা নেই। সহজে বোঝার জন্য রাসুল সা. এমন শব্দ ব্যবহার করেছেন যা মানুষের মাঝে সুপরিচিত। তাই জানাযায় শরিক হওয়ার সওয়াবকে কিরাত দ্বারা ব্যক্ত করেছেন, যা মূলত স্বর্ণরূপা মাপার ওজনবিশেষ। সঙ্গে একথাও বলে দিয়েছেন, এটা দুনিয়ার সাধারণ কিরাত নয় বরং তা পরিমাণে অহুদ পাহাড় সমান। মোটকথা জানাযায় শরিক হওয়া পৃথক আমল, দাফন কাফনে শরিক হওয়া ভিন্ন আমল; প্রতিটিতে সওয়াব অনেক অনেক।

অন্য রেওয়ায়েতে আছে, যে ব্যক্তি জানাযা ওঠানোর পূর্বে মৃতের বাড়িতে উপস্থিত হবে সে এক কিরাত সওয়াব পাবে। জানাযার পেছনে গেলে এক

কিরাত, জানাযার নামাজ পড়লে এক কিরাত; আর দাফন পর্যন্ত থাকলে পাবে আরো এক কিরাত। এতে বোঝা গেলো, চারটি পৃথক আমল, প্রতিটির সওয়াব আলাদা এবং অজস্র ও বিপুল। হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর রা.-এর এ হাদিস জানা ছিলো না। পরে যখন হযরত আবু হুরায়রা রা.-এর কাছে জানতে পারলেন এবং হযরত আয়েশা রা.ও সত্যায়ন করলেন, তখন তিনি আফসোসের সঙ্গে বলে উঠলেন, হায়, আমাদের তো অনেক কিরাত হাতছাড়া হয়ে গেছে! - তিরমিযী।

অনেকেই জানাযার নামাজে প্রথাগতভাবে শরিক হয় কিন্তু নামাজের সঠিক পদ্ধতি জানে না। তাদের একটু মনোযোগ দিয়ে শিখে নেয়া উচিত। প্রথামত না পড়ে আল্লাহ তা'লার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পড়া উচিত। তাহলে ইনশাআল্লাহ সওয়াব পাওয়া যাবে। নামাজের পর দাফন কাজে শরিক হওয়া একটি পৃথক আমল। হযরত মুজাহিদ রহ. বলেন, এটা নফল নামাজ থেকে উত্তম।

১৩. শোকসন্তপ্ত পরিবার ও বিপদগ্রস্তকে সান্ত্বনা দেয়া

কারো মৃত্যুতে তার শোকসন্তপ্ত পরিবারকে কথায় ও কাজে সান্ত্বনা দেয়া অনেক বড় নেকির কাজ। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. বলেছেন, مَنْ عَزَّي مُصَابًا فَلَهُ مِثْلُ اَجْرِه 'যে কারো বিপদাপদে সান্ত্বনা দেবে সে বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির সমপরিমাণ সওয়াব পাবে। -তিরমিযী।

সান্ত্বনার অর্থ এই নয় যে দুঃখ শোক আরো উথলে দেবে। অনেকে মৃতের পরিবারকে সান্ত্বনা দেয়ার পরিবর্তে শোকানল আরো উসকে দেয়। تعزية হলো সান্ত্বনা দেয়া। তাই এমনসব পদ্ধতি তাজিয়ার অন্তর্ভুক্ত যাতে শোক সন্তপ্তের মনে সান্ত্বনা আসে, প্রশান্তি আসে। সে যেনো শোক ভুলে থাকে, দুঃখানুভূতি কম হয়। সান্ত্বনার সওয়াব শুধু মৃত্যুর সঙ্গে সম্পর্কীত নয় বরং হাদিসের বর্ণনা অনুযায়ী যে কোনো বিপদগ্রস্তকে সান্ত্বনা দিলেও উপরোক্ত সওয়াব পাওয়া যাবে। তাই যে কোনো দুঃখকষ্ট ও বিপদ-মসিবতে আক্রান্ত ব্যক্তিকে সান্ত্বনা দিলে আক্রান্ত ব্যক্তির সওয়াবই পাওয়া যাবে।

১৪. আল্লাহর ওয়াস্তে মহব্বত করা

আল্লাহর ওয়াস্তে কাউকে মহব্বত করাও বড় নেক কাজ। এতে অনেক সওয়াবের ওয়াদা রয়েছে। আল্লাহর ওয়াস্তে মহব্বতের অর্থ হলো দুনিয়াবী কোনো স্বার্থোদ্ধার উদ্দেশ্য হবে না। বরং এজন্য মহব্বত করবে যে, সে ভালো আলেম বা দ্বীনদার মোত্তাকী, অথবা দ্বীনি কোনো খেদমতের সঙ্গে যুক্ত বা তার সঙ্গে মহব্বত রাখতে আল্লাহ তা'লা আদেশ করেছেন। যেমন পিতা-মাতা। এমন মহব্বতকে হাদিসের ভাষায় حُبٌّ فِي اللهِ বলে।

এক হাদিসে রাসুল সা. বলেছেন, কেয়ামতের দিন মহান আল্লাহ বলবেন, আমার সম্মানে পরস্পকে মহব্বতকারীরা কোথায়? আজ যখন আমার ছায়া ব্যতীত কোনো ছায়া নেই তখন আমার ছায়ায় তাদেরকে আমি আশ্রয় দেব। -মুসলিম।

অন্য হাদিসে আছে, আল্লাহর ওয়াস্তে পরস্পর মহব্বতকারীগণ কেয়ামতের দিন নূরের মিম্বরে থাকবে। অন্যরা তাদের দেখে ঈর্ষা করবে। -তিরমিযী।

প্রসিদ্ধ তাবেয়ী আবু ইদরীস খাওলানী রহ. বলেন, আমি একবার দামেশকের জামে মসজিদে হযরত মুয়াজ বিন জাবাল রা.-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরজ করলাম, আল্লাহর ওয়াস্তে আমি আপনাকে মহব্বত করি। তিনি বারবার কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'বাস্তবেই কি তুমি আমাকে আল্লাহর ওয়াস্তে মহব্বত করো'? প্রতিবারই যখন স্বীকার করলাম, আমার চাদর ধরে নিজের দিকে টেনে নিয়ে তিনি বললেন, সুসংবাদ শোনো! আমি রাসুল সা. কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা'লা বলেন, যারা আমার জন্য পরস্পর মহব্বত রাখে, ওঠাবসা করে, একে অন্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, খরচ করে; তাদের জন্য আমার মহব্বত অবধারিত।

-মোয়াত্তায়ে মালেক।

আল্লাহর নেক বান্দাদের সঙ্গে মহব্বত মূলত আল্লাহর সঙ্গে মহব্বত রাখার নামান্তর। তাই এতে সওয়াব হয় এবং মহব্বতকারীকে আল্লাহ তা'লা নিজের প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন।

হাদিসে আছে, এক সাহাবী রাসুল সা. কে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসুল! কেয়ামত কবে হবে? জবাবে রাসুল সা. পাল্টা জিজ্ঞেস করলেন,

'সেজন্য তোমার প্রস্তুতি কী'? সে বলল, প্রস্তুতি তো তেমন কিছু নেই, তবে আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে মহব্বত করি। শুনে রাসুল সা. বললেন, তুমি যাকে মহব্বত কর তার সঙ্গেই থাকবে।

এ হাদিসের বর্ণনাকারী হযরত আনাস রা. বলেন, রাসুল সা.-এর মুখে একথা শোনার পর আমি এত খুশি হলাম যে, অন্য কিছুতে কখনো এত খুশি হইনি। এরপর তিনি বলেন, আমি রাসুল সা. হযরত আবু বকর ও ওমরকে মহব্বত করি। এ মহব্বতের উছিলায় আশা করি আমি তাদের সঙ্গে থাকব। যদিও আমার আমল তাদের আমলের সমান নয়। -বুখারি।

এ বিষয়ে আরো হাদিস পাওয়া যায় যাতে বোঝা যায়, আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পরস্পর মহব্বত রাখা অনেক বড় আমল। এর বরকতে আল্লাহ তা'লা দুনিয়াতে নেক কাজের তৌফিক দেন, আখেরাতেও নেক লোকদের সান্নিধ্যে ধন্য করেন। তাই আল্লাহর নেক বান্দাদের সঙ্গে সর্বদা এ নিয়তে মহব্বত রাখা চাই যেনো নেক কাজের তৌফিক হয় এবং আল্লাহ সন্তুষ্ট হন।

أُحِبُّ الصَّالِحِيْنَ وَلَسْتُ مِنْهُمْ لَعَلَّ اللهَ يَرْزُقُنِيْ صَلاَحًا

'নেককারদের আমি মহব্বত করি যদিও আমি নেককার নই। আশা করি আমাকেও আল্লাহ তা'লা নেক কাজের তৌফিক দেবেন'।

হাদিসে এমনও পাওয়া যায়, কেউ যদি কাউকে মহব্বত করে তাহলে তার জানিয়ে দেয়া উচিত যে, আমি আপনাকে মহব্বত করি। -আবু দাউদ।

হযরত আনাস রা. বলেন, এক ব্যক্তি হুজুর সা.-এর কাছে বসা ছিলেন। ইতোমধ্যে অন্য একজন সেখান দিয়ে অতিক্রম করলে বসা লোকটি বলে উঠল, হে আল্লাহর রাসুল! আমি তাকে মহব্বত করি। রাসুল সা. বললেন, তুমি কি তাকে জানিয়ে দিয়েছ? তিনি বললেন, না। রাসুল সা. বললেন, তাকে অবশ্যই জানিয়ে দাও। সে উঠে গেলো এবং আগন্তুক লোকটিকে গিয়ে বলল, আল্লাহর ওয়াস্তে আমি আপনাকে মহব্বত করি। জবাবে সে বলল, যে আল্লাহর ওয়াস্তে তুমি আমাকে মহব্বত কর তিনিও যেনো তোমাকে মহব্বত করেন।

১৫. মুসলমানদের সাহায্য করা

কারো কোনো জরুরী কাজ করে দেয়া বা তার কাজে সাহায্য করা অথবা কারো কোনো পেরেশানী দূর করে দেয়া এমন আমল যার ওপর হুজুর সা. অনেক নেকির ওয়াদা করেছেন।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. বলেন,

مَنْ كَانَ فِيْ حَاجَةِ أَخِيْهِ كَانَ اللهُ فِيْ حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

'যে অন্যের প্রয়োজন পূর্ণ করে আল্লাহ তা'লাও তার প্রয়োজন পূর্ণ করবেন। আর যে কোনো মুসলমানের দুঃখ-দুর্দশা দূর করে আল্লাহ তা'লাও কেয়ামতের ভয়াবহ দিনে তার পেরেশানি দূর করবেন'।

-আবু দাউদ।

কাউকে রাস্তা দেখিয়ে দেয়া বা কারো মালপত্র উঠিয়ে দেয়া—মোটকথা খেদমতে খলক তথা সৃষ্টিজীবের সেবার সকল সুরত এর অন্তর্ভুক্ত। যে অন্যকে সাহায্য সহযোগিতা করে আল্লাহর নিকট তার মর্যাদা অনেক।

হাদিসে আছে, خَيْرُ النَّاسِ مَنْ يَنْفَعُ النَّاسَ 'সর্বোত্তম মানুষ হলো যে অন্যের সেবা করে'। খেদমতে খলক ছোট হোক বড় হোক অবহেলা করা উচিত নয়। এতে নেকি বৃদ্ধি পায়। এমনিভাবে কারো ওপর জুলুম হতে থাকলে যথাসম্ভব তা প্রতিহত করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরজ।

এক হাদিসে রাসুল সা. ইরশাদ করেন, এক মুসলমান অন্য মুসলমানের ভাই; সে তাকে অসহায় ছেড়ে দেয় না, তার সঙ্গে মিথ্যা বলে না; ওয়াদা ভঙ্গ করে না, তার ওপর জুলুম করে না। -তিরমিযী।

অন্য হাদিসে আছে, যেখানে কোনো মুসলমানকে অসম্মান করা হয়, তার ইজ্জত আব্রুতে অবৈধ হস্তক্ষেপ করা হয়, সেখানে যারা তাকে অসহায় ছেড়ে যায় আল্লাহ তা'লাও তাদেরকে এমন স্থানে অসহায় ছেড়ে দেবেন যেখানে সে সাহায্য প্রত্যাশী। আর যে কোনো বিপদগ্রস্ত ও অপমানিত মুসলমানের সাহায্যে এগিয়ে আসে আল্লাহ তা'লা তাকে এমন স্থানে সাহায্য করবেন যেখানে সে সাহায্য প্রত্যাশী। -আবুদাউদ।

যেখানে কারো ওপর মিথ্যা অপবাদ লাগানো হয় বা অন্যায় দোষারোপ করা হয়, তার পক্ষ নিয়ে মিথ্যা প্রতিহত করাও মুসলমানের সাহায্যের অন্তর্ভুক্ত।

হযরত আবু দারদা রা. থেকে বর্ণিত রাসুল সা. বলেছেন,

مَنْ ذَبَّ عَنْ أَخِيهِ رَدَّ اللهُ النَّارَ عَنْ وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

'যে তার ভাইয়ের সম্মানের হেফাজত করবে আল্লাহ তা'লা কেয়ামতের দিন তার চেহারা থেকে জাহান্নামের আগুন সরিয়ে দেবেন'। -তিরমিযী।

১৬. জায়েয সুপারিশ করা

কোনো মুসলমানের জন্য জায়েয সুপারিশ করাও বড় নেকির কাজ। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন—

مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا

'যে কেউ নেক কাজে সুপারিশ করবে সেও তার অংশ পাবে'।

- সুরা নিসা, আয়াত ৮৫।

রাসুল সা. আরো বলেন, اِشْفَعُوْا تُؤْجَرُوْا 'তোমরা ভালো কাজে সুপারিশ করো, সওয়াব পাবে'। -আবু দাউদ ও নাসাঈ।

একবার হুজুর সা. (মসজিদে) তাশরিফ আনলেন। এ সময় এক লোক তাঁর কাছে এসে কিছু চাইলে তিনি উপস্থিত সকলের অভিমুখী হয়ে বললেন, 'তোমরা এর ব্যাপারে সুপারিশ করো, যেনো তোমরাও সওয়াব পাও। -বুখারি।

ভালো সুপারিশ একটি স্বতন্ত্র নেক কাজ; চাই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাজে আসুক বা না আসুক। যদি কাজে আসে আশা করা যায় দ্বিগুণ সওয়াব হবে। সুপারিশের ক্ষেত্রে এদিকে দৃষ্টি রাখা অতীব জরুরী যে কাজটি বৈধ কিনা। অবৈধ ও অন্যায় কাজে সুপারিশ করা মারাত্মক গুনাহ। তাই সুপারিশের পূর্বে তলিয়ে দেখা ওয়াজিব যার পক্ষে সুপারিশ হচ্ছে সে উপযুক্ত কিনা অথবা যে কাজে সুপারিশ হচ্ছে সে কাজটি বৈধ কিনা।

এমনিভাবে সুপারিশের ক্ষেত্রে এদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে যে যার কাছে সুপারিশ করা হচ্ছে তার ওপর তা অন্যায় চাপ কিনা। সর্বাগ্রে দেখতে হবে বিষয়টি তার আয়ত্তাধীন কিনা। যদি আয়ত্তাধীন না হয় তাহলে সুপারিশ করা উচিত নয়। কেননা এতে তার লজ্জিত হবার আশঙ্কা আছে। যদি এ ব্যাপারে স্পষ্ট জানা না থাকে তাহলে চূড়ান্তভাবে করতে না বলে এভাবে বলা উচিত, কাজটি যদি আপনার আয়ত্তে থাকে তো করে দিন।

তাছাড়া এখতেয়ারভুক্ত থাকলেও অনেক সময় আইনি জটিলতা থাকে কিংবা তার নিজস্ব পছন্দ অপছন্দ থাকে, সেক্ষেত্রেও এমনভাবে সুপারিশ করা উচিত যাতে তার ওপর বোঝা হয়ে না যায়। অন্যায় আবদার করা উচিত নয়। আজকাল সাধারণত সওয়াবের উদ্দেশ্যে সুপারিশ করা হয়, কিন্তু সুপারিশের শরয়ী আদব ও আহকামের প্রতি মোটেও লক্ষ্য রাখা হয় না। বিশেষত এদিকে তো দৃষ্টি দেয়া হয়ই না যে যার কাছে সুপারিশ করা হচ্ছে তার ওপর আবার চাপ হয়ে যায় কিনা। বিষয়টি মনে রাখার মতো, ভুলে যাওয়া উচিত নয়। শরীয়ত প্রতিটি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট আহকাম তথা সীমারেখা রেখেছে। সেগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। কারো উপকারের জন্য অন্যকে বিপাকে ফেলা অথবা সমস্যায় ফেলা আদৌ ঠিক নয়।

১৭. অন্যের দোষ গোপন রাখা

ক্ষতির আশঙ্কা না হলে কোনো মুসলমানের দোষ গোপন রাখা বড় নেকির কাজ। হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. বলেছেন,

لَا يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

‘যে কেউ অন্য কারো দোষ গোপন রাখে আল্লাহ তা’লা কেয়ামতের দিন তার দোষ গোপন রাখবেন’। -মুসলিম।

হযরত ওকবা বিন আমের রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. বলেছেন-

مَنْ رَأَي عَوْرَةً فَسَتَرَهَا كَانَ كَمَنْ أَحْيَا مَوْءدَةً

‘কেউ কারো দোষ গোপন রাখলে সে যেনো কোনো জীবন্ত প্রোথিতকে বাঁচিয়ে দিল’। -আবু দাউদ।

দোষ গোপন রাখার অর্থ হলো অন্যের কাছে বলে না বেড়ানো, লোক সম্মুখে প্রচার না করা। এ ব্যাপারে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখা একান্ত জরুরী।

- কারো দোষ গোপন করার জন্য মিথ্যা বলা জায়েয নেই। কেউ যদি জানতে চায় প্রথমে চেষ্টা করবে জবাব না দেয়ার, যদি বলতেই হয় মিথ্যা বলবে না।
- কারো দোষ গোপন করা তখন জায়েয যখন এর ক্ষতি তার পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে। যদি অন্য কারো ক্ষতির আশঙ্কা থাকে তাহলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে জানিয়ে দেয়া শুধু জায়েযই নয় নেক কাজও বটে। শর্ত হলো নিয়ত থাকবে দ্বিতীয়জনকে ক্ষতি থেকে বাঁচানো, অপমানের অভিপ্রায়ে নয়। যেমন কোনো ব্যক্তির অভ্যাস হলো মানুষের টাকা মেরে দেয়া অথবা ঋণ নিয়ে পরিশোধ না করা। অনভিজ্ঞ লোকেরা তার সঙ্গে লেনদেন করে ধোঁকা খেতে পারে, তাই যাদের ধোঁকা খাওয়ার আশঙ্কা তাদেরকে সতর্ক করে দেয়াতে ক্ষতি নেই। এমনিভাবে কেউ কোথাও বিয়ের পয়গাম পাঠাল, মেয়েপক্ষ ছেলের অবস্থা যাচাই করতে এসেছে, তখনও প্রকৃত অবস্থা বলে দেয়া উচিত। তবে কোনো অবস্থায় মিথ্যা বলা যাবে না বা ক্ষতির নিয়ত থাকতে পারবে না।

এমনিভাবে কেউ এমন কোনো অপরাধ শুরু করল যার মন্দ প্রভাব সমাজে পড়ার আশঙ্কা প্রবল, তখনও সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের জানিয়ে দিলে ক্ষতি নেই। শর্ত হলো সমাজ সংশোধনের সৎ নিয়ত থাকতে হবে, ব্যক্তি আক্রোশের বশবর্তী হয়ে নয়।

১৮. ভালো কাজে উদ্বুদ্ধ করা

অন্যকে নেক কাজে উদ্বুদ্ধ করাও সওয়াবের কাজ। কারো প্রচেষ্টায় বা প্রচারণায় কেউ কোনো নেক কাজ করলে কাজ সম্পাদনকারী যতটুকু সওয়াব পাবে কাজের নির্দেশক ঠিক ততটুকু পাবে।

হযরত আবু মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. ইরশাদ করেন, নেক কাজে উদ্বুদ্ধকারী ততটুকু সওয়াব পাবে কাজ সম্পাদনকারী যতটুকু সওয়াব পায়।

-মুসলিম।

একজনের প্রচারণায় যদি অনেক মানুষ নেক কাজে উদ্বুদ্ধ হয় তাহলে সকলের আমলের সওয়াব সে একা পাবে।

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. বলেছেন,

مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُوْرِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ اٰثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ اٰثَامِهِمْ شَيْئًا

'যে কেউ হেদায়েতের দাওয়াত দেয় তার দাওয়াতের ওপর যারাই আমল করবে সকলের সমান সওয়াব সে একা পাবে। এতে অন্যদের সওয়াব একটুও কম হবে না। আর যে পথভ্রষ্টতার দাওয়াত দেয় এতে যারাই আমল করবে সকলের সমান গুনাহ তার একার হবে। তাতে অন্যদের গুনাহ বিন্দুমাত্র হ্রাস পাবে না'। -মুসলিম।

বক্তার কথায় যদি অন্যরা আমল করে তাহলে তো পাবে সকলের সমপরিমাণ সওয়াব, আমল না করলেও দাওয়াত ও মানুষের কল্যাণকামিতার সওয়াব অবশ্যই পাবে। কেননা হাদিস শরিফে এসেছে,

أَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ صَدَقَةٌ وَ نَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ 'নেক কাজের আদেশ করা সদকা সমতুল্য; মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখাও সদকা'। -মুসলিম।

তাই যখনই কাউকে কোনো নেক কাজ করার বা নেক পরামর্শ দেয়ার সুযোগ হয় অবহেলা করা উচিত নয়। তবে এতটুকু খেয়াল রাখবে এবং এমন পদ্ধতি অবলম্বন করবে যাতে শ্রোতার অপমান না হয় বা কষ্টের কারণ না হয়। ভরমজলিসে ওয়াজ শুরু করে দেবে না অথবা অহংকারভরে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলবে না, বরং একাকী কোথাও অতি কোমলভাবে বলবে, যাতে তোমার মহব্বত, আন্তরিকতা ও কল্যাণকামিতা প্রকাশ পায়। এজন্য এমন সময় নির্বাচন করবে শ্রোতার যখন অবসর থাকে, তখন মন মেজায থাকে শান্ত ও প্রশান্ত ।

মোটকথা হেকমত কৌশল ও কল্যাণকামিতার দিকে লক্ষ্য রাখা অপরিহার্য। পবিত্র কোরআনে আছে আল্লাহ তা'লা বলেন ,

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

'মানুষকে তোমার প্রভুর দিকে ডাক হেকমত, কৌশল ও সুন্দরভাষায়'।

-আয়াত-১২৫, সুরা নাহল।

১৯. দান-সদকা

অধিক পরিমাণে দান-সদকায় মানুষের আমলনামা বৃদ্ধি পায়। সদকা খয়রাত গুনাহ মাফ ও জাহান্নামের শাস্তি থেকে বাঁচার একটি কার্যকর মাধ্যম। কোরআন হাদিসে দান-সদকার এতো ফজিলতের কথা এসেছে যে, সেগুলো জড়ো করলে স্বতন্ত্র একটি কিতাবই হয়ে যাবে। শাইখুল হাদিস যাকারিয়া রহ. 'ফাজায়েলে সদাকাত' নামে একটি বিশাল বিস্তৃত কিতাব লিখেছেন যা এ বিষয়ে বিশ্বকোষের মর্যাদা রাখে। তাই কোরআন হাদিসে বর্ণিত সকল ফাজায়েলের কথা এখানে বর্ণনা করব না। কেউ চাইলে সে কিতাবখানা দেখে নিতে পারেন।

তবে এতটুকু বলব, দান-সদকার ফযিলত হাছিল করার জন্য বেশি টাকা পয়সা খরচ করা জরুরী নয়। বরং প্রত্যেকে নিজ অবস্থা অনুযায়ী খরচ করেও এ ফযিলত লাভ করতে পারে। কারো নিকট আছে মাত্র এক টাকা, সে যদি এখান থেকে এক পয়সা কোনো ভালো কাজে খরচ করে, আল্লাহ তা'লা তাকে ততটুকু সওয়াব দেবেন, লাখপতি একহাজার টাকা খরচ করে যতটুকু পায়। আল্লাহর কাছে লক্ষণীয় বিষয় হলো ইখলাস; ইখলাসপূর্ণ অল্প আমলেই পাওয়া যায় অজস্র সওয়াব।

রাসুল সা. ইরশাদ করেন- اِتَّقُوْا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ 'অর্ধেক খেঁজুর দিয়ে হলেও জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচ'।

-বুখারি।

যদি কারো নিকট সদকা করার মত কিছুই না থাকে, অর্ধেক খেঁজুর হলেও সে কোনো অভাবীকে দিয়ে সদকার ফযিলত পেতে পারে এবং সেটা তার গুনাহ মাফের কারণ হতে পারে। এ হাদিসের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, অতি দরিদ্র লোকটিও যেনো নিজেকে সদকার ফযিলত থেকে বঞ্চিত মনে না করে, বরং নিজের সাধ্যমত খরচ করে সেও সদকার ফযিলত পেতে পারে।

অনেকে মালের যাকাত দিয়েই নিশ্চিন্ত থাকে, যাকাত ছাড়া এক পয়সাও খরচ করতে চায় না। বরং যাকাতের টাকায় সব সামাল দিতে চায়। এমনটা করা ঠিক নয়। যাকাত তো একটা ফরজমাত্র। এর খাতও সুনির্ধারিত। অনেক নেক কাজ আছে যেখানে যাকাতের পয়সা খরচ করা যায় না। যেমন মসজিদে চাঁদা দেয়া। তাই যাকাত ছাড়াও আরো কিছু পয়সা অন্যান্য খাতে খরচ করা উচিত। অনেক মহান ব্যক্তির জীবনাচারে দেখা যায় নিজের আয়ের নির্দিষ্ট একটি অংশ দান-সদকার জন্য তুলে রাখতেন। যখনই কিছু টাকা পয়সা আসতো নির্দিষ্ট অংশ আলাদা করে রাখতেন।

হযরত থানবী রহ. নিজের আয়ের একপঞ্চমাংশ সদকার জন্য আলাদা রাখতেন। কেউ একবিশমাংশ, কেউ আবার একদশমাংশ পৃথক রাখেন। পৃথক রাখার ফায়দা হলো, যখনই কোনো ফকির আসে সাত পাঁচ ভাবতে হয় না। বরং নির্দিষ্ট থলে থেকে দিয়ে দিলেই হলো। তাছাড়া থলেই স্মরণ করিয়ে দেবে, আমার জন্য কোনো ভালো খাত খুঁজে দেখো। সময়মত খরচ করতে বেগ পেতে হয় না, আবার ভালো খাতে সহজে ব্যয় করা যায়।

প্রত্যেকে যদি নিজের অবস্থাভেদে নির্দিষ্ট অংশ সদকার জন্য তুলে রাখে তাহলে নেক কাজের একটি বিরাট স্থায়ী সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে। সবাইকে একপঞ্চমাংশ বা একদশমাংশই ব্যয় করতে হবে তেমন কোনো কথা নেই, কম হোক বেশি হোক প্রত্যেকে নিজের অবস্থাভেদে নির্দিষ্ট করে নেবে এবং সেভাবে খরচ করবে। দান-সদকার আসল উদ্দেশ্য তো আল্লাহ তা'লার সন্তুষ্টি, কিন্তু দান-সদকাকারীকে আল্লাহ তা'লা দুনিয়াতেও পার্থিব উন্নতি দান করেন। হাদিসে আছে, সদকায় মাল কমে না বরং বাড়ে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'লা তাদের রিজিকে বরকত দান করেন।

২০. ক্ষমা করে দেয়া

কারো থেকে কষ্ট পেলে শরীয়তের সীমার ভেতরে থেকে বদলা নেয়ার পূর্ণ অধিকার যদিও তার আছে, তবুও বদলার পরিবর্তে মাফ করে দেয়ার সওয়াব আল্লাহর নিকট অনেক। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক বলেন,

وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَحُوْا أَلَا تُحِبُّوْنَ أَنْ يَّغْفِرَ اللهُ لَكُمْ

'তারা যেনো মাফ করে দেয় এবং উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাও না আল্লাহ তোমাদেরকেও ক্ষমা করে দিক?' -আয়াত-২২, সুরা নূর।

এমন কে আছে যার কোনো না কোনো গুনাহ নেই, ভুল ত্রুটি নেই? আবার প্রত্যেকে চায় আল্লাহ তাকে মাফ করে দিক। তাই অন্যের ভুলভ্রান্তি দেখে চিন্তা করা উচিত, আমি যেমন চাই আল্লাহ আমাকে মাফ করে দেন; আমারও উচিত অন্যকে মাফ করে দেয়া। আলোচ্য আয়াতে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। মাফ করে দেয়ার অভ্যাস করলে আশা করা যায় আল্লাহ পাকও মাফ করে দেবেন। বিষয়টা একাধিক হাদিস দ্বারা প্রমাণিত।

হযরত আবু দারদা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. বলেছেন,

مَا مِنْ رَجُلٍ يُصَابُ بِشَيْئٍ فِيْ جَسَدِهٖ فَيَتَصَدَّقُ بِهٖ إِلاَّ رَفَعَهُ اللهُ بِهٖ دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهٖ خَطِيْئَةً

কেউ কারো থেকে কষ্ট পেলে সে যদি মাফ করে দেয়, আল্লাহ তা'লা তার মাকাম বুলন্দ করে দেবেন এবং এর বিনিময়ে তার গুনাহ মাফ করে দেবেন

তিরমিযী শরিফে আছে, এক লোক অন্য একজনের দাঁত ভেঙ্গে ফেলল। বদলা নেয়ার জন্য সে হযরত আমিরে মোআবিয়া রা.-এর নিকট গেলো। সেখানে উপস্থিত ছিলেন হযরত আবু দারদা রা.। তিনি তাকে উল্লেখিত হাদিসখানা শুনিয়ে দিলেন, ফলে সে বদলা না নিয়ে মাফ করে দিল।

চিন্তার বিষয় হলো মাফ করার পরিবর্তে বদলা নেয়াতে এমন কী লাভ?

যদি দুনিয়াতে বদলা নেয়ার সুযোগ না হয় আর সে মাফ না করে, আখেরাতে তো শাস্তি অবশ্যই হবে।

আচ্ছা, আখেরাতে শাস্তি হলে তার এমন কী প্রাপ্তি? পক্ষান্তরে সে যদি মাফ করে দিতো, বিনিময়ে আল্লাহও তাকে মাফ করে দিতেন। জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিতেন। তার মাকাম বুলন্দ হতো। এটাই কি ভালো ছিল না? যুক্তিযুক্ত ছিল না?

মাফ করে দেয়ার অর্থ হলো, দুনিয়া ও আখেরাতে উভয় জগতে তার থেকে প্রতিশোধ না নেয়া। তাহলেই উল্লেখিত ফযিলত পাওয়া যাবে। ক্ষমার অর্থ এই নয় যে, তার সঙ্গে হাসিখুশি কথাবার্তা বলতে হবে। কেননা দিলের ব্যাপারটা মানুষের ইচ্ছাধীন নয়।

সেটা সাধারণত নির্ভর করে অপরজনের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার ওপর। তাই মনে যদি বিরূপ ভাব থাকে, হাসিখুশির সম্পর্ক নাও থাকে কিন্তু প্রতিশোধইচ্ছা ত্যাগ করে এবং সামাজিক সম্পর্ক তথা সালাম কালাম বজায় রাখে তবুও সে ফযিলত পাবে ইনশাআল্লাহ!

ভবিষ্যতের জন্য প্রতিরোধ ব্যবস্থা না নেয়া ক্ষমার জন্য জরুরী নয়। যদি মনে হয় ভবিষ্যতেও সে আবার এমনটা করতে পারে, ফলে কোনো প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিয়ে রাখলে তাও ক্ষমার পরিপন্থী নয়। যেমন, ভবিষ্যতের জন্য গণ্যমান্য লোকদের জানিয়ে রাখল, তবুও মাফের ফযিলত পাওয়া যাবে। যখনই কারো বিরুদ্ধে প্রতিশোধস্পৃহা জগ্রত হয় তখন এ চিন্তা করা উচিত যে, রাসুল সা. কখনো নিজের জন্য কারো থেকে প্রতিশোধ নেননি। কাফেররা যখন তাকে রক্তে রঞ্জিত করে দিল তখনো তার পবিত্র জবান থেকে বের হয়েছে এ মোবারক বাক্য—

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِيْ فَاِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ

'হে আল্লাহ! আমার কওমকে মাফ করে দাও; তারা তো বুঝে না'।

২১. নম্রতা ও ভদ্রতা

মানুষের সঙ্গে নম্রভদ্র ব্যবহার আল্লাহর নিকট অতি পছন্দের। এতে অনেক সওয়াব। হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. বলেছেন,

اِنَّ اللهَ رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِيْ عَلَي الرِّفْقِ مَالَا يُعْطِيْ عَلَي الْعُنْفِ وَمَا لَا يُعْطِيْ عَلَي مَاسِوَاهُ

'আল্লাহ তা'লা অতি সদয়। দয়া নম্রতা পছন্দ করেন। নম্রতার ওপর যা দেন কঠোরতার ওপর তা দেন না। অন্য কোনো কাজেও তা দেন না'।

-মুসলিম।

হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, অন্য হাদিসে রাসুল সা. বলেন,

إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُوْنُ فِيْ شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ

'নম্রতা সবকিছুতে সৌন্দর্য আনে; কঠোরতা আনে অসৌন্দর্য'। -মুসলিম।

নম্রতার অর্থ হলো চরম ক্রোধের সময়ও কঠিন কথা ও কঠোর আচরণ না করা। যতদূর সম্ভব সহজ কথায় নরম ভঙ্গিতে বুঝিয়ে বলা। যদি কাউকে বাধা দিতে হয় বা কারো বিরোধিতা করতে হয় সেখানেও এমন পন্থা অবলম্বন করা উচিত, যাতে গোঁড়ামী ও কঠোরতার পরিবর্তে বিনয়, নম্রতা ও কল্যাণকামিতার দিকই ফুটে ওঠে। ছোটদের তারবিয়তের জন্য প্রয়োজনে রাগ করতে হলে সেখানেও ভারসাম্য বজায় রাখা উচিত।

নম্রতার একটা দিক হলো কথায় কথায় মানুষের সঙ্গে তর্ক জুড়ে না দেয়া, ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত না হওয়া। যতদূর সম্ভব মানুষের প্রতি ভালো ধারণা রাখা। বেচাকেনার সময়ও দরদাম নিয়ে উত্তপ্ত বিতর্কে অবতীর্ণ হবে না। পছন্দ হলে নিবে না হয় রেখে দিবে। অন্যেকে নিজের কথা মানাতে বাধ্য করা ভালো নয়।

হযরত জাবের রা. থেকে বর্ণিত রাসুল সা. বলেছেন,

رَحِمَ اللّٰهُ رَجُلاً سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرٰي وَإِذَا اقْتَضٰي

'আল্লাহ তা'লা সে ব্যক্তির ওপর রহম করুন যে নম্র ভদ্র ও উদার। বেচাকেনার বেলায় এবং কারো কাছে পাওনা চাওয়ার বেলায়'। -বুখারী।

হযরত হুজায়ফা বিন ইয়ামান রা. রাসুল সা. থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা'লার সামনে তাঁর এমন এক বান্দাকে উপস্থিত করা হবে যাকে তিনি ধনসম্পদ দিয়েছেন। আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করবেন, তুমি দুনিয়াতে কী আমল করেছ? সে বলবে, হে আল্লাহ! আপনি আমাকে প্রচুর ধনসম্পদ দিয়েছেন, মানুষের সঙ্গে লেনদেনের বেলায় আমার নীতি ছিল উদার। ধনী হলে সুযোগ দিতাম, দরিদ্র হলে হালকা করে দিতাম। আল্লাহ তা'লা বলবেন, এমন উদারতা দেখানোর আমি বেশি উপযুক্ত। এরপর ফেরেশতাদের আদেশ করবেন, আমার এই বান্দাকে ছেড়ে দাও।-মুসলিম।

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. বলেছেন—

مَنْ اَنْظَرَ مُعْسِرًا اَوْ وَضَعَ لَه اَظَلَّهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ

الْعَرْشِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ اِلاَّ ظِلُّهُ

'যে ব্যক্তি দরিদ্র ঋণীকে সুযোগ দেয় বা তার ঋণ কমিয়ে দেয়, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'লা তাকে আরশের ছায়াতলে আশ্রয় দেবেন। যেদিন তার ছায়া ব্যতীত কোনো ছায়া থাকবে না। -তিরমিযী।

হযরত আবু কাতাদা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. বলেন,

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُّنَجِّيَهُ اللهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ

'কেয়ামতের বিভীষিকা থেকে যে মুক্তি পেতে চায় সে যেনো দরিদ্র ঋণীকে সুযোগ দেয় অথবা তার ঋণ কমিয়ে দেয়'। -মুসলিম।

২২. পরস্পর সন্ধি করিয়ে দেয়া

বিবাদমান দুই মুসলমানের মাঝে সমঝোতা করিয়ে দেয়া অনেক সওয়াবের কাজ। পবিত্র কোরআনে আছে,

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَ اتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

'সকল মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই। কাজেই তোমাদের ভাইদের মাঝে সমঝোতা করিয়ে দাও। আর আল্লাহকে ভয় করো, যেনো তোমাদের ওপর রহম করা হয়'। -আয়াত-১০, সুরা হুজুরাত।

অন্য আয়াতে আছে, فَاتَّقُوا اللهَ وَ اَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ

'তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং পরস্পর সম্পর্কোন্নয়ন করো'।

-আয়াত-১, সুরা আনফাল।

কোরআনের এ নির্দেশ দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, দুই মুসলমানের মাঝে সমঝোতা করিয়ে দেয়া এবং পরস্পরের মাঝে সম্পর্কোন্নয়নের চেষ্টা করা কত বড় নেক কাজ। এ উদ্দেশ্যে একের নিকট অন্যের এমন কথা পৌঁছানো চাই, যাতে পরস্পর মিল মহব্বত সৃষ্টি হয় এবং ভুল বোঝাবুঝির অবসান হয়। এমনকি এ উদ্দেশ্যে অবাস্তব কিছু বলাও জায়েয। যেমন যে দু'জনের মাঝে মনমালিন্য তাদের একজনের কাছে বলা, আরে সে তো

তোমার জন্য দোয়া করে। উদ্দেশ্য হলো সে সমস্ত মুসলমানের জন্য দোয়া করে, আর সমস্ত মুসলমানের মাঝে সেও অন্তর্ভুক্ত। এ ধরণের কথার ব্যাপারে রাসুল সা. বলেছেন,

لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِيْ يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيُنْمِيْ خَيْرًا أَوْ يَقُوْلُ خَيْرًا

'পরস্পরের মাঝে সমঝোতা করানোর উদ্দেশ্যে যে অন্যের নিকট ভালো কোনো বিষয় বা ভালো কথা পৌঁছায় সে মিথ্যাবাদী নয়'। বুখারি ও মুসলিম।

অন্য হাদিসে রাসুল সা. ইরশাদ করেন, يَعْدِلُ بَيْنَ الْاِثْنَيْنِ صَدَقَةٌ 'দুজনের মাঝে ইনসাফ করাও সদকার অন্তর্ভুক্ত'।

মানুষের মাঝে হিংসা বিদ্বেষ ছড়ানো শয়তানের কাজ। এক হাদিস দ্বারা বোঝা যায় পরস্পর বিদ্বেষ ছড়ানোতে শয়তান যতটা খুশি হয় অন্য কোনো কাজে এতটা খুশি হয় না।

হাদিসে আছে, স্বামী স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটাতে পারাকেই শয়তান নিজের সবচে' বড় কৃতিত্ব মনে করে। আবার স্বামী স্ত্রীর মাঝে ভুল বোঝাবুঝির নিরসন করে সুসম্পর্ক তৈরি করে দেয়া বিরাট সওয়াবের কাজ।

বিশেষত একান্নবর্তী পরিবারে যারা বসবাস করে বিষয়টা তাদের বেশি লক্ষ্য রাখা উচিত। আমাদের সমাজে বউ শাশুড়ি, ননদ ভাবির মাঝে যে ঝগড়াঝাটি তা মূলত ইসলামের এ শিক্ষাটি উপেক্ষা করার কারণেই। এ শিক্ষা মোতাবেক চললে দুনিয়া আখেরাত উভয়ই শন্তিময় হবে ইনশাআল্লাহ!

২৩. এতিম বিধবাদের দেখাশোনা করা

এতিম বিধবাদের দেখাশোনা করা, তাদের সাহায্য সহযোগিতা করা অনেক সওয়াবের কাজ। কোরআনে কারিমে আল্লাহ তা'লা বলেন,

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰي قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ 'তারা এতিমদের ব্যাপারে আপনাকে জিজ্ঞেস করে। বলুন, তাদের উত্তম ব্যবস্থাপনা করে দেয়া বড় নেক কাজ'। -সূরা বাকারা, আয়াত ২২০।

হযরত সহল বিন সা'দ রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. বলেছেন—

أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هٰكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطىٰ وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا

'আমি এবং এতিমের অভিভাবক জান্নাতে এভাবে থাকব বলে তিনি শাহাদাত ও মধ্যমা আঙ্গুলীর মাঝে সামান্য ফাঁক রেখে ইশারা করেছেন'।

-বুখারি।

এ হাদিসে এতিমের অভিভাবকের জন্য অকল্পনীয় ফযিলতের কথা বলা হয়েছে। এমন ব্যক্তি জান্নাতে রাসুল সা.-এর অতি নিকটে থাকবে। অতি নৈকট্য বোঝাতে রাসুল সা. শাহাদাত আঙ্গুলী ও মধ্যমা আঙ্গুলী দ্বারা ইশারা করেছেন।

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েতে রাসুল সা. বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছেন, এতিমের অভিভাবক চাই তার আত্মীয় হোক যেমন মা, দাদা, ভাই অথবা আত্মীয় না হোক উভয় অবস্থায় উল্লেখিত সওয়াবের অধিকারী হবে।

বিধবার ব্যাপারে হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসুল সা. বলেছেন,

اَلسَّاعِي عَلَي الْأَرْمِلَةِ وَالْمِسْكِيْنَ كَالْمُجَاهِدِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وِأَحْسِبُه قَالَ وَكَالْقَائِمِ الَّذِيْ لَا يَفْتُرُ وَكَالصَّائِمِ الَّذِيْ لَا يُفْطِرُ

'বিধবা ও গরীব মিসকিনদের জন্য পরিশ্রমকারী আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদের মতো'। রাবি বলেন, আমার ধারণা, তিনি আরো বলেছেন, সে অভিভাবক ধারাবাহিক নামাজ আদায়কারী এবং ধারাবাহিক রোজা পালনকারীর মতো। -বুখারি ও মুসলিম।

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. বলেছেন, মুসলমানদের সর্বোত্তম পরিবার হলো যেখানে কোনো এতিমের উত্তম প্রতিপালন করা হয়। আর সর্বনিকৃষ্ট পরিবার হলো যেখানে কোনো এতিমের সঙ্গে খারাপ আচরণ করা হয়।

এতিম বিধবাদের দেখাশোনার ফযিলতের কথায় কোরআন হাদিস ভরপুর। উল্লেখিত হাদিসকয়টির মাধ্যমেই বোঝা যায় কাজটি আল্লাহর নিকট কত প্রিয়। তাই কখনো কোনো এতিম বিধবার সাহায্যের সুযোগ

পেলে হাতছাড়া করতে নেই। তাদের যে কোনো প্রকার সাহায্য সহযোগিতাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করা উচিত। আশা করা যায় তাতেও ফযিলত মিলবে। শর্ত হলো লোক দেখানো অথবা খোটা দেয়ার জন্য হতে পারবে না। শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হবে। যার আলামত হলো তার পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা অথবা কোনো সুফল না পেলেও নেকি মনে করে করতে থাকা।

২৪. পরিবার পরিজনের জন্য খরচ করা

পৃথিবীতে কে আছে এমন যে আপন পরিবার পরিজনের জন্য খরচ করে না? কিছু অথর্ব অপদার্থ ছাড়া প্রায় সকলের-ই সারাদিনের দৌড়ঝাঁপ পরিবার পরিজনের জন্য, যেনো তারা সুখে থাকে, স্বাচ্ছন্দে থাকে। নিজের পরিবার পরিজনের জায়েয প্রয়োজন মিটাবার জন্য টাকা খরচ করাও যে অনেক বড় সওয়াবের কাজ কথাটা অনেকেই জানেন না।

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. ইরশাদ করেন, (মনে করো) এক দিনার তুমি আল্লাহর রাস্তায় খরচ করেছ, আরেক দিনার খরচ করেছ কোনো গোলাম আজাদ করার জন্য; আরেক দিনার খরচ করেছ কোনো মিসকিনের পেছনে, আরেক দিনার খরচ করেছ আপন পরিবার পরিজনের জন্য; তোমার সবচে' বেশি সওয়াব হবে পরিবারের জন্য খরচে। -মুসলিম।

এ হাদিসে রাসুল সা. পরিবারের জন্য খরচকে অন্যসব খাতের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন। কেননা পরিবারের ভরণপোষণ তার ওপর ফরজ। অন্যান্য খাত নফলের পর্যায়ে। জানা কথা, ফরজের সওয়াব নফলের চেয়ে বেশি।

এতে আরেকটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে গেলো, পরিবারের জন্য খরচ তখনই সবচে' ফায়দাজনক যখন তারা অনন্যোপায় হয়। যদি তাদের উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা থাকে তাহলে অন্যত্র খরচ করলে আরো বেশি সওয়াব হবে।

উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা রা. রাসুল সা. কে জিজ্ঞেস করেছেন, হে আল্লাহর রাসুল! আমার আগের তরফের সন্তানের জন্য খরচ করলে কি সওয়াব পাব? সে তো আমার সন্তান, আমি তাকে এমনিতে ফেলে দিতে পারি না! জবাবে রাসুল সা. বলেন, হ্যাঁ, তার পেছনে খরচ করলেও তোমার সওয়াব হবে। -বুখারি ও মুসলিম।

হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. বলেছেন,

إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلاَّ أُجِرْتَ بِهَا حَتّي مَا تَجْعَلُ فِيْ فِيْ اِمْرَأَتِكَ

'আল্লাহ তা'লার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তোমরা যা খরচ করবে তাতে সওয়াব পাবে। এমনকি স্ত্রীর মুখে যে লোকমা তুলে দাও তাতেও'।

-বুখারি ও মুসলিম।

এসকল হাদিস দ্বারা একথাই প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পরিবার পরিজনের হক আদায়ের নিয়তে কেউ যদি খরচ করে তাতেও সদকার সওয়াব হবে। আল্লাহর রহমতের সীমা পরিসীমা নেই। যে কাজ মানুষ নিজের গরজে করতো সামান্য দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের কারণে তাতেও সওয়াব পাওয়া যায়। অন্যান্য দান সদকার চেয়ে এর সওয়াব আরো বেশি। তাই আল্লাহর সন্তুষ্টির নিয়তে প্রফুল্লচিত্তে, খোলামনে পরিবারের জন্য খরচ করতে হবে। এতে কার্পণ্য করা উচিত নয়।

২৫. পিতামাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার

কোরআন ও হাদিসে পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহারের অনেক তাকীদ এসেছে। বান্দাদের মাঝে সবচে' বেশি হক পিতামাতার।

পবিত্র কোরআনের কয়েক জায়গায় পিতা-মাতার সঙ্গে সদাচারের কথা এসেছে।

وَاعْبُدُوْا اللهَ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا

'তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক করো না, এবং পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করো'। -আয়াত৩৬, সূরা নিসা।

অন্য জায়গায় এসেছে—وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا

'আমি মানুষকে তার পিতামাতার সঙ্গে ভালো ব্যবহারের আদেশ করেছি'।

-আয়াত-৮, সুরা আনকাবুত।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. বলেন, আমি রাসুল সা. কে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহর নিকট সবচে' প্রিয় আমল কী? রাসুল সা. বলেছেন, সময়মত নামাজ পড়া। আবারও জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কী? জবাবে

তিনি বলেন, পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা। তারপর কোনটা বললে তিনি বলেন, আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করা। -বুখারি ও মুসলিম।

এতে বোঝা গেলো, জেহাদ যতক্ষণ না ফরজে আইন হয়ে যায় ততক্ষণ পর্যন্ত পিতা-মাতার প্রয়োজনীয় খেদমতে নিযুক্ত থাকা জেহাদের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এঘটনা অনেকে হয়ত জানেন, হযরত ওয়েস করনী রহ. ইয়ামেনের বাসিন্দা ছিলেন। রাসুল সা.-এর খেদমতে আসতে চাইতেন কিন্তু মায়ের খেদমতের প্রয়োজনে আসতে পারেননি। এমনকি রাসুল সা. তাকে আসতে নিষেধ করেছেন। ফলে রাসুল সা.-এর সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য হয়নি। কিন্তু মায়ের খেদমতের কারণে আল্লাহ তা'লা তাকে এমন মাকাম দান করেছেন যে বড় বড় সাহাবী পর্যন্ত তাঁকে দিয়ে দোয়া করাতেন।

হযরত ফারুকে আজমের যমানায় তিনি যখন মদিনায় এলেন, হযরত ফারুকে আজম অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে তাঁর দোয়ার জন্য সাক্ষাৎ করলেন।

পিতামাতার সঙ্গে মহব্বত মানুষের স্বভাবজাত প্রেরণা। তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে, সেবা করতে মন আপনা থেকেই উদ্বুদ্ধ হয়; বিরক্তি কিংবা কষ্ট অনুভূত হয় না। অপরদিকে সন্তানের প্রতি স্নেহবশত তারা তাদের কাছ থেকে কঠিন কোনো খেদমত নিতে চান না। বরং সামান্য খেদমতেই খুশি হয়ে যান, দোয়া দিতে থাকেন। তাছাড়া আমলটাও আল্লাহ তা'লা সহজ করে দিয়েছেন।

হাদিস শরিফে আছে, পিতামাতার দিকে মোহাব্বতের দৃষ্টিতে একবার তাকালে হজ ও ওমরার সওয়াব প্রদান করা হয়। মোটকথা মাতা-পিতার মহব্বত, খেদমত ও আনুগত্য করে মানুষ তার আমলনামা অনেক বেশি সমৃদ্ধ করতে পারে।

রাসুল সা. বলেছেন, সে ব্যক্তি অপদস্থ হোক! অপদস্থ হোক! অপদস্থ হোক! যে তার বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে পেলো কিন্তু সেবাযত্ন করে জান্নাত লাভ করতে পারল না। -মুসলিম।

হাদিসের উদ্দেশ্য হলো যে তার পিতামাতাকে বার্ধক্য অবস্থায় পায় তার জন্য জান্নাত অর্জন করা তেমন কঠিন কিছু নয়। তাদের খেদমত করে, সেবা শুশ্রূষা করে সহজেই জান্নাত লাভ করতে পারতো। তারপরও যে

এদিকে দৃষ্টি দিল না সে বাস্তবেই অপদস্থ হওয়ার উপযুক্ত।

পিতা-মাতার মাঝে মা-ই সেবা পাওয়ার হকদার বেশি। হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসুল সা.-এর কাছে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসুল! আমার সদাচার পাওয়ার সবচে' বেশি হকদার কে? জবাবে রাসুল সা. বলেন, তোমার মা। তারপর কে? তোমার মা। তারপর কে? প্রশ্ন করলে জবাবে এবারও বলেন, তোমার মা। চতুর্থবার প্রশ্নের জবাবে বলেন, তোমার বাবা। -বুখারি ও মুসলিম।

এ হাদিসের ভিত্তিতে ওলামায়ে কেরাম বলেন, মায়ের হক বাবার তুলনায় তিনগুণ। কারণ স্পষ্ট, সন্তান প্রতিপালনে মা যে পরিমাণ কষ্ট করেন বাবা ততটুকু করেন না। মায়ের কষ্টের কথা কোরআনেও এসেছে। তাছাড়া বাবার তুলনায় মায়ের খেদমতের প্রয়োজন পড়ে বেশি। তাই আল্লাহ তা'লা মায়ের খেদমতের জোর তাকীদ দিয়েছেন। এমনিতে পিতামাতার খেদমত সর্বাবস্থায় আবশ্যক। বিশেষত যখন তারা বৃদ্ধ হয়ে যান, দুর্বল হয়ে পড়েন তখন তো খেদমত, সেবা-যত্ন আরো বেশি প্রয়োজন। তাই কোরআনে এ অবস্থায় খেদমতের তাকীদ এসেছে—

وَقَضَى رَبُّكَ اَلاَّ تَعْبُدُوْا اِلاَّ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ
اَحَدُهُمَا اَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَّهُمَا اُفٍّ وَّلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيْمًا وَاخْفِضْ
لَّهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْرًا

'তোমার প্রভুর আদেশ, তাকে ছাড়া আর কারো ইবাদত করো না। এবং পিতামাতার সঙ্গে সদাচার করো। যদি তাদের একজন বা দু'জন বার্ধক্যে উপনীত হয়, বিরক্ত হয়ে তাদের উফ্ পর্যন্ত বলো না। তাদেরকে ধমক দিবে না। তাদের সঙ্গে নম্রভাষায় কথা বলো। দয়াবশত তাদের সামনে নিজেকে বিনীত করো এবং বলো, হে আল্লাহ! তাদের ওপর রহম করো তারা যেমন শৈশবে আমার ওপর রহম করেছেন'।

-সূরা বনি ইসরাঈল, আয়াত ২৩-২৪।

বার্ধক্যে তাদের সেবাযত্নের প্রতি বেশি জোর দেয়া হয়েছে, কারণ সাধারণত তারা তখন ছেলেমেয়ের আর্থিক কোনো উপকারে আসেন না।

তাই অনেক স্বার্থান্ধ ছেলেমেয়ে তাদেরকে অবহেলা করতে পারে, ছেড়ে দিতে পারে। তাছাড়া বৃদ্ধ বয়সের খিটখিটে মেজাজ অনেকের কাছে অপছন্দ হতে পারে। এজন্য কোরআন এ ব্যাপারে বিশেষভাবে সতর্ক করেছে। কোরআনের ভাষ্য হলো, চিন্তা করে দেখো, শৈশবে তারা তোমাদের জন্য কত কষ্ট করেছেন! তোমাদের কত আবদার সাধ-আহ্লাদ পূর্ণ করেছেন! তাই এখন তোমাদের দায়িত্ব হলো তাঁদের সর্বপ্রকার সেবাযত্ন করা, আবদার পূর্ণ করা। তাঁদের অযাচিত আচরণ সহ্য করে সদ্ব্যবহার করা। অনেকে জীবদ্দশায় পিতামাতার খেদমত সদাচার সম্পর্কে গাফেল থাকে; পরে যখন ইন্তেকাল হয়ে যায় তখন আফসোস করে। হায়! জীবনভর কেনো তাঁদের খেদমত করলাম না! এখন তো আর সুযোগ নেই। তাই জীবদ্দশায় তাদের গুরুত্ব উপলব্ধি করে খেদমত করা উচিত।

মৃত্যুর পরও তাদের সঙ্গে সদাচারের সুযোগ একদম বন্ধ হয়ে যায় না। হযরত আবু উসাইদ রা. বর্ণনা করেন, আমরা একদিন রাসুল সা.-এর নিকট বসা ছিলাম। ইতোমধ্যে বনু সালিমার এক লোক রাসুল সা.-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসুল! আমার পিতামাতা ইন্তে কাল করেছেন। এখন কি তাঁদের সঙ্গে সদাচারের কোনো উপায় আছে? জবাবে রাসুল সা. বলেন,

نِعْمَ الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا وَالْإِسْتِغْفَارُ لَهُمَا وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِيْ لَا تُوْصَلُ إِلَّا بِهِمَا وَإِكْرَامُ صَدِيْقِهِمَا

'হ্যাঁ, আছে। তাঁদের জন্য দোয়া ইস্তেগফার পড়া। তাঁদের কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করা। তাঁদের আত্মীয়-স্বজনকে সাহায্য সহযোগিতা করা, এবং বন্ধুবান্ধবদের সম্মান করা'। -আবু দাউদ।

২৬. পিতা-মাতার আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে সদাচার

পূর্বের হাদিসে চলে গেছে পিতামাতার সঙ্গে সদাচার যেমন নেকির কাজ তাঁদের আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে সদাচারও বিরাট ফযিলতের কাজ।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর রা. হতে বর্ণিত, রাসুল সা. বলেছেন,

إِنَّ أَبَرَّ الْبِرِّ أَنْ يَصِلَ الرَّجُلُ وُدَّ أَبِيهِ

'একটি অন্যতম নেক কাজ হলো বাবার প্রিয়জনদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা'।

-মুসলিম।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমরের শাগরেদ আব্দুল্লাহ বিন দিনার রহ. বলেন, একবার হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর রা. মক্কায় যাচ্ছিলেন। তিনি সওয়ার ছিলেন উটের ওপর। সঙ্গে একটা গাধাও ছিল। উটে চড়ে যখন ক্লান্ত হয়ে যেতেন কিছু সময় গাধায় চড়তেন। ইতোমধ্যে এক গ্রাম্য লোককে রাস্তায় পেয়ে পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন। গ্রাম্য লোকটি তার নাম, পিতার নাম বলতেই তিনি সসম্ভ্রমে জবুথবু হয়ে গেলেন এবং নিজের গাধা ও পাগড়ি খুলে দিয়ে দিলেন। সাথীরা বলল, গ্রাম্য লোকটি তো সামান্য কিছু পেলেই খুশি হয়ে যেতো। তাকে এমন দামী জিনিস দেয়ার কী প্রয়োজন ছিল? হযরত ইবনে ওমর রা. বলেন, তার বাবা আমার বাবার বন্ধু ছিলেন। আমি রাসুল সা. কে বলতে শুনেছি, একটি অন্যতম নেক কাজ হলো বাবার প্রিয়জনদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা। -মুসলিম।

আমলনামা সমৃদ্ধ করার অন্যতম উপায় হলো নিজের পিতা-মাতার আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা এবং তাঁদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করা।

২৭. স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরে সদ্ব্যবহার

স্বামী-স্ত্রী পরস্পরে সদ্ব্যবহার করা, হাসিমুখে থাকা; একে অন্যের প্রয়োজনের প্রতি খেয়াল রাখা, অশোভন আচরণে ধৈর্য ধারণ করা অনেক বড় সওয়াবের কাজ। রাসুল সা. ইরশাদ করেন,

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَاءِهِمْ

'পরিপূর্ণ ঈমানদার তারাই যাদের চরিত্র ভালো, তোমাদের মাঝে সবচে' ভালো সে ব্যক্তি যে তার স্ত্রীর নিকট ভালো'। -তিরমিযী।

পূর্বে চলে গেছে একটি হাদিস, নিজ স্ত্রীর মুখে লোকমা তুলে দিলে সদকার সওয়াব পাওয়া যায়। এমনকি এক হাদিসে আছে, স্বামী-স্ত্রী যে জৈবিক চাহিদা পূরণ করে তাতেও সওয়াব পাওয়া যায়। এক সাহাবী প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! যৈবিক চাহিদা পূরণেও সওয়াব হবে? জবাবে রাসুল

সা. বলেন, আচ্ছা বলো, সে হারাম পথে তার খাহেশাত পূরণ করলে কি তার গুনাহ হতো না? (অবশ্যই হতো) তাহলে হালাল পথে পূরণ করলেও সওয়াব হবে। -মুসলিম।

অন্য হাদিসে আছে, স্বামী ঘরে এসে যদি স্ত্রীর দিকে মহব্বতের দৃষ্টিতে তাকায়, স্ত্রীও তাকায় স্বামীর দিকে মহব্বতের দৃষ্টিতে তখন মহান আল্লাহও তাদের দিকে মহব্বতের দৃষ্টিতে তাকান।

স্বামী স্ত্রী যেহেতু একসঙ্গে থাকে, দীর্ঘ জীবন একসঙ্গে বসবাস করে, তাই তাদের মাঝে অশোভন কিছু হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক। সামান্য অশোভন আচরণ যদি ঝগড়াঝাটি ও মারপিট পর্যন্ত গড়ায় তাহলে দুনিয়ার সব সুখ অশান্তিতে পরিণত হবে। পরস্পর সদাচারের যে সওয়াব তা থেকেও বঞ্চিত হবে। এসকল মুহূর্তে কী করণীয় তার সর্বোত্তম পদ্ধতি আল্লাহ ও তাঁর রাসুল বলে দিয়েছেন।

সারকথা হলো, যে বিষয়টা অপছন্দ শুধু সেটাই দেখবে না; পছন্দের তো আরো অনেক বিষয় আছে, সেগুলোর কথাও চিন্তা করবে। তার ভালো গুণগুলো নিয়ে ভাবলে অপছন্দের মাত্রাটা কমে আসবে। আল্লাহ তা'লা বলেন,

فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

'যদি তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের অপছন্দ করো, এমনও হতে পারে তোমরা যা অপছন্দ করছ আল্লাহ তাতেই অধিক মঙ্গল রেখেছেন'। -আয়াত১৯ , সূরা নিসা।

অন্য হাদিসে রাসুল সা. বলেন—

لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ

'কোনো মুমিন পুরুষ মুমিন মহিলার সঙ্গে বিদ্বেষ রাখবে না। কারণ তার একটি ব্যাপার খারাপ লাগলে অন্যটি ভালোও লাগতে পারে'।

এ মূলনীতি সামনে রেখে স্বামী স্ত্রী যদি তাদের দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করে, একে অন্যের সঙ্গে সদাচার করে, তাহলে তাদের বৈবাহিক জীবন শুধু নির্ঝঞ্ঝাটই হবে না, দাম্পত্য জীবন হবে মধুর ও আনন্দময়। সাথে সদাচারের নেকি জীবনভর পেতে থাকবে।

২৮. আত্মীয়তার বন্ধন

আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সদাচারকে ছেলায়ে রেহমী বলে। ছেলায়ে রেহমী আল্লাহর নিকট অতি পছন্দের আমল। এতে অনেক নেকি পাওয়া যায়। কোরআনের অনেক জায়গায় ছেলায়ে রেহমীর হুকুম এসেছে।

আল্লাহ তা'লা বলেন— وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبِي

'পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সদাচার করো'।

- সূরা নিসা, আয়াত ৩৬।

অন্যত্র বলেন, وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ -সূরা নিসা, আয়াত ১।

'সে আল্লাহকে ভয় করো যার মাধ্যমে তোমরা যাঞ্চা করো; এবং আত্মীয়দের অধিকারের প্রতি খেয়াল রেখো'।

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. বলেছেন,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَومِ الْأخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَه

'যে আল্লাহ ও আখেরাতের ওপর বিশ্বাস রাখে সে যেনো আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখে'। -বুখারী ও মুসলিম।

হযরত আনাস রা. বর্ণনা করেন, রাসুল সা. বলেছেন,

مَنْ اَحَبَّ اَنْ يُّبْسَطَ لَه فِيْ رِزْقِه وَيُنْسَأَلَه فِيْ أَثَرِه فَلْيَصِلْ رَحِمَه

'যে চায় তার রিজিক বৃদ্ধি হোক, হায়াত লম্বা হোক, সে যেনো আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখে'। -বুখারী ও মুসলিম।

ছেলায়ে রেহমীর অর্থ হলো, আত্মীয়দের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করা, তাদের সুখ দুঃখে অংশীদার হওয়া; প্রয়োজনে সাহায্য সহযোগিতা করা। কেউ আবার আত্মীয়তার এতটা গুরুত্ব দেয় যে এজন্য অন্যায় করতে পিছপা হয় না। যেমন আত্মীয়তার খাতিরে কোনো গুনাহের কাজে অংশগ্রহণ করল বা অন্যায় সুপারিশ করল অথবা অযোগ্যকে চাকরি দিল। এসব কখনো জায়েয হবে না। ছেলায়ে রেহমীর অর্থ কখনো এমন নয়; যার কারণে অন্যায়ের আশ্রয় নিতে হবে। তাই যখন কোনো আত্মীয় অন্যায় আবদার করবে তখন অপারগতা প্রকাশ করবে।

দ্বিতীয়ত: ছেলায়ে রেহমী তখনই নেকি বলে গণ্য হবে যখন উদ্দেশ্য হবে আল্লাহ তা'লার সন্তুষ্টি। যদি বদলা দেয়া বা লোক দেখানো সামাজিক প্রথা হিসেবে করে তাহলে ছেলায়ে রেহমীর ফযিলত পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। আমাদের সমাজ আজ বিভিন্ন প্রথার বন্ধনে আবদ্ধ। শুধু সামাজিক প্রথা হিসেবে আত্মীয়তা রক্ষা করা হয়। অথবা নাক কান কাঁটা যাবে এই ভয়ে। মনের স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণায় নয়। এধরনের মানসিকতা থেকে বেঁচে থাকতে হবে। আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আত্মীয়-স্বজনের দেখভাল করবে; শুধু সামাজিক প্রথা বা লোকলজ্জার ভয়ে নয়। নয় কোনো প্রতিদান পাওয়ার আশায়। তাদের পক্ষ থেকে অসৌজন্য বা অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পেলেও ছেলায়ে রেহমী করে যাবে। এটাই লিল্লাহিয়্যাতের আলামত।

রাসুল সা. ইরশাদ করেন,

لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ وَلٰكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِيْ إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُه وَصَلَهَا

'যে প্রতিদান দেয় সে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী নয়। প্রকৃত আত্মীয়তা রক্ষাকারী হলো অন্যদের ছিন্ন করা সম্পর্ক যে জোড়া লাগায়'। -বুখারী।

হযরত উম্মে কুলসুম রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. বলেন,

اَفْضَلُ الصَّدَقَةِ اَلصَّدَقَةُ عَلي ذِيْ الرَّحِمِ الْكَاشِحِ

'সর্বোত্তম সদকা হলো যা বিদ্বেষ রাখা আত্মীয়-স্বজনকে দেয়া হয়'।

- হাকেম তবরানী।

আত্মীয় স্বজনের পক্ষ থেকে যখন ভালো আচরণ পাওয়া যায় না তখন ভালো আচরণ দেখানোই প্রকৃত ছেলায়ে রেহমী। এতে অনেক সওয়াব। হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, এক লোক রাসুল সা.-এর নিকট এসে আরজ করল, হে আল্লাহর রাসুল! আমার এমন কিছু আত্মীয়-স্বজন আছে যাদের সঙ্গে আমি সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন রাখি, কিন্তু তারা আমার হক নষ্ট করেন। আমি তাদের সঙ্গে ভালো আচরণ করি কিন্তু তারা আমার সঙ্গে করেন খারাপ আচরণ। আমি তাদের প্রতি সহানুভূতি পোষণ করি, অথচ তারা আমার সঙ্গে অযথা ঝগড়া করেন।

রাসুল সা. বলেন, সত্যিই যদি এমনটা হয়ে থাকে তাহলে তুমি তাদেরকে গরম ছাই খাওয়াচ্ছ, আর আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার সাহায্যার্থে সর্বদা একজন ফেরেশতা থাকবে। -মুসলিম।

অর্থাৎ তারা তো জাহান্নাম ক্রয় করছে। তোমার কোনো ক্ষতি তারা করতে পারবে না। বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার জন্য সাহায্যকারী থাকবে।

২৯. প্রতিবেশীর সঙ্গে সদ্ব্যবহার

প্রতিবেশীর হক অনেক। রাসুল সা. ইরশাদ করেন,

مَا زَالَ جِبْرِيْلُ يُوْصِيْنِيْ بِالْجَارِ حَتّٰى ظَنَنْتُ اَنَّه سَيُوَرِّثُه

'হযরত জিব্রাইল আ. প্রতিবেশী সম্পর্কে আমাকে এত বেশি সতর্ক করা শুরু করলেন যে, মনে হতে লাগলো তাদেরকে আবার উত্তরাধিকার করে দেয়া হয় কিনা'। -বুখারি ও মুসলিম।

হযরত আবু শুরাইহ রা. হতে বর্ণিত, রাসুল সা. বলেন,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُحْسِنْ اِلٰى جَارِه

'যে আল্লাহ তা'লা ও কেয়ামতের দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেনো প্রতিবেশীর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে'। -মুসলিম।

হযরত আবু হুরায়রা রাসুল সা.-এর ইরশাদ নকল করেন,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَه

'যে আল্লাহ তা'লা ও আখেরাতে বিশ্বাস রাখে সে যেনো পাড়া-প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়'। -বুখারি ও মুসলিম।

প্রতিবেশীর সবচে' বড় হক হলো কোনো আচরণে অথবা উচ্চারণে তাদেরকে কষ্ট দেয়া যাবে না। উপরন্তু প্রয়োজনে সাহায্য সহযোগিতা করতে হবে। মাঝে মধ্যে হাদিয়া দেয়া ও তাদের সুখ দুঃখের অংশীদার হওয়া অত্যন্ত সওয়াবের কাজ। তারা যদি অভাবী হয় তাহলে তাদের সাহায্য সহযোগিতা করতে হবে। সব প্রতিবেশী যে ধনী হবে ও নিজেদের সমতূল্য হবে তাতো নয়। এমন অসহায় প্রতিবেশীদের প্রতি আরো বেশি লক্ষ্য রাখা উচিত। কোনো পড়শী যদি ক্ষুধার্ত থাকে তাকে খাবার খাওয়ানো শুধু নেকির কাজ নয়, ফরজও বটে। পড়শী অমুসলিম হলেও তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করা কর্তব্য।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর রা.-এর বাড়িতে একবার একটি বকরি জবাই হলো। তার প্রতিবেশীদের মাঝে ছিল এক ইহুদী। তিনি ইহুদী প্রতিবেশীর বাড়িতে গোস্ত পাঠাতে পরিবারের লোকদের তাকীদ দিতেন।

৩০. সদা হাস্যোজ্জ্বল থাকা

মানুষের সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলা, সদাচার দেখানো আল্লাহর নিকট অতি পছন্দের আমল।

হযরত আবু যর গিফারী রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. বলেছেন,

لَا تُحَقِّرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ شَيْئًا وَلَوْ اَنْ تَلْقَي اَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِقٍ

'কোনো নেক কাজে অবহেলা করতে নেই; চাই তা তোমার ভাইয়ের সঙ্গে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করে হোক না কেনো'।-মুসলিম।

এ হাদিসে রাসুল সা. অন্যের সঙ্গে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করাকে নেক কাজ বলেছেন। আবার কোনো নেক কাজকে ছোট মনে করতে নিষেধ করেছেন। উদ্দেশ্য হলো, এতেও আমলনামা সমৃদ্ধ হয়।

হযরত আবুদ দারদা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. বলেছেন,

مَا مِنْ شَيْئٍ اَثْقَلَ فِيْ مِيْزَانِ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ وَاِنَّ اللهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيَّ

'কেয়ামতের দিন উত্তম চরিত্র থেকে ভারী কোনো আমল হবে না। আল্লাহ তা'লা অশ্লীলভাষী ও বাচালপ্রকৃতির লোকদের ভালোবাসেন না।

- তিরমিযী।

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. কে একবার জিজ্ঞেস করা হলো, সবচে' বেশি মানুষ জান্নাতে যাবে কোন আমলের বিনিময়ে? জবাবে রাসুল সা. বলেন, তাকওয়া ও উত্তম চরিত্র।

হযরত আবু হুরায়রার অন্য রেওয়ায়েতে আছে, রাসুল সা. ইরশাদ করেন—

اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ اِيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا

'পরিপূর্ণ ঈমানদার মুমিন সেই যার চরিত্র ভালো'। -তিরমিযী।

হযরত আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, রাসুল সা. ইরশাদ করেন—

إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ

'একজন মুমিন তার উত্তম চরিত্র দ্বারা (অধিক নফল) রোজদার ও নামাজীর স্তর পর্যন্ত পৌঁছতে পারে'। -আবু দাউদ।

হযরত জাবের রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. বর্ণনা করেন,

إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّيْ مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلَاقًا

'তোমাদের মধ্যে কেয়ামতের দিন আমার নিকট সবচে' প্রিয় ও সবচে' কাছের হবে সে ব্যক্তি যার চরিত্র ভালো'। -তিরমিযী।

এ সকল হাদিসে যে উত্তম চরিত্রের কথা বলা হয়েছে যদিও তা ব্যাপক অর্থবহ, হাসিমুখে সাক্ষাৎও এর অন্যতম অনুসঙ্গ। তাই এতেও উক্ত ফযিলত পাওয়া যাবে।

৩১. সহযাত্রীদের সঙ্গে সদাচার

পাড়া প্রতিবেশীদের মতো সফরের সহযাত্রীদেরও রয়েছে বিভিন্ন রকম হক। সহযাত্রী হলো যাদের সঙ্গে পূর্বপরিচয় নেই, শুধু সফরেই তাদের সঙ্গে পরিচয়। যেমন বাস, রেল, উড়োজাহাজে পাশে বসা সাথী। কোরআনের পরিভাষায় যাকে বলে 'সাহেবে জামব' তথা অল্প সময়ের সহযাত্রী।

নিজের কোনো আচরণে তাকে কষ্ট দেয়া যাবে না। অনেকে সফরে নিজের আরামের জন্য অন্যকে কষ্ট দিতে পরোয়া করে না। অথচ সফর তো সংক্ষিপ্ত, কোনো না কোনো সময় তা শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু সফরসঙ্গীকে কষ্ট দেয়ার যে গুনাহ তা আমলনামায় থাকবে চিরকাল। আর এটা যেহেতু হুকুকুল ইবাদ, তাই তার ক্ষামা ছাড়া শুধু তওবা দ্বারা মাফ হবে না। সফরে যাদের সঙ্গে ওঠাবসা হয় তারা সাধারণত অপরিচিত হন। ফলে পরবর্তী সময়ে তাদের কাছে মাফ চেয়ে নেয়া অসম্ভব। কাজেই সহযাত্রীদের কষ্ট দিতে নেই; কেননা এটা এমন গুনাহ যা মাফ করানো মুশকিল।

পক্ষান্তরে সহযাত্রীদের সঙ্গে যদি ভালো ব্যবহার করা যায়, নিজের সামান্য কষ্ট হলেও তাদের সুখ দেয়া যায়; অন্তত হাসিমুখে সদালাপ করা যায়,

তবে এটাও বিপুল সওয়াবের কাজ। একটু খেয়াল করলেই আমরা অনেক নেকি অর্জন করতে পারি।

৩২. আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সাক্ষাৎ

আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কোনো মুসলমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করাও বড় নেকির কাজ। আল্লাহর সন্তুষ্টির দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, পার্থিব কোনো স্বার্থসিদ্ধি উদ্দেশ্য থাকবে না। সাক্ষাৎ এজন্য যে, তিনি আল্লাহর নেক বান্দা বা বড় কোনো আলেম অথবা নিজের সংশোধনের উদ্দেশ্যে বা নিছক তার মনোতুষ্টির জন্য, এতেও সওয়াব পাওয়া যাবে। কেননা কোনো মুসলমানকে সন্তুষ্ট করলে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন। এতেও সওয়াব পাওয়া যায়।

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. বলেন,

مَنْ عَادَ مَرِيْضًا أَوْ زَارَ أَخًا لَهُ فِيْ اللهِ نَادَاهُ مُنَادٍ بِأَنْ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلاً

'যে কোনো রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করার জন্য যায়, অথবা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কারো সাক্ষাতে যায়, এক অদৃশ্য আহবায়ক তাকে ডেকে বলে, মোবারকবাদ! মোবারকবাদ! তোমার আসা-যাওয়া ধন্য হোক। তুমিতো জান্নাতে বাড়ি বানিয়ে নিলে'। -তিরমিযী।

এতে বোঝা গেলো কোনো মুসলমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা অনেক ফজিলতের কাজ। শর্ত হলো এতে দ্বীনি কোনো ক্ষতি হতে পারবে না।

পক্ষান্তরে যদি এ আশঙ্কা হয় যে, তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে গুনাহে লিপ্ত হতে হবে কিংবা তার খারাপ প্রভাব পড়বে অথবা গীবত শেকায়েত করতে হবে, শুনতে হবে অথবা অযথা সময় নষ্ট হবে ইত্যাকার সকল অবস্থায় না যাওয়া ভালো।

৩৩. অতিথিসেবা

মেহমানের ইকরাম করা ও যথাসাধ্য আপ্যায়ন করা ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। ইসলামে এর গুরুত্ব অনেক।

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. বলেছেন,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَه

'যে আল্লাহ ও আখেরাতের ওপর বিশ্বাস রাখে সে যেনো মেহমানের ইকরাম করে'। -বুখারি ও মুসলিম।

মেহমানের ইকরামের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হাসিমুখে তাকে স্বাগত জানানো, খাওয়ার সময় হলে সাধ্যানুযায়ী খাওয়ানো। বরং হাদিসে এসেছে, মেহমানের হক হলো প্রথম দিন তার জন্য বিশেষ আয়োজন করা। হাদিসের পরিভাষায় যাকে জায়েযা বলে। -বুখারি।

তবে লৌকিকতা, রুসুম, রেওয়াজ ও যশখ্যাতির উদ্দেশ্য সর্বাবস্থায় পরিহার করা উচিত। মেহমানের ইকরামের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তার আরাম নিশ্চিত করা। তাই খেতে যদি কষ্ট হয় বা স্বাস্থ্যগত সমস্যা থাকে তাহলে শুধু সামাজিক প্রথার খাতিরে পীড়াপীড়ি করা ঠিক নয়। এক্ষেত্রে ইকরাম হলো তার আরামের দিকে খেয়াল রাখা। অন্যদিকে মেহমানেরও উচিত মেজবানের ওপর চেপে না বসা; এতদিন অবস্থান না করা যা তার ওপর বোঝা হয়ে যায় বা বিরক্তির কারণ হয়। মুসলিম শরিফের এক হাদিসে এ ব্যাপারে স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা এসেছে।

৩৪. রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা

পথে যদি ময়লা পড়ে থাকে বা এমন জিনিস থাকে যাতে পথচারীদের কষ্ট হতে পারে; যেমন কাঁটা, ছিলকা এগুলো সরিয়ে দেয়াও বড় নেকির কাজ। হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. ইরশাদ করেন,

اَلْإِيْمَانُ بِضْعٌ وَّسَبْعُوْنَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذٰي عَنِ الطَّرِيْقِ

'ঈমানের সাতাত্তরটি অংশ রয়েছে; তার মাঝে সর্বোত্তম হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আর সর্বনিম্ন হলো রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস অপসারণ করা'। -বুখারি ও মুসলিম

অন্য হাদিসে রাসুল সা. ইরশাদ করেন, وَتُمِيْطُ الْأَذَي عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ

'রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে ফেলাও সদকাতুল্য'।

হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. বর্ণনা করেন,

اِنَّهُ خَلَقَ كُلَّ إِنْسَانٍ مِنْ بَنِيْ آدَمَ عَلي سِتِّيْنَ وَ ثَلَاثِمِأَةِ مُعْضَلٍ فَمَنْ كَبَّرَاللهَ وَ حَمِدَ اللهَ وَ هَلَّلَ وَ سَبَّحَ اللهَ وَ اسْتَغْفَرَ اللهَ وَ عَزَلَ حَجَرًا عَنْ طَرِيْقِ النَّاسِ أَوْ شَوْكَةً أَوْ عَظْمًا عَنْ طَرِيْقِ النَّاسِ أَوْ اَمَرٌ بِمَعْرُوْفٍ أَوْ نَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ عَدَدَ السِّتِّيْنَ وَ الثَّلَاثِمِأَةِ فَإِنَّهُ يَمْشِيْ يَوْمَئِذٍ وَقَدْ زَحْزَحَ نَفْسَه عَنِ النَّارِ

'প্রত্যেক আদম সন্তানের শরীরে তিনশ' ষাটটি জোড়া রয়েছে। কাজেই যে একবার আল্লাহু আকবার বলল বা সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ পড়ল, বা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ইস্তেগফার পড়ল, মানুষ চলাচলের রাস্তা থেকে পাথর, কাঁটা বা হাড্ডি সরিয়ে দিল, কাউকে সৎ কাজের আদেশ অথবা অসৎ কাজে নিষেধ করল, সে এ প্রকারের তিনশত ষাটটি নেকি করল; এবং সেদিনের জন্য সে নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত করে নিল'।

-বুখারি ও মুসলিম।

হাদিসে পাওয়া যায়, রাসুল সা. একবার এক ঘটনা বলেছেন, একলোক রাস্তায় চলতে গিয়ে কাঁটাযুক্ত একটা ডাল পড়ে থাকতে দেখল; মানুষের কষ্ট হবে ভেবে সে তা সরিয়ে দিল। ফলে আল্লাহ তা'লা তার এ আমল এমনই পছন্দ করলেন যে, তাকে মাফ করে দিলেন। অন্য হাদিসে আছে, রাসুল সা. বলেছেন, আমি এমন লোকদের জান্নাতে বিচরণ করতে দেখেছি। - মুসলিম।

উপরোক্ত হাদিস দ্বারা বোঝা গেলো, চলাচলের রাস্তা পরিষ্কার রাখা—যাতে মানুষের কষ্ট না হয়—অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ। রাস্তা থেকে কাঁটা সরানোর মত সমান্য আমলেও কত বড় সওয়াবের ওয়াদা। এখন কেউ যদি রাস্তা ময়লা ও নোংরা করে রাখে আর তাতে পথচারীদের কষ্ট হয়, তাহলে কত বড় গুনাহ হবে তা সহজে অনুমেয়। অনেকে রাস্তায় গাড়ি, মোটর সাইকেল দাঁড় করিয়ে রাখে; এতে পথ বন্ধ হয়ে যায়, পথচারীদের কষ্টের কারণ হয়,

এটা মারাত্মক গুনাহ। এমনিভাবে বেআইনিভাবে গাড়ি চালানোও গুনাহ। অন্যান্য কবিরা গুনাহের মতো এগুলো থেকেও বেঁচে থাকা প্রয়োজন।

পথচারীদের শৃঙ্খলার উদ্দেশ্যে কৃত ট্রাফিক আইন মেনে চলা শুধু রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব নয়, দ্বীনি দায়িত্বও বটে। যদি এ উদ্দেশ্যে তা মানা হয় যে, এতে সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় থাকবে, মানুষ আরাম পাবে তাহলে সওয়াব হবে। এ আইন লঙ্ঘন করলে ডবল গুনাহ হবে। প্রথমত মানুষকে কষ্ট দেয়ার গুনাহ। দ্বিতীয়ত শৃঙ্খলা ভঙ্গের গুনাহ।

আফসোসের বিষয় হলো, আজকাল কেউ এটাকে গুনাহ মনে করে না। ভালো-মন্দ, দ্বীনদার-বেদ্বীন, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সবাই কমবেশি এ অপরাধে লিপ্ত। আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে দ্বীনের সহীহ বুঝ দান করুন। আমীন।

৩৫. ঝগড়া-বিবাদ থেকে বেঁচে থাকবে

ঝগড়া-বিবাদ আল্লাহর নিকট খুবই ঘৃণ্য একটা কাজ। পবিত্র কোরআনে ঝগড়াটে লোকের অনেক নিন্দা করা হয়েছে। এর বিপরীতে ধৈর্য ও সহনশীলতা আল্লাহর নিকট খুব পছন্দের। এমন লোকদেরকে আল্লাহ তা'লা অনেক ভালোবাসেন।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, একবার রাসুল সা. কবিলায়ে আবদে কায়েসের এক লোককে লক্ষ্য করে বলেন,

اِنَّ فِيْكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ: اَلْحِلْمُ وَ الْاَنَاةُ

তোমার মাঝে দু'টি গুণ রয়েছে; আল্লাহ সেগুলো ভালোবাসেন। প্রথমটি হলো ধৈর্য ও সহনশীলতা। দ্বিতীয়টি হলো ধীরতা স্থিরতা ও গাম্ভীর্য।

-মুসলিম।

হকের ওপর থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি ঝগড়াঝাটি থেকে বাঁচার জন্য নিজের প্রাপ্য অধিকার ছেড়ে দেয়; রাসুল সা. তাকে বিরাট সুসংবাদ দিয়েছেন।

হযরত আবু উমামা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. বলেছেন,

اَنَا زَعِيْمٌ بِبَيْتٍ فِيْ رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَاِنْ كَانَ مُحِقًّا

হকের ওপর থাকা সত্ত্বেও ঝগড়াঝাটি থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে যে আপন অধিকার ছেড়ে দেয়; জান্নাতের কিনারে তাকে একটি ঘর দেয়ার জন্য আমি জামিন হবো। -আবু দাউদ।

জান্নাতে ঘর দেয়ার জন্য খোদ রাসুল সা. যার জমিন হয়ে যান, তার আর চিন্তা কী! আল্লাহ তা'লা এ নেয়ামত সকল মুসলমানকে দান করুন।

৩৬. মানুষকে দ্বীন শেখানো

প্রত্যেক মুসলমানের জন্য এতটুকু ইলমে দ্বীন শিক্ষা করা ফরজ যাতে সে দৈনন্দিন জীবন ইসলামী শিক্ষা মোতাবেক চালাতে পারে। আলেম হওয়া সকলের ওপর ফরজ নয়। তবে প্রয়োজন মতো ইলমে দ্বীন শিক্ষা করা সকলের ওপর ফরজ। যেমন নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাতের যেসকল মাসআলা তার জানা প্রয়োজন সেগুলো শিক্ষা করা ফরজ। এমনিভাবে হালাল, হারাম, জায়েয ও নাজায়েযের হুকুম আহকাম জানাও ফরজ।

যেখানে আল্লাহ তা'লা দ্বীনি ইলম শিক্ষা করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন, সেখানে এর আজর ও সওয়াবের ওয়াদা করেছেন। ইলমে দ্বীন শিক্ষা করা একটি স্বতন্ত্র ইবাদত। কোরআন ও হাদিসে এর অনেক ফজিলতের কথা এসেছে।

হযরত আবু দারদা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. বলেছেন,

مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَبْتَغِيْ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ طَرِيْقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَاِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ اَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا صَنَعَ

'যে ইলমে দ্বীন হাসিল করার জন্য কোনো রাস্তা অতিক্রম করবে, আল্লাহ তা'লা তার জান্নাতের পথ সহজ করে দেবেন। তালিবে ইলমের ওপর খুশি হয়ে ফেরেশতাগণ তাদের পাখা বিছিয়ে দেয়'। -তিরমিযী ও আবু দাউদ।

যারা রীতিমত আলেম হওয়ার জন্য ঘর থেকে বের হয় তারা তো এ ফযিলত পাবেই; আর যারা আলেম হওয়ার উদ্দেশ্যে নয়, বরং প্রয়োজনীয় মাসআলা শেখার জন্য কোনো আলেম বা মুফতির কাছে যায়, অথবা ওয়াজ নসিহত শোনার জন্য যায়, আশা করা যায় তারাও এ ফযিলতের অংশীদার হবে।

হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত রাসুল সা. ইরশাদ করেন,

مَنْ خَرَجَ فِيْ طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِيْ سَبِيلِ اللهِ حَتّٰي يَرْجِعَ

'যে ইলমে দ্বীন হাছিল করতে বের হয় সে ফিরে আসা পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় থাকে'।

-তিরমিযী।

মোটকথা দ্বীনি ইলম শিখতে যে কোনো পদক্ষেপ নিক, ইনশাআল্লাহ তাতে এ সওয়াব হাছিল হবে। নির্ভরযোগ্য দ্বীনি ও ইছলাহী কিতাবাদি পড়লেও এ সওয়াবের আশা করা যায়। সব রকমের কিতাব পড়বে না বরং আলেমদের কাছে জিজ্ঞেস করে পড়বে। যখনই দ্বীনি কোনো বিষয় শেখার সুযোগ হবে তাকে গনিমত মনে করবে। নিজের ইলম-কালাম বৃদ্ধি করে নেবে। কেননা এতে জীবন সমৃদ্ধ হয়, নেকি বৃদ্ধি পায়। ইলম তো সীমাহীন সাগর যার কোনো কূলকিনারা নেই। যে যত বড় আলেম হোক ইলমের আকর্ষণ তার থেকেই যায়। হাদিসে আছে, যে ইলমের লোভী হয় তার পেট কখনো ভরে না। সবসময় তার দৃষ্টি থাকে ইলমের দিকে। নেকির এ সিলসিলা কখনো বন্ধ হবে না।

৩৭. দ্বীন শেখানো

দ্বীনি ইলম শেখা যেমন সওয়াবের কাজ তেমনি শেখানো আরো অধিক সওয়াবের কাজ। শর্ত হলো, নিয়ত এমন পরিশুদ্ধ হতে হবে যে তাতে ইলম জাহির করার উদ্দেশ্য থাকবে না। হযরত আবু উমামা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. বলেছেন,

اِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَه وَأَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتّٰي النَّمْلَةَ فِيْ جُحْرِهَا و حَتّٰي الْحُوْتَ لَيُصَلُّوْنَ عَلٰي مُعَلِّمِي النَّاسِ الْخَيْرَ

'আল্লাহ তা'লা ও তাঁর সকল ফেরেশতা, আসমান ও জমিনের সকল সৃষ্টিজীব, এমনকি গর্তের পিপীলিকা থেকে সমুদ্রের মাছেরা পর্যন্ত তাদের জন্য রহমতের দোয়া করে যারা মানুষকে ভালো কিছু শেখায়'। -তিরমিযী।

হযরত সহল বিন সা'দ রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. হযরত আলী রা.কে সম্বোধন করে বলেছেন,

لَأَنْ يَّهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِدًا خَيْرٌ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ

'তোমার মাধ্যমে আল্লাহ তা'লা কাউকে হেদায়েত দিলে তা লাল উট সদকা করার চেয়ে উত্তম'। -বুখারী ও মুসলিম।

তাই যখনই কাউকে কোনো দ্বীনি কথা বলার সুযোগ হবে তখন তা গনিমত মনে করবে। বিশেষত নিজের পরিবার পরিজনকে দ্বীন শেখাতে থাকবে।

৩৮. বড়দের সম্মান করা

শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্মানের মাপকাঠি যদিও তাকওয়া এবং ইলম তবুও ছোটদের আদেশ করা হয়েছে বড়দের সম্মান করতে।

এমনকি রাসুল সা. বলেছেন, لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبِيْرِنَا

'যে ছোটদের স্নেহ করে না, বড়দের সম্মান করে না সে আমার দলভুক্ত নয়'। -আবু দাউদ ও তিমরিযী।

বিশেষত যাদের চুল দাড়ি পেকে গেছে, তাদের সম্মানের কথা হাদিসে এসেছে। হযরত আবু মুছা আশআরী রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. ইরশাদ করেন,

اِنَّ مِنْ اِجْلاَلِ اللهِ تَعَالي إِكْرَامَ ذِيْ الشَّيْبَةِ الْمُسْلِم

'সাদা চুলের মুসলিম বৃদ্ধের সম্মান আল্লাহরই সম্মান'। -আবু দাউদ

হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. ইরশাদ করেন,

مَا أَكْرَمَ شَابٌّ شَيْخًا لِسِنِّه إِلاَّ قَيَّضَ اللهُ لَهُ مَنْ يُّكْرِمُه عِنْدَ سِنِّه

'যে যুবক বয়সের কারণে কোনো বৃদ্ধকে সম্মান করে আল্লাহ তা'লা বয়সকালে তাকে সম্মান করার লোক তৈরি করে দেবেন'। - তিরমিযী।

রাসুল সা.-এর নীতি ছিল কোনো প্রতিনিধি দলের ছোট সদস্য কথা বলতে শুরু করলে তিনি বড়কে প্রাধান্য দিতেন। এতে বোঝা যায় বড়র কত সম্মান!

৩৯. ইসলামের নিদর্শনের সম্মান

যেসব জিনিস ইসলাম ও মুসলমানের নিদর্শন তাকে শেয়ারে ইসলাম বলা হয়। যেমন কোরআনে কারিম, বাইতুল্লাহ, মসজিদ, পবিত্র স্থান, নামাজ, আজান ইত্যাদি। এসব নিদর্শনের সম্মান করাও বড় নেকির কাজ। কোরআনে কারিমে আল্লাহ তা'লা বলেন,

وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَي الْقُلُوْبِ

'আল্লাহর নিদর্শনকে সম্মান করাও খোদাভীতির অন্তর্ভুক্ত'।

-আয়াত-৩২, সুরা হজ।

৪০. ছোটদের স্নেহ করা

ছোটদের স্নেহ করা রাসুল সা.-এর সুন্নত। যেমন একটু আগে আমরা একটি হাদিস থেকে জেনেছি যে, রাসুল সা. বলেছেন, যে ছোটদের স্নেহ করে না এবং বড়দের সম্মান করে না সে আমার দলভুক্ত নয়।

অন্য হাদিসে এসেছে, রাসুল সা. বলেছেন, অনেক সময় বাচ্চাদের কান্নার আওয়াজ শুনে আমি নামাজ সংক্ষিপ্ত করে দিই, যেনো বাচ্চার মা পেরেশান না হয়। রাসুল সা. ছোট বাচ্চাদের কোলে নিয়ে আদর করতেন। তাদের সঙ্গে খোশালাপ করতেন। এগুলোও সুন্নত। এসব আমল ইত্তেবায়ে রাসুলের নিয়তে করলে অবশ্যই সওয়াব পাওয়া যাবে।

৪১. আজান দেয়া

আজান শরীয়তের শেয়ার। হাদিস শরিফে এর অনেক ফযিলতের কথা এসেছে। এক হাদিসে রাসুল সা. বলেন, আজান দেয়ার কী ফযিলত মানুষ যদি তা জানতো তাহলে প্রত্যেকে আজান দেয়ার চেষ্টা করতো। এমনকি আগ্রহীদের মাঝে লটারির ব্যবস্থা করতে হতো। আজকাল মসজিদগুলোতে সাধারণত মোয়াজ্জিন নির্ধারিত থাকে। কেউ যদি এমন স্থানে থাকে যেখানে মসজিদের আজান শোনা যায় না, সেখানে আজান দেয়া সুন্নত। এতেও আজানের ফযিলত পাওয়া যায়।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. একবার আব্দুর রহমান বিন সা'সাআ রা.-এর ছেলে আব্দুল্লাহকে বলেন, তোমাকে দেখি বকরি, মাঠ ও ময়দানের সঙ্গে

সম্পর্ক বেশি। এক কাজ করো, যখনই বকরি নিয়ে মাঠে থাকবে উচ্চস্বরে আজান দেবে। কেননা মোয়াজ্জিনের আজান যে পর্যন্ত যাবে সেখানকার মানুষ ও জিন সবকিছু কেয়ামতের দিন তার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. বলেন, কথাটা আমি রাসুল সা.-এর কাছ থেকে শুনেছি। -বুখারি।

এতে বোঝা গেলো, আজানের কত ফযিলত! সুযোগ পেলে আজান দিতে কুণ্ঠিত হওয়া উচিত নয়।

৪২. আজানের জওয়াব দেয়া

আজানের আদব হলো, যখন আজান হতে থাকে যথাসম্ভব চুপ থাকা। রাসুল সা. আজানের জওয়াব দেয়ার তাকীদ করেছেন। অর্থাৎ মোয়াজ্জিন যা বলবে শ্রোতাগণ তেমনি বলবে। তবে حَيَّ عَلَي الصَّلوٰةِ حَيَّ عَلَي الْفَلَاحِ এর জবাবে বলবে لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

ফজরের আজানে اَلصَّلوٰةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ এর জবাবে বলবে- صَدَقْتَ وَ بَرَرْتَ

হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. বলেছেন, যখন তোমরা আজান শুনবে মোয়াজ্জিনের মত বলবে। তারপর আমার ওপর দুরুদ পড়বে, কেননা যে আমার ওপর একবার দুরুদ পড়ে আল্লাহ তা'লা তার ওপর দশবার রহমত বর্ষণ করেন। এরপর আমার জন্য মাকামে অছিলার দোয়া করবে। সেটা জান্নাতের এমন এক স্থান যা আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে শুধু একজন পাবে। আশা করি আমিই সেই বান্দা। যে আমার জন্য অছিলার দোয়া করবে তার জন্য আমার শাফায়াত ওয়াজিব হয়ে যাবে। -মুসলিম।

হুজুর সা. আজানের পর যে দোয়া শিখিয়েছেন সেখানেও অছিলার কথা আছে। দোয়াটি হলো,

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَانِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُوْدَا الَّذِيْ وَعَدْتَّهُ اِنَّكَ لَاتُخْلِفُ الْمِيْعَادَ

হযরত জাবের রা. থেকে বর্ণিত, আজানের পর এ দোয়া পাঠকারীদের সুসংবাদ দিয়ে রাসুল সা. বলেছেন; কেয়ামতের দিন তার জন্য আমার সুপারিশ ওয়াজিব।

-বুখারি।

এছাড়া আজানের পর এ দোয়া পড়ার কথাও হাদিস শরিফে এসেছে।

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا

হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস রা. রাসুল সা. থেকে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি আজানের পর এ বাক্যগুলো বলবে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে।

-মুসলিম।

আজানের জবাব দিতে, দোয়া পড়তে তেমন সময় লাগে না, কষ্টও হয় না তেমন; শুধু খেয়াল রাখলেই হলো। অভ্যাস হয়ে গেলে বড় কোনো কষ্ট বা সময় ব্যয় ছাড়াই অনেক বড় সওয়াব হাছিল হবে। তাই আজানের সময় এ আদবগুলোর খেয়াল রাখা উচিত। ওজর হলে ভিন্ন কথা।

এখন লক্ষ্যণীয় হলো যদি একই সময়ে একাধিক মসজিদে আজান আরম্ভ হয় তাহলে প্রথমে যে আজান স্পষ্ট কানে আসবে তার জওয়াব দেবে। তাতে সুন্নত আদায় হয়ে যাবে। পরবর্তী আজানের জওয়াব না দিলেও ক্ষতি নেই।

-শামী।

৪৩. কোরআন তেলাওয়াত

মানব জাতির জন্য কোরআনে কারিম হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে অনেক বড় নেয়ামত। কোরআনের আসল হক হলো বুঝেশুনে এর ওপর আমল করা। আল্লাহ তা'লা তাঁর বান্দাদেরকে রহমতের সুশীতল বারিধারায় নিষিক্ত করতে কোরআন তেলাওয়াতে এক বিশেষ সাকীনা রেখেছেন। অনেক বোকা বলে থাকে, না বুঝে পড়লে কোনো ফায়দা নেই, তাদের কথা ঠিক নয়। তারা আল্লাহর কিতাবকে মানুষের লেখা কিতাবের সঙ্গে তুলনা করে। অথচ কোরআন আল্লাহর কালাম; এর প্রতিটি শব্দে আছে নূর ও বরকত। কোরআনী শিক্ষা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতের কল্যাণের উৎস।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. ইরশাদ করেন,

مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لَا أَقُوْلُ الم حَرْفٌ وَلٰكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيْمٌ حَرْفٌ

'যে আল্লাহর কালামের একটি হরফ পড়বে তার একটি নেকি হবে। আর প্রতিটি নেকি দশটি নেকির সমান। আমি বলি না যে, الم একটি হরফ; বরং আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ, মিম একটি হরফ'।-তিমরিযী।

এতে বোঝা গেলো যে الم পড়বে তার আমলনামায় ত্রিশটি নেকি লেখা হবে। আরো বোঝা গেলো, না বুঝে পড়লেও এ সওয়াব হবে। কেননা الم এর কোনো অর্থ নেই; এর অর্থ বোঝার সাধ্যও কারো নেই। এগুলো হলো حروف مقطعات قرآنية যা متشابهات এর অন্তর্ভুক্ত।

এ হরফগুলো দ্বারা দৃষ্টান্ত দিয়ে রাসুল সা. একথা বুঝিয়ে দিলেন যে, তেলাওয়াতের সওয়াব বুঝে পড়ার শর্তে নয়। বরং নিঃশর্তে এ সওয়াব পাওয়া যাবে। মোটকথা শুধু الم পড়লেই ত্রিশ নেকি হবে; তাহলে পুরো রুকু বা সুরা পড়লে কত নেকি হবে!

তাই প্রত্যেকের উচিত প্রতিদিন সকালে অন্যান্য কাজে ব্যস্ত হওয়ার আগে কিছু না কিছু তেলাওয়াতের অভ্যাস করে নেয়া। কমপক্ষে পোয়া পারা বা এক রুকু হলেও তেলাওয়াত করা। এতে প্রতিদিনের আমলনামায় হাজারো সওয়াব লেখা হবে। প্রত্যেকেই কিছু না কিছু সুরা মুখস্থ রাখবে, যাতে কোরআন শরিফ খোলা ছাড়াই তেলাওয়াত করা যায়। এভাবে চলতে ফিরতে, উঠতে বসতে তেলাওয়াত করলে নিজের আমলনামা সমৃদ্ধ হতে থাকবে।

হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, রাসুল সা. বলেছেন, যার পেটে কোরআনের কোনো অংশ (মুখস্থ) নেই সে যেনো বিরান ঘর। -তিরমিযী।

৪৪. সুরায়ে ফাতেহা ও সুরায়ে ইখলাস তেলাওয়াত

কোরআনে কারিমের তেলাওয়াত যেখান থেকে হোক না কেন শুধু সওয়াবই সওয়াব। তবে বিশেষ কতগুলো সুরার ফযিলত খোদ রাসুল সা. বলে গেছেন। সংক্ষিপ্ত সুরাগুলোর মাঝে সবচে' ফযিলতপূর্ণ হলো সুরায়ে ফাতেহা ও সুরায়ে ইখলাস। অনেক হাদিসে রাসুল সা. সুরায়ে ফাতেহাকে একতৃতীয়াংশ কোরআন পড়ার সমান বলেছেন।

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত একবার রাসুল সা. বলেছেন, সকলে একত্রিত হও, আমি তোমাদের সামনে একতৃতীয়াংশ কোরআন তেলাওয়াত করব। সাহাবাগণ সমবেত হলেন। রাসুল সা. ঘর থেকে বের হয়ে সুরায়ে ইখলাস পড়ে ভেতরে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পর আবার বের হয়ে বললেন, বলেছিলাম না একতৃতীয়াংশ কোরআন পড়ব, মনে রেখো; এ সুরা-ই একতৃতীয়াংশ কোরআনের সমান। -মুসলিম ও তিরমিযী।

হযরত আবুদ দারদা রা. থেকে বর্ণিত রাসুল সা. একবার সাহাবীদের সম্ভোধন করে বলেন, তোমাদের কেউ কি একরাতে একতৃতীয়াংশ কোরআন তেলাওয়াত করতে পারবে? সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, একরাতে একতৃতীয়াংশ কোরআন পড়া যায় কীভাবে! জবাবে তিনি বলেন, একবার قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ সূরাটি পড়াই একতৃতীয়াংশ কোরআন পড়ার ফযিলত রাখে। -মুসলিম।

এজন্য বুযুর্গানে দ্বীন মৃত ব্যক্তির ইসালে সওয়াবের উদ্দেশ্যে তিনবার সুরায়ে ফাতেহা পড়াকে মামুল বানিয়ে নিয়েছেন।

৪৫. ভালোভাবে অজু করা

আদবসহ সুন্নত মোতাবেক অজু করা অনেক সওয়াবের কাজ। হাদিস শরিফে এর অনেক ফযিলত এসেছে। হযরত উসমান বিন আফ্ফান রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. বলেছেন,

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتّٰي تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ اَظْفَارِهِ

'যে ব্যক্তি ভালোভাবে অজু করে তার দেহ থেকে গুনাহ ঝরে যায়; এমনকি তার নখের নিচ থেকেও গুনাহ ঝরে যায়'। -মুসলিম ও নাসায়ী।

অন্য হাদিসে এসেছে রাসুল সা. বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে বলে দিব কিসে গুনাহ ঝরে যায় এবং মর্যাদা বৃদ্ধি পায়? সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, অবশ্যই, হে আল্লাহর রাসুল! রাসুল সা. বলেন, অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভালোভাবে অজু করা, বেশি বেশি মসজিদে যাওয়া এবং এক নামাজের পর অন্য নামাজের অপেক্ষায় থাকা। এগুলো জেহাদের ফযিলত রাখে। -মুসলিম ও তিরমিযী।

অর্থাৎ ঠাণ্ডা শীত বা অন্য কোনো কারণে যখন অজু কষ্টকর মনে হয় তখনো ভালোভাবে অজু করা এমন সওয়াবের কাজ যেমন সীমান্ত প্রহরার সওয়াব। উত্তমভাবে অজু করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো অজুর সকল সুন্নত ও আদবের দিকে লক্ষ্য রাখা। কাজেই ভালোভাবে অজু শিখে উত্তমভাবে অজু করা উচিত, যাতে আমলনামা সমৃদ্ধ হয়।

৪৬. মেসওয়াক করা

রাসুল সা. মেসওয়াকের অনেক ফজিলতের কথা বলেছেন। হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. বলেছেন,

اَلسِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ

'মেসওয়াক মুখের পবিত্রতার মাধ্যম এবং পরোয়ারদেগারের সন্তুষ্টির উপায়'।

হযরত আয়েশা রা. থেকে আরো বর্ণিত, রাসুল সা. বলেছেন,

فَضْلُ الصَّلاَةِ بِالسِّوَاكَ عَلي الصَّلاَةِ بِغَيْرِ سِوَاك سَبْعُوْنَ ضُعفًا

'মেসওয়াক করে পড়া নামাজ বিনা মেসওয়াকে পড়া নামাজের চেয়ে সত্তর গুণ বেশি ফযিলতপূর্ণ'। -তারগিব।

মেসওয়াকের ফজিলতে অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে। রাসুল সা.-এর অত্যন্ত প্রিয় আমল ছিল মেসওয়াক করা। এতে দুনিয়া ও আখেরাত উভয়

জগতের কল্যাণ নিহিত। তাছাড়া মেসওয়াক করতে তেমন কষ্ট বা সময় নষ্ট হয় না। এতে মানুষ সহজেই নিজের আমলনামা সমৃদ্ধ করতে পারে।

৪৭. অজুর পর জিকির

হযরত ফারুকে আজম রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি ভালোভাবে অজু করে এ কালিমা বলবে,

اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهٗ لاَ شَرِيْكَ لَهٗ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেয়া হবে। সে যেখান দিয়ে ইচ্ছে প্রবেশ করতে পারবে। -বুখারি।

আবু দাউদের রেওয়ায়েতে আছে, দোয়াটা পড়ার সময় আসমানের দিকে তাকাবে।

তিরমিযীর রেওয়ায়েতে আছে, সঙ্গে এ দোয়াটাও মিলিয়ে নেবে।

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَ اجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

৪৮. তাহিয়্যাতুল অজু

যে কোনো উদ্দেশ্যে অজু করুক না কেনো অজুর পর তাৎক্ষণিক দু'রাকাত নামাজ তাহিয়্যাতুল অজুর নিয়তে পড়ে নেয়া অনেক ফজিলতের কাজ। হযরত ওকবা বিন আমের রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি ভালোভাবে অজু করে আল্লাহর দিকে চেহারা ও দিল ফিরিয়ে গভীর অভিনিবেশসহ দু'রাকাত নামাজ পড়বে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে। -মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী।

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. একবার হযরত বেলাল রা. কে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সর্বাধিক প্রিয় আমল কী যাতে তুমি বেশি সওয়াবের আশা কর? কেননা জান্নাতে আমার সামনে তোমার পায়ের আওয়াজ পেলাম। হযরত বেলাল রা. আরজ করেন, আল্লাহর নিকট আমার সবচে' আশাব্যঞ্জক আমল হলো, রাতদিন যখনই অজু করি সাধ্যানুযায়ী সে অজু দিয়ে কিছু না কিছু নামাজ অবশ্যই পড়ি।

-বুখারি ও মুসলিম।

৪৯. তাহিয়্যাতুল মসজিদ

কোনো মসজিদে প্রবেশ করে তাহিয়্যাতুল মসজিদের নিয়তে দু'রাকাত নামাজ পড়া মোস্তাহাব। রাসুল সা. ইরশাদ করেন,

যখনই তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করবে তখনি তার দু'রাকাত নামাজ পড়া উচিত। -তিরমিযী।

তাহিয়্যাতুল মসজিদের নিয়তে দু'রাকাত পড়াই তো আসল, কিন্তু সময় যদি সংক্ষিপ্ত হয় তাহলে ফরজ বা সুন্নতের সঙ্গে তাহিয়্যাতুল মসজিদের নিয়ত করে নিলে আশা করা যায় এতেও সে ফযিলত হাছিল হবে।

তাহিয়্যাতুল মসজিদের আসল পদ্ধতি হলো, মসজিদে প্রবেশ করে বসার পূর্বে দু'রাকাত নামাজ পড়া। যদি কোনো কারণবশত বসে পড়ে, তবুও পড়ে নেয়া। তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়ার সুযোগ না হলে নিম্নোক্ত দোয়াখানি পড়ে নিবে।

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ

وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

বরং যতক্ষণ মসজিদে থাকবে ততক্ষণ এ কালিমা পড়তে থাকবে। কেননা হাদিসে এর অনেক ফযিলত এসেছে। একে জান্নাতের ফল খাওয়া বলা হয়েছে।

৫০. ইতেকাফের নিয়ত

যখনই মসজিদে যাবে, যে কাজেই যাবে যতক্ষণ মসজিদে থাকবে ইতেকাফের নিয়তে থাকবে। এতে ইতেকাফের সওয়াব অর্জিত হবে ইনশাআল্লাহ!

৫১. প্রথম কাতারে নামাজ পড়া

একা নামাজের চেয়ে জামাতের সঙ্গে নামাজ পড়া সাতাশগুণ বেশি সওয়াবের কাজ। আবার জামাতে নামাজেও প্রথম কাতারের সওয়াব বেশি। এত বেশি যে রাসুল সা. বলেছেন,

لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ لَكَانَتْ قُرْعَة

'যদি তোমরা জানতে প্রথম কাতারের কী ফযিলত, তাহলে লটারী দিয়ে হলেও প্রথম কাতারে যেতে'।

-মুসলিম।

হযরত আবু উমামা রা. থেকে বর্ণিত রাসুল সা. বলেছেন, আল্লাহ তা'লা ও তাঁর ফেরেশতাগণ প্রথম কাতারে রহমত বর্ষণ করেন। -মুসনাদে আহমদ।

হযরত ইরবাজ বিন সারিয়া রা. বর্ণনা করেন, রাসুল সা. প্রথম কাতারের জন্য তিনবার ইস্তেগফার করেছেন। দ্বিতীয় কাতারের জন্য মাত্র একবার।

-নাসায়ী, ইবনে মাজা।

প্রতি নামাজেই প্রথম কাতারে যাওয়ার চেষ্টা করা উচিত। যদি প্রতি নামাজে সম্ভব না হয় তাহলে যখনই সুযোগ হবে প্রথম কাতারের ফযিলত লাভের চেষ্টা করবে। তবে এতটা চাপাচাপি ঠিক নয় যাতে লোকদের কষ্ট হয়। হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. বলেছেন,

مَنْ تَرَكَ الصَّفَّ الْأَوَّلَ مَخَافَةَ أَنْ يُّؤْذِي أَحَدًا اَضْعَفَ اللهُ لَه أَجْرَ الصَّفِّ الْاَوَّلِ

'যে ব্যক্তি এ আশঙ্কায় প্রথম কাতার ছেড়ে দেয় যে, লোকদের কষ্ট হবে আল্লাহ তা'লা তাকে দ্বিগুণ সওয়াব দান করবেন'। -তারগীব।

৫২. কাতারে ফাঁক না রাখা

জামাতের সময় কাতার সোজা করা ও কাতারের মাঝে ফাঁক না রাখার অনেক তাকীদ এসেছে। হাদিসে এর অনেক ফযিলত বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. বলেছেন,

مَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللهُ

'যে কাতার মিলায় আল্লাহ তা'লা তাকে তার নৈকট্য দান করবেন'।

-নাসায়ী।

হযরত আবু হুজাইফা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কাতারের ফাঁক বন্ধ রাখে, আল্লাহ তা'লা তাকে মাগফিরাত দান করবেন। -তারগীব।

সাধারণত ইমামের ডান দিকে দাঁড়ানোর সওয়াব বেশি। তবে ডান দিকে লোক যদি বেশি হয়, আর বাম দিকে খালি থাকে তবে এক্ষেত্রে বাম দিকে দাঁড়ানোই বেশি সওয়াব। -তারগীব।

৫৩. ইশরাকের নামাজ

সূর্যোদয়ের পর যে নামাজ পড়া হয় তাই ইশরাকের নামাজ। সূর্যোদয়ের আনুমানিক বারো মিনিট পর যখন সূর্য কিছুটা ওপরে উঠে যায় তখন এ নামাজ পড়তে হয়। মাত্র দু'রাকাত নামাজ কিন্তু হাদিসে এর অনেক ফযিলতের কথা এসেছে।

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি নিয়মিত দু'রাকাত ইশরাকের নামাজ আদায় করবে তাঁর সকল (সগীরা গুনাহ) মাফ করে দেয়া হবে; চাই তা সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হোক না কেনো। -তিরমিযী, ইবনে মাজা।

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. একবার কিছু সাহাবীকে এক জরুরী কাজে পাঠালেন। তারা অতি দ্রুত এবং অনেক গনিমত নিয়ে ফিরে এলেন। এক সাহাবী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! ইতোপূর্বে কোনো দলকে এত দ্রুত ও এত প্রচুর গনিমত নিয়ে ফিরে আসতে দেখিনি! জবাবে রাসুল সা. বলেন, এরচে' দ্রুত ও এরচে' বেশি গনিমত নিয়ে ফিরে আসা লোকের ব্যাপারে কি আমি তোমাদের বলে দেবো? পরে বলেন, যে ব্যক্তি ভালোভাবে অজু করে মসজিদে যায়, ফজর নামাজ আদায় করে; তারপর সূর্যোদয়ের পর ইশরাকের নামাজ পড়ে, সেও দ্রুত ফিরে আসে এবং অনেক গনিমত নিয়ে আসে। -তারগীব।

হযরত আবু জর গিফারী রা.-এর হাদিস পূর্বে চলে গেছে, যার ভাষ্য হলো, মানুষের শরীরে তিনশত ষাটটি জোড়া আছে। এর প্রতিটি জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করার জন্য প্রত্যেককে প্রতিদিন কমপক্ষে তিনশত ষাটটি নেকি অর্জন করা উচিত। তারপর রাসুল সা. সেসকল সহজসাধ্য নেকির কথাও বলে দিয়েছেন, যাতে সে মাকছাদ হাছিল হয়। রাসুল সা. বলেন, سبحان الله বলা এক নেকি, الحمد لله বলা এক নেকি, الله اكبر - لا اله الا الله বলা আরেক নেকি। কাউকে নেক কাজের আদেশ করা এক

নেকি; মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা আরেক নেকি। বিশাল ফিরিস্তি বলার পর রাসুল সা. বলেন-

وَيُجْزِئُ مِنْ ذٰلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحي

'ইশরাকের দু'রাকাত নামাজই এসব কিছুর বিনিময় হতে পারে'। -মুসলিম। অর্থাৎ এ দু'রাকাত নামাজই তিনশত ষাট নেকির বিনিময় হবে। ইশরাকের সর্বোত্তম পদ্ধতি হলো, ফজর নামাজ পড়ে নিজ স্থানে বসে থাকবে এবং সূর্যোদয়ের পর দু'রাকাত নামাজ পড়বে। হাদিস শরিফে এর ফযিলত হজ্জ ও ওমরার সমান বলা হয়েছে। কেউ যদি কোনো কারণে বসে থাকতে না পারে, ঘরে এসে যায় অথবা অন্য কোনো কাজে ব্যস্ত হয়ে যায় তবুও পড়ে নেবে।

৫৪. জুমার দিন গোসল করা এবং খুশবু লাগানো

হাদিস শরিফে জুমার দিন গোসলের অনেক ফযিলত এসেছে। গোসলের সময় এ নিয়ত করবে, আমি জুমার নামাজের জন্য গোসল করছি। তাছাড়া গোসলের পর খুশবু লাগানোও সুন্নত।

হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. ইরশাদ করেন,

مَنْ اِغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَسَّ مِنْ طِيْبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَه وَلَبِسَ أَحْسَنَ ثِيَابِه ثُمَّ خَرَجَ حَتّي يَأْتِيَ الْمَسْجِدَ فَيَرْكَعَ مَا بَدَالَه وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا ثُمَّ أَنْصَتَ حَتّي يُصَلِّيَ كَانَ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْري

'যে ব্যক্তি জুমার দিন গোসল করে খুশবু থাকলে লাগায়, ভালো কাপড় পরিধান করে, তারপর মসজিদে যায়; সেখানে যত চায় নামাজ পড়ে, কাউকে কষ্ট না দেয়, এরপর চুপচাপ নামাজ শেষ কারে, তার এ আমল আগামী জুমা পর্যন্ত সকল সগীরা গুনাহের কাফ্ফারা হয়ে যাবে'। -তারগিব।

হযরত আবু উমামা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. বলেন, জুমার গোসল চুলের গোড়া থেকে পর্যন্ত গুনাহ টেনে বের করে ফেলে। -তবরানী।

জুমার দিন গোসল ও খুশবু লাগানোর পর যতদ্রুত সম্ভব মসজিদে যাওয়া উচিত। এক হাদিসে এসেছে, জুমার দিন ফেরেশতাগণ মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে, যারা প্রথমে আসে তাদের নাম লিপিবদ্ধ করে। সর্বপ্রথম আগমনকারীকে একটি উট কোরবানীর সওয়াব দেয়া হয়। পরের জনকে একটি গাভী, এর পরের জনকে ভেড়া, তারপর মুরগী, এবং সর্বশেষ আগমনকারীকে একটি ডিম সদকা করার সওয়াব দেয়া হয়। তারপর ইমাম সাহেব যখন খুতবার জন্য বের হন ফেরেশতাগণ তখন খাতা বন্ধ করে ফেলেন।

৫৫. রোজার সেহরী খাওয়া

রোজা চাই ফরজ হোক বা নফল তা একটি মহৎ ইবাদত। আবার সেহরী খাওয়াও আলাদা ইবাদত।

হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত রাসুল সা. বলেছেন, তোমরা সেহরী খাও; কেননা সেহরীর মাঝে বরকত রয়েছে।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. বলেছেন,

إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَه يُصَلُّوْنَ عَلي الْمُتَسَحِّرِيْنَ

'আল্লাহ তা'লা ও তাঁর ফেরেশতাগণ যারা সেহরী খায় তাদের ওপর রহমত বর্ষণ করেন'। -তারগীব।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. বলেন,

اَلسُّحُوْرُ كُلُّه بَرَكَةٌ فَلاَ تَدَعُوْه وَلَوْ أَنْ يَّجْرَعَ أَحَدُكُمْ جَرْعَةً مِنْ مَاءٍ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلاَئِكَتَه يُصَلُّوْنَ عَلي الْمُتَسَحِّرِيْنَ

'সেহরী সবটাই বরকত। তাই সেহরী খাওয়া ছেড়ো না। একঢোক পানিই হোক না কেনো। কেননা যারা সেহরী খায়, আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ তাঁদের ওপর রহমত বর্ষণ করেন'। আবার প্রথম রাতের তুলনায় শেষ রাতে সেহরী খাওয়া উত্তম। -মুসনাদে আহমদ।

৫৬. অবিলম্বে ইফতার করা

সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে ইফতার করা উচিত। বিনা ওজরে বিলম্ব করা ঠিক নয়। হযরত সহল বিন সা'দ রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. ইরশাদ করেন, যতদিন পর্যন্ত মানুষ দ্রুত ইফতার করবে তাদের মাঝে কল্যাণ ও বরকত থাকবে।

-বুখারি ও মুসলিম।

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. বলেন, আল্লাহ তা'লার প্রিয় বান্দা হলেন তাঁরা, যাঁরা তাড়াতাড়ি ইফতার করেন।

-মুসনাদে আহমদ ও তিরমিযী।

৫৭. রোজাদারকে ইফতার করানো

কোনো রোজাদারকে ইফতার করানো অনেক সওয়াবের কাজ।

হযরত যায়েদ বিন খালেদ জুহানী রা. থেকে বর্ণিত রাসুল সা. বলেছেন,

مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَه مِثْلُ اَجْرِه غَيْرَ اَنَّه لَايَنْقُصُ مِنْ اَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئٌ

'যে ব্যক্তি কোনো রোজাদারকে ইফতার করাবে সে রোজাদারের সমপরিমাণ সওয়াব পাবে। আবার রোজাদারের সওয়াবও কম হবে না'।

-তিরমিযী ও নাসায়ী।

হযরত সালমান ফারসী রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি রমজান মাসে কোনো রোজাদারকে ইফতার করায় তার গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়। জাহান্নাম থেকে তাকে মুক্তি দেয়া হয় এবং রোজাদারের সমপরিমাণ সওয়াব তার আমলনামায় লেখা হয়। তবে রোজাদারের সওয়াব কোনো অংশে কম দেয়া হয় না। কেউ কেউ আরজ করল, আমাদের অনেকের তো রোজাদারকে ইফতার করানোর মতো সাধ্য নেই। জবাবে রাসুল সা. বলেন, এ সওয়াব আল্লাহ পাক তাকেও দেবেন যে রোজাদারকে একটি খেজুর, একটু পানি অথবা একঢোক দুধ দিয়ে ইফতার করায়।

-ইবনে খুজাইমা।

৫৮. হাজী অথবা মুজাহিদের পরিবারের খোঁজখবর নেয়া

হজ্জ এবং জেহাদ অনেক বড় ইবাদত। যারা নিজেদের অক্ষমতার কারণে এ মহান ইবাদত থেকে বঞ্চিত তাদেরও এতে অংশীদার হওয়ার ব্যবস্থা আল্লাহ তা'লা রেখেছেন। তা হলো, যে ব্যক্তি কোনো মুজাহিদকে জেহাদের প্রস্তুতি নিতে সহায়তা করবে অথবা কোনো হাজীকে সহায়তা করবে আল্লাহ তা'লা তাকেও জেহাদ ও হজের সওয়াবের অংশীদার বানাবেন। এমনিভাবে যারা জেহাদে গেলো বা হজে গেলো তাদের অনুপস্থিতিতে যারা তাদের পরিবারের খোঁজখবর রাখে, প্রয়োজন পূর্ণ করে, তারাও জেহাদ ও হজের সওয়াবে অংশীদার হবে।

হযরত যায়েদ বিন খালেদ রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. বলেছেন,

مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا أَوْ جَهَّزَ حَاجًّا أَوْ خَلَفَهُ فِيْ أَهْلِهِ أَوْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أُجُوْرِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَّنْقُصَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْئًا

'যারা কোনো মুজাহিদকে জেহাদের প্রস্তুতি নিতে সহায়তা করে বা কোনো হাজীকে হজযাত্রায় সাহায্য করে অথবা তাদের রেখে যাওয়া পরিবারের খোঁজখবর নেয় বা কোনো রোজাদারকে ইফতার করায় তাদেরও সমপরিমাণ সওয়াব দেয়া হয়। আবার তাদের সওয়াবও কম দেয়া হয় না'।

-নাসায়ী।

৫৯. শাহাদাতের জন্য দোয়া করা

আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হওয়া অনেক সৌভাগ্যের ব্যাপার। শহীদ হলে যে নেকি পাওয়া যায় শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষার মাঝেও আল্লাহ তা'লা সে নেকি রেখেছেন। রাসুল সা. বলেন,

مَنْ سَأَلَ اللهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلي فِرَاشِهِ

'যে সত্যিকার অর্থে শাহাদাত কামনা করে আল্লাহ তা'লা তাকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করবেন। চাই সে বিছানায় পড়ে মারা যাক'।

-মুসলিম।

হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. ইরশাদ করেন,

مَنْ طَلَبَ الشَّهَادَةَ صَادِقًا أُعْطِيَهَا وَلَوْ لَمْ تُصِبْهُ

'যে একনিষ্ঠভাবে শাহাদাত কামনা করে আল্লাহ তা'লা তাকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করেন; চাই সে তা না পাক'। (বিছানায় মারা যাক) -মুসলিম।

৬০. সকাল সকাল কাজ শুরু করা

হাদিস শরিফে সকাল সকাল কাজ শুরু করার অনেক ফযিলত এসেছে। রাসুল সা. দোয়া করেছেন,

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِيْ فِيْ بُكُوْرِهَا

'হে আল্লাহ! আমার উম্মতকে সকালের কাজে বরকত দান করো'।

-তিরমিযী।

তাছাড়া সুবহে সাদেকের পর সূর্যোদয়ের পূর্বে ঘুমিয়ে থাকতে রাসুল সা. নিষেধ করেছেন। এটাকে অকল্যাণের কারণ বলেছেন। -ইবনে মাজা

একবার রাসুল সা. ফজরের পর হযরত ফাতেমা রা. কে শুয়ে থাকতে দেখে জাগিয়ে দিলেন, শুয়ে থাকতে নিষেধ করলেন। -তারগীব।

৬১. বাজারে জিকরুল্লাহ

কায়-কারবার ও ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য মানুষ যখন বাজারে যায় তখন সেখানে কিছুটা জিকির আজকার করা অনেক ফজিলতের কাজ। হাদিসে এসেছে, যেখানের লোকেরা আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল থাকে সেখানে আল্লাহকে স্মরণ করা জেহাদ থেকে পালিয়ে যাওয়া লোকদের দৃঢ়পদ রাখার মত। - তারগীব।

বিশিষ্ট তাবেয়ী হযরত আবু কেলাবা রহ. বলেন, একবার বাজারে দু'জন লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো, তাদের একজন অন্যজনকে বলছে, চলো, মানুষ এখন আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল আমরা আল্লাহর কাছে ইস্তে গফার পড়ি। দু'জন মিলে ইস্তেগফার পড়ল। পরে তাদের একজনের ইন্তে কাল হলে অন্যজন স্বপ্নে দেখে, সে বলছে, যে সন্ধ্যায় আমরা বাজারে

সাক্ষাৎ করেছিলাম, সেদিন আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। -তারগীব।

বাজারে যে কোনো দোয়া করা যায়, তবে হাদিস শরিফে বিশেষ কতগুলো দোয়ার ফযিলত এসেছে।

হযরত ওমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি বাজারে প্রবেশ করে এ কালিমাগুলো বলবে—

لَاۤ إِلٰهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لاَ يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰي كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ

আল্লাহ তা'লা তাকে হাজার হাজার নেকি দান করবেন। হাজার হাজার সগীরা গুনাহ মাফ করে দেবেন। এবং হাজার হাজার দরজা বুলন্দ করে দেবেন। -তিরমিযী।

কালিমাগুলো মুখস্থ করে নেয়া উচিত এবং বাজারে গেলে পড়া উচিত।

৬২. বিক্রিত মাল ফেরত নেয়া

অনেক সময় অনেকে ক্রয়কৃত মাল ফেরত দিতে চায়; কিন্তু বিক্রেতার জন্য বিক্রিত মাল ফেরত নেয়া আবশ্যক নয়। তবে বিক্রেতা যদি ইহসান করে এবং বিক্রিত মাল ফেরত নেয় তো হাদিসে এ ব্যাপারে অনেক ফযিলত এসেছে।

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. বলেছেন,

مَنْ اَقَالَ مُسْلِمًا بَيْعَتَهُ أَقَالَهُ اللهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের সঙ্গে কৃত বিক্রয়চুক্তি তার সমস্যা দেখে উঠিয়ে নেয়; আল্লাহ তা'লা কেয়ামতের দিন তার ভুলবিচ্যুতি উঠিয়ে নেবেন। -আবু দাউদ।

৬৩. অভাবীকে ঋণ দেয়া

অভাবীকে ঋণ দেয়া অনেক সওয়াবের কাজ। হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. বলেছেন, সর্ব প্রকার ঋণ সদকা।

-বায়হাকী।

অনেক রেওয়ায়েতে আছে, অভাবীকে ঋণ দেয়া সদকার চেয়ে বেশি সওয়াবের কাজ।

-তারগীব।

কেননা ঋণ সাধারণত এত পরিমাণ দেয়া হয় যে পরিমান সদকা করা হয় না এবং এমন লোককে দেয়া হয় যিনি ভিক্ষা করেন না, তাই এমন লোকের প্রয়োজন পূর্ণ করা নিঃসন্দেহে অনেক সওয়াবের কাজ।

৬৪. দরিদ্র ঋণীকে সময় সুযোগ দেয়া

দরিদ্র ঋণীকে সুযোগ দেয়া কোরআন হাদিস অনুযায়ী অনেক ফযিলতপূর্ণ কাজ। কোরআনে কারিমে আল্লাহ তা'লা বলেন-

وَإِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ

'ঋণগ্রস্ত যদি দরিদ্র হয় তাহলে তার অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ আসা পর্যন্ত তাকে সুযোগ দাও'।

-সূরা বাকারা, আয়াত ২৮০।

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. বলেন—

مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَه أَظَلَّه الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ

عَرْشِه يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّه

'যে কোনো দরিদ্র ঋণীকে সুযোগ দেয় বা তার ঋণ হালকা করে দেয়, কেয়ামতের দিন—যেদিন আল্লাহর ছায়া ব্যতীত কোনো ছায়া থাকবে না—সেদিন আল্লাহ তা'লা তাকে আরশের ছায়াতলে আশ্রয় দেবেন'।

-তিরমিযী।

হযরত হুজায়ফা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. বলেছেন, পূর্ববর্তী উম্মতের এক লোকের রুহ কবজ করে ফেরেশতাগণ জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি কখনো কোনো নেক কাজ করেছ? লোকটি উত্তরে বলল, আমি গরীব ও

অসহায়দের ঋণ দিতাম। আমার কর্মচারীদের বলে দিয়েছি দরিদ্র ঋণীকে সুযোগ দিয়ো, সচ্ছলদের ছাড় দিয়ো। আল্লাহ তা'লা ফেরেশতাদেরকে বলবেন, তোমরাও তাকে ছাড় দাও। এভাবে তার ক্ষমা হয়ে যাবে।

-বুখারি ও মুসলিম।

৬৫. ব্যবসায় সত্য বলা

সাধারণভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যকে দুনিয়াদারি মনে করা হয়। কিন্তু হালাল রুজির নিয়তে ব্যবসা-বাণিজ্য করা এবং এর মাধ্যমে নিজের ও পরিবারের হক আদায় করা নেকির কাজ। শর্ত হলো নাজায়েয কিছু করা যাবে না। হাদিস শরিফে সৎ ও আমানতদার ব্যবসায়ীর অনেক ফযিলতের কথা এসেছে।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. বলেছেন,

اَلتَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

'সৎ ও আমানতদার ব্যবসায়ী কেয়ামতের দিন নবীগণ, ছিদ্দিকগণ ও শহীদগণের সঙ্গে থাকবেন'। -তিরমিযী।

৬৬. গাছ লাগানো

ফল ও ফসলের গাছ লাগানো অনেক সওয়াবের কাজ। হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. বলেছেন,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا اَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ

إِلَّا كَانَ لَه بِه صَدَقَةٌ

'যে মুসলমান কোনো গাছ লাগায় বা ক্ষেতখামার করে আর তা থেকে কোনো মানুষ বা পশুপাখি খায়; তাতে সে সদকার সওয়াব পায়'।

-বুখারি ও মুসলিম।

অর্থাৎ যারা সেখান থেকে উপকৃত হবে এর সওয়াব সদকায়ে জারিয়ার মতো সে মুসলমান পেতে থাকবে।

৬৭. পশুপাখির সঙ্গে ভালো ব্যবহার

ইসলাম মানুষের মতো পশুপাখির অধিকারও সংরক্ষণ করেছে। যেসকল প্রাণী কষ্ট দেয় না বিনা প্রয়োজনে সেগুলোকে কষ্ট দেয়া নিষিদ্ধ। এমনকি যেসব প্রাণী জবাই করা যায় সেগুলো এমনভাবে জবাই করার নির্দেশ এসেছে যাতে কষ্ট কম হয়।

রাসুল সা. বলেছেন, জবাইয়ের পূর্বে ছুরি ভালোভাবে ধার করে নাও; জবাই কৃত পশুকে যতদ্রুত সম্ভব শান্তি দিতে চেষ্টা করো। -তিরমিযী।

মোটকথা পশুপাখি লালন-পালন করা, খাওয়ানো, যত্ন নেয়া আল্লাহ তা'লার নিকট অতি পছন্দের কাজ।

রাসুল সা. পূর্ববর্তী উম্মতের এক লোকের ঘটনা শুনিয়েছেন, সফরের মাঝে সে কঠিন পিপাসায় আক্রান্ত হলো। দীর্ঘ খোঁজাখুঁজির পর একটা কূপ দেখতে পেল, তবে তাতে কোনো বালতি ছিল না। সে কূপে নামল এবং পিপাসা নিবৃত করল। পানি পান করে বের হয়ে দেখতে পেলো, একটা কুকুর পিপাসায় কাতর হয়ে মাটি চাটছে। কুকুরের জন্য তার মায়া হলো, মনে হলো কুকুরটাও তার মতো পিপাসার্ত। তারপর সে নিজের চামরার মোজা খুলে কূপে নেমে মোজাটা দাঁতে কামড়ে ধরে বের হয়ে এলো। এবং কুকুরকে পানি পান করাল। আল্লাহ তা'লা তার এ কাজে এত খুশি হলেন যে, তাকে ক্ষমা করে দিলেন। -বুখারি ও মুসলিম।

৬৮. কষ্টদায়ক প্রাণী মেরে ফেলা

যেসব প্রাণী কষ্টদায়ক, মানুষকে কষ্ট দেয়ার সম্ভাবনা আছে সেগুলো মেরে ফেলাও নেক কাজ। এতে অনেক সওয়াব। যেমন সাপ বিচ্ছু মারার ওপর সওয়াবের ওয়াদা রয়েছে। একবার হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. খুতবা দিচ্ছিলেন, ইতোমধ্যে দেয়ালে একটা সাপ দেখলেন, তিনি খুতবা বন্ধ করে লাঠি দিয়ে সাপটা মারলেন। পরে বললেন, আমি রাসুল সা. কে বলতে শুনেছি,

مَنْ قَتَلَ حَيَّةً اَوْ عَقْرَبًا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ مُشْرِكًا حَلَّ دَمُهُ

'যে কোনো সাপ বা বিচ্ছু মারল সে যেনো দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত কাফেরকে মারল'। -তারগীব।

এমনিভাবে রাসুল সা. টিকটিকি মারার আদেশ করেছেন।

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত রাসুল সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রথম প্রহারে কোনো টিকটিকি মারতে পারবে সে এতো এতো নেকি পাবে। আর যে দুই প্রহারে মারবে, সে পাবে এতো নেকি। (এবার তিনি প্রথমবারের তুলনায় কম বলেছেন।) আর যে তৃতীয় প্রহারে মারবে, সে পাবে এতো নেকি। এবার তিনি দ্বিতীয়বারের তুলনায় কম বলেছেন। -মুসলিম।

এমনিভাবে অন্যান্য কষ্টদায়ক প্রাণী যেগুলো মানুষকে কষ্ট দেয়, সেগুলো মারলেও সওয়াব পাওয়া যায়।

৬৯. জবান হেফাজতে রাখা

জবান মহান আল্লাহর অনেক বড় নেয়ামত। কেউ চাইলে এর মাধ্যমে আখেরাতের জন্য নেকি লাভ করতে পারে। আবার চাইলে আখেরাত বরবাদও করতে পারে। এজন্য হাদিস শরিফে জবানের হেফাজত ও কম কথা বলার অনেক ফযিলত এসেছে।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুল সা. কে জিজ্ঞেস করলাম, কোন আমল সবচে' উত্তম? জবাবে তিনি বলেন, সময়মত নামাজ পড়বে। আবার আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসুল! তারপর কোন আমল? তিনি বলেন, أَنْ يَّسْلَمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِكَ

'তোমার জবান থেকে যেনো লোকে নিরাপদ থাকে'। -তারগীব।

অর্থাৎ অন্যকে কষ্ট দেয়া, গীবত করা, ধোঁকা দেয়া থেকে বেঁচে থাকো।

হযরত ওকবা বিন আমের রা. রাসুল সা. কে জিজ্ঞেস করলেন, মুক্তির পথ কী? জবাবে তিনি বলেন,

أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَابْكِ عَلي خَطِيْئَتِكَ

'নিজের জবানকে হেফাজত করো; তোমার ঘরই যেনো তোমার জন্য যথেষ্ট হয়। আর নিজের কৃতকর্মের ওপর সবসময় কান্নাকাটি করো'।

-আবু দাউদ ও তিরমিযী।

নিজের ঘর যথেষ্ট হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, বিনা প্রয়োজনে ঘর থেকে বের হয়ে ফেতনায় পড়বে না। গুনাহের ওপর কান্নাকাটি মানে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করা।

এক হাদিসে রাসুল সা. হযরত আবু জর গেফারী রা. কে বলেন, আমি কি তোমাকে এমন দুটি আমলের কথা বলে দেব যা পড়তে সহজ; কিন্তু মিজানের পাল্লায় ভারী? হযরত আবু জর রা. আরজ করলেন, অবশ্যই বলে দিন হে আল্লাহর রাসুল! জবাবে তিনি বলেন,

عَلَيْكَ بِحُسْنِ الْخُلُقِ وَطُوْلِ الصَّمْتِ

'উত্তম আচরণ করো এবং নীবরতা অবলম্বন করো। -তারগীব।

৭০. অনর্থক কথাবার্তা বা কাজকর্ম থেকে বেঁচে থাকো

যে কথা বা কাজে দুনিয়া ও আখেরাতের কোনো ফায়দা নেই, সেটাই অনর্থক। কোরআন-হাদিসে অনর্থক কথা ও কাজ থেকে বেঁচে থাকার অনেক তাকীদ এসেছে। কোরআনে কারিমে সফল মুমিনদের পরিচয় দিতে গিয়ে আল্লাহ তা'লা বলেন, وَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ আর যারা অনর্থক কাজকর্ম থেকে বেঁচে থাকে। -সূরা মুমিনূন, আয়াত ৩।

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. বলেছেন,

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيْهِ

'ইসলামের সৌন্দর্য হলো অনর্থক ক্রীড়াকর্ম ছেড়ে দেয়া'। -তিরমিযী।

তাই অহেতুক কথাবার্তা, কাজকর্ম কিংবা নিরর্থক ব্যস্ততা থেকে বেঁচে থাকা মুসলমানদের জন্য অত্যাবশ্যক।

৭১. [৭১ থেকে ৭৭ পর্যন্ত] ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ নেকি

এক হাদিসে রাসুল সা. এমন ছয়টি আমলের কথা বলেছেন যার ওপর পাবন্দির সঙ্গে আমলকারীর জন্য তিনি জান্নাতের জামিন হয়েছেন। হযরত উবাদা ইবনে সামেত রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. ইরশাদ করেন,

اِضْمَنُوْا لِيْ سِتًّا مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَضْمَنْ لَكُمُ الْجَنَّةَ اَدُّوْا اِذَا اُئْتُمِنْتُمْ وَاَوْفُوْا اِذَا عَاهَدْتُمْ وَاصْدُقُوْا اِذَا حَدَّثْتُمْ وَاحْفَظُوْا فُرُوْجَكُمْ وَغُضُّوْا اَبْصَارَكُمْ وَكُفُّوْا اَيْدِيَكُمْ

'তোমরা আমার জন্য ছয়টি বিষয়ের জামিন হও; আমি তোমাদের জান্নাতের জামিন হবো। তোমাদের কাছে রক্ষিত আমানত আদায় করো, কৃত প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করো। কথা বল তো সত্য বলো। নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করো। দৃষ্টি সংযত রাখ। অন্যকে কষ্ট দেয়া থেকে নিজের হাতকে বিরত রাখ'। -বাইহাকী।

৭৮. ডান দিক থেকে শুরু করা

প্রত্যেক ভালো কাজ ডান দিক থেকে শুরু করা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রিয় আমল। এতে অনেক সওয়াব। হযরত আয়েশা রা. বর্ণনা করেন, রাসুল সা. প্রত্যেক ভালো কাজ ডান দিক থেকে শুরু করতে পছন্দ করতেন। অজু করতে, চিরুনী করতে, এমনকি জুতো পরার বেলায়ও। -বুখারি।

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত রাসুল সা. ইরশাদ করেন,

اِذَا لَبِسْتُمْ وَاِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَءُوْا بِاَيَامِنِكُمْ

'যখন কাপড় পরিধান করো বা অজু কর ডান দিক থেকে শুরু করো'।

-আবু দাউদ ও তিরমিযী।

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. ইরশাদ করেন,

اِذَا انْتَعَلَ اَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِيْنِ وَاِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ

তোমাদের কেউ জুতো পরিধান করলে ডান দিক থেকে শুরু করবে। খোলার বেলায় বাম দিক থেকে শুরু করবে। -বুখারী ও মুসলিম।

এমনিভাবে রাসুল সা. ডান হাতে খাওয়ার হুকুম করেছেন; বাম হাতে খেতে নিষেধ করেছেন।

হযরত ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. বলেছেন, তোমরা যখন খাবে, ডান হাতে খাবে; পান করলে ডান হাতে পান করবে। -মুসলিম।

কোনো জিনিস ভাগ করতে হলে ডান দিক থেকে ভাগ করা শুরু করবে। এটাই ছিল রাসুল সা.-এর অভ্যাস।

বাথরুমে যেতে বাম পা প্রথমে প্রবেশ করাবে। বের হতে ডান পা আগে বের করবে। মসজিদে প্রবেশ করতে এর উল্টো; ডান পায়ে ঢুকবে বাম পায়ে বের হবে। সুন্নতের নিয়তে এসব কাজে অবশ্যই সওয়াব হবে।

এগুলো খুবই সহজ আমল, একটু মনোযোগ দিয়ে অভ্যাস করে নিলেই হলো; ইত্তেবায়ে সুন্নতের নূর হাছিল হবে। বাচ্চাদের শুরু থেকে এসব আমলে অভ্যাস করানো উচিত।

৭৯. পড়ে যাওয়া লোকমা তুলে খাওয়া

খাওয়ার সময় লোকমা পড়ে গেলে উঠিয়ে খাবে। ধুলোবালি লাগলে ঝেরে নেবে, প্রয়োজনে ধুয়ে নেবে। এটাই রাসুল সা.-এর শিক্ষা।

হযরত জাবের রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. বলেছেন, খাওয়ার সময় যদি লোকমা পড়ে যায় কিছু লেগে গেলেও পরিষ্কার করে খেয়ে নেবে; শয়তানের জন্য রেখে দেবে না। এরপর খাওয়া শেষে আঙ্গুল চেটে খাবে, কেননা জানা নেই খাবারের কোন অংশে বরকত রয়েছে। -মুসলিম।

এ হাদিস দ্বারা বোঝা গেলো, আল্লাহপ্রদত্ত রিজিকের নাশুকরি করা শয়তানের কাজ। উঠিয়ে খাওয়াতে খাবারের কদর হয়। এতে অবশ্যই সওয়াব হবে ইনশাআল্লাহ! তুলে খাওয়া চাই, ঠুনকো আভিজাত্যের ভয়ে পরিত্যাগ করা উচিত নয়। তবে হ্যাঁ, একেবারে যদি অসম্ভব হয় তাহলে ভিন্ন কথা।

৮০. হাঁচি আসায় আলহামদুলিল্লাহ ও তার জবাব

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. বলেছেন, আল্লাহ তা'লা হাঁচি পছন্দ করেন এবং হাই অপছন্দ করেন। যখনই তোমাদের কারো

হাঁচি আসে আলহামদুলিল্লাহ বলবে। যে শুনবে তার কাছে দাবী হলো, সে ইয়ারহামু কাল্লাহ বলবে। -বুখারি।

এগুলো এমন ইসলামি আদব যেগুলোতে একসময় সবাই অভ্যস্ত ছিল, কিন্তু আজকাল এসব বিষয় মানুষের কাছে অপরিচিত হয়ে যাচ্ছে।

৮১. আল্লাহর ভয়

আল্লাহ তা'লার মর্যাদার দাবী হলো, মানুষ তাঁর অসন্তুষ্টিকে ভয় পাবে। কোরআন-হাদিসে আল্লাহর ভয় ও খোদাভীতির অনেক তাকীদ ও ফযিলত এসেছে। রাসুল সা.-এর চাচা হযরত আব্বাস রা. বলেন, একবার আমরা রাসুল সা.-এর সঙ্গে এক গাছতলায় বসা ছিলাম। ইতোমধ্যে গাছের শুকনো পাতাগুলো ঝরতে লাগল এবং শুধু সবুজ পাতাগুলো রয়ে গেলো। রাসুল সা. বললেন, এ গাছের দৃষ্টান্ত কী হতে পারে? উপস্থিত লোকেরা বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল-ই ভালো জানেন। রাসুল সা. তখন বললেন, এর দৃষ্টান্ত হলো একজন পাক্কা মুমিন আল্লাহর ভয়ে যার গায়ে কাঁপুনি এসে যায়, তার গুনাহগুলো এভাবে ঝরে যায় যে নেকিগুলো শুধু বাকি থাকে। -তারগীব।

অন্তরে আল্লাহর ভয় পয়দা করার জন্য আল্লাহর বড়ত্ব ও মহত্বের উপলব্ধি অন্তরে বদ্ধমূল করতে হবে। পূর্ববর্তী উম্মতদের পরিণামের কথা ভাবতে হবে। কোরআন-হাদিসে নাফরমানদের যে শাস্তির কথা এসেছে তা চিন্তা করতে হবে। এভাবে আল্লাহর ভয় অন্তরে সৃষ্টি হবে। ফলে গুনাহ ও পাপাচার থেকে বাঁচা সহজ হবে, অন্তরে তাকওয়া পয়দা হবে; যা সকল নেকির মূল ও দুনিয়া-আখেরাতের সকল কল্যাণের উৎস। আল্লাহ তা'লা আমাদের সকলকে তাকওয়ার নেয়ামত দান করুন। আমিন।

৮২. আল্লাহর কাছে আশা করা এবং ভালো ধারণা রাখা

আল্লাহর ভয়ের সঙ্গে তাঁর রহমতের আশা করাও অনেক বড় নেকির কাজ। হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. ইরশাদ করেন,

إِنَّ حُسْنَ الظَّنِّ مِنْ حُسْنِ عِبَادَةِ اللّٰهِ

'আল্লাহ তা'লার ব্যাপারে ভালো ধারণা রাখা উত্তম ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত'।

-তিরমিযী ও হাকিম।

হাদিসে কুদসীতে রাসুল সা. আল্লাহ তা'লার এ ইরশাদ নকল করেন,

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ بِيْ وَأَنَا مَعَه حَيْثُ يَذْكُرُنِيْ

'বান্দা আমার ব্যাপারে যেমন ধারণা করে আমি ঠিক তেমন। সে আমাকে স্মরণ করলে আমি তার সঙ্গেই থাকি। -বুখারি ও মুসলিম।

মোটকথা কোরআন ও হাদিসে আল্লাহ তা'লার ওপর ভালো ধারণা রাখার তাকীদ এসেছে। উদ্দেশ্য হলো মানুষ তার সাধ্য মোতাবেক আল্লাহ তা'লার বিধিবিধান পালন করার চেষ্টা করবে। শত চেষ্টা সত্ত্বেও যদি ভুলভ্রান্তি হয়ে যায় তাহলে আল্লাহর রহমতের আশা করবে। কিন্তু কেউ যদি পার্থিব জীবনে আল্লাহর হুকুম আহকামের কোনো পরোয়া না করে, নিজের ইসলাহের কোনো ফিকির না করে; বরং কুপ্রবৃত্তির চাহিদাই চরিতার্থ করে, পরে এ আশায় বসে থাকে যে, আল্লাহ মাফ করে দেবেন, এমন লোকদের ব্যাপারে হাদিসে কঠোর তিরস্কার এসেছে।

সঠিন পন্থা হলো আল্লাহর ভয়ের পাশাপাশি তাঁর রহমতের আশাও রাখবে। এবং আল্লাহর ব্যাপারে নেক ধারণা রাখবে। দু'টি বিষয়ের সুসমন্বয়ের নামই আত্মশুদ্ধি।

হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত রাসুল সা. এক মুমূর্ষু যুবকের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কেমন লাগছে? সে জবাব দিল, হে আল্লাহর রাসুল! আল্লাহর ব্যাপারে আমার অনেক আশা, সঙ্গে গুনাহের ভয়ও আছে। জবাবে রাসুল সা. বলেন, যে মুমিনের অন্তরে এমন মুহূর্তে এ দু'টি বিষয় একত্রিত হবে, আল্লাহ তা'লা তার আশা পূর্ণ করবেন এবং তাকে ভয় থেকে নিরাপদে রাখবেন। -তিরমিযী।

আমাদের প্রকাশিত কিছু বই

১. ইসলাম ব্যতীত পৃথিবী কাঙ্গাল
মাওলানা কালিম সিদ্দিকী

২. সুদবিহীন ব্যাংকিং
বিচারপতি মুফতি তকি উসমানি

৩. কবরের অবস্থা
মাওলানা ইদ্রিস কান্ধলবি রহ.

৪. ইউরোপের তিন অর্থব্যবস্থা
মুফতি মুহাম্মদ রফি উসামনি

৫. বিশ্ব শান্তি : পথ ও পন্থা
মুফতি মুহাম্মদ শফি রহ.

৬. নারী সাহাবিগণ রা. : ঈমানদীপ্ত জীবনকথা
ড. আব্দুর রহমান রাফাত পাশা

৭. নারীর আখলাক ও শিষ্টাচার-১
মাওলানা তারিক জামিল

৮. নারীর আখলাক ও শিষ্টাচার-২
মাওলানা তারিক জামিল

৯. স্বপ্নের সংসার
মাওলানা যুলফিকার আহমাদ নকশাবন্দি

১০. নারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য
মাওলানা তারিক জামিল

১১. রাসূলপ্রেমের একগুচ্ছ গল্প
মাওলানা হাবীবুর রহমান খায়রাবাদী

১২. ইসলামি ইতিহাসের গল্প : বিচূর্ণ সিংহাসন
নাজিব কিলানি

১৩. নির্বাচিত গল্প
বিচারপতি মুফতি তকি উসমানি

১৪. ইসলাহি গল্প
বিচারপতি মুফতি তকি উসমানি

১৫. স্মরণশক্তি কেনো বাড়ে কেনো কমে
মুফতি মুহাম্মাদ মুজিবুল হক

১৬. দেশ-দেশান্তর-১, দেশ-দেশান্তর-২, দেশ-দেশান্তর-৩
বিচারপতি মুফতি তকি উসমানি

১৭. ফিলিস্তিনের স্মৃতি
ড. আব্দুল্লাহ আযযাম রহ.

[সেরা মুদ্রণ ও প্রকাশনার অগ্রপথিক]

৬৬২ আদর্শনগর, মধ্যবাড্ডা, ঢাকা-১২১২। ফোন : ০১৯১১-৬২০৪৪৭, ০১৯১২-৩৯৫৩৫১